যদ্‌যৎ প্রত্যক্ষবিষয়ং তদন্যন্নাস্তি চক্ষতে।
কুতঃ স্বর্গাদয়ঃ সন্তীত্যন্যে নিশ্চিতমানসাঃ ॥ ১১ ॥

অন্যান্য বাদীরা বলেন, যাহা যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তদ্ভিন্ন অদৃষ্ট পদার্থ কিছুই [illegible] থাকে যে স্বর্গাদি স্বীকার করে, তাহা কোথায় আছে? উহা প্রত্য[illegible] লৌকি। এইরূপে প্রত্যক্ষ বাদীরা আপন আপন বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

জ্ঞানপ্রবাহ ইত্যন্যে শূন্যং কেচিৎ পরং বিদুঃ।
দ্বাবেব তত্ত্বং মন্যন্তেঽপরে প্রকৃতিপূরুষৌ ॥ ১২ ॥

অপরাপর সম্প্রদায়ীরা কেবল জ্ঞানমাত্র স্বীকার করেন, অন্যান্য মতাবলম্বীরা শূন্যকেই পরমেশ্বর বলিয়া জানেন, অপর কোন কোন ব্যক্তিরা প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কেই পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

অত্যন্তভিন্নমতয়ঃ পরমার্থপরাঙ্মুখাঃ।
এবমন্যে তু সংচিন্ত্য যথামতি যথাশ্রুতং ॥ ১৩ ॥
নিরীশ্বরমিদং প্রাহ সেশ্বরঞ্চ তথা পরে।
বদন্তি বিবিধৈর্ভেদৈঃ সুযুক্ত্যা স্থিতিকাতরাঃ ॥ ১৪ ॥

যাহারা পরমার্থতত্ত্বপরাঙ্মুখ অত্যন্ত ভেদবুদ্ধির বশবর্ত্তী, তাহারা কেবল আপনাদিগের বুদ্ধিবিবেচনানুসারে বিচার করিয়া এই জগৎকে নিরীশ্বর বলে, অর্থাৎ এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা অলৌকিক ক্ষমতাশালী ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। অপর আস্তিক ব্যক্তিরা ঈশ্বরের অস্থায়িত্বে কাতর হইয়া বিবিধ সদ্যুক্তি ও নানাপ্রকার ভেদ বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন ॥ ১৩—১৪ ॥

এতে চান্যে চ মুনয়ঃ সংজ্ঞাভেদাঃ পৃথগ্‌বিধাঃ।
শাস্ত্রেষু কথিতাহ্যেতে লোকব্যামোহকারকাঃ ॥১৫॥
এতদ্বিবাদশীলানাং মতং বক্তুং ন শক্যতে।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্ জনাঃ সর্ব্বে মুক্তিমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিবিধ মতাবলম্বী অনেক লোক আছে এবং শাস্ত্রেও সংজ্ঞাভেদে নানাপ্রকার মত দেখা যায়, ইহাতে জ্ঞানিগণেরও চিত্তে ব্যামোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সকল পরস্পর বিবাদশীল সম্প্রদায়ীদিগের মত বর্ণন করিতে আমি শক্ত নহি। ঐ সকল মত মুক্তির বিরোধী, যাহারা ঐ সকল মতের অনুমোদন করে, তাহারা নিরন্তর এই সংসারে মোহের বশীভূত হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, কোনরূপে তাহারা মুক্তিপদ পাইতে পারে না ॥ ১৫—১৬ ॥

আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং তথা ॥ ১৭ ॥

প্রাচীন আচার্য্যগণ সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া এই যোগশাস্ত্রোক্ত মতই সুনিষ্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং যোগশাস্ত্রোদিত মত আশ্রয় করিলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পাইতে পারে ॥ ১৭ ॥

যস্মিন্ যাতে সর্ব্বমিদং জাতং ভবতি নিশ্চিতং।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্রভাষিতং ॥১৮॥

একমাত্র যোগসাধন করিতে পারিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং [illegible] সাধনই পরমাত্ম জ্ঞানলাভের কারণ, অতএব অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত [illegible] কোন প্রয়োজন নাই, কেবল যোগশাস্ত্রোদিত মতে বিশ্বাস [illegible] যোগাভ্যাসে পরিশ্রম করাই কর্ত্তব্য, তাহাতেই সকল কার্য্য [illegible] হইবে ॥ ১৮ ॥

যোগশাস্ত্রমিদং গোপ্যমস্মাভিঃ পরিভাষিতং।
সুভক্তায় প্রদাতব্যং ত্রৈলোক্যে চ মহাত্মনে ॥ ১৯ ॥

আমরা যে সকল যোগশাস্ত্র বলিয়াছি, তাহা অতি গোপনীয়, সাধারণের নিকট যোগশাস্ত্র প্রকাশ করিবে না, ত্রিভুবনমধ্যে যাহারা যোগশাস্ত্রের একান্ত অনুরক্ত ও মহাত্মা তাহাদিগকে এই শাস্ত্র প্রদান করিবে ॥ ১৯ ॥

কর্ম্মকাণ্ডোজ্ঞানকাণ্ড ইতিভেদো দ্বিধামতঃ।
ভবতি দ্বিবিধোভেদোজ্ঞানকাণ্ডস্য কর্ম্মণঃ ॥ ২০ ॥

বেদে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড এই দ্বিবিধ মতই উক্ত আছে, আর এই জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড উভয়ই সগুণ নিগুর্ণভেদে দ্বিবিধ ॥ ২০ ॥

দ্বিবিধঃ কর্ম্মকাণ্ডঃ স্যান্নিষেধবিধিপূর্ব্বকঃ ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের আবার দ্বৈবিধ্য আছে, যথা—বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ও নিষেধপূর্ব্বক কর্ম্ম। অর্থাৎ কতকগুলি কর্ম্ম অবশ্য করিবে এবং কতকগুলি কর্ম্ম বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং।
বিধানকর্ম্মকরণে পুণ্যং ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে বিধিপূর্ব্বক ও নিষেধপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মকাণ্ড উক্ত হইয়াছে, তাহার বিশেষ বিবৃত হইতেছে। গোবধ ব্রহ্মবধাদি নিষিদ্ধকর্ম্ম করিলে পাপ হয়, অতএব তাহা করিবে না এবং দান আদি বৈধকর্ম্মে পুণ্য সঞ্চার হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বদা বৈধকর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিবে। কারণ গোবধাদি নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে নরকভোগ হয়, নরক ভোগান্তে পুনর্ব্বার জন্ম হইয়া থাকে এবং এই জন্মেও আবার দুষ্ক্রিয়াতে লিপ্ত হইয়া নরক যাতনা ভোগ করে। কিন্তু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্যসঞ্চয় হয়, ঐ পুণ্যফলে স্বর্গলোকে বাস করিয়া দেবতাদিগের সহিত সুখভোগ করে, পরে ঐ ভোগাবসান হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া আবার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে সদনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধুসঙ্গ লাভ হইলেই মুক্তি হইতে পারে ॥ ২২ ॥

ত্রিবিধোবিধিকূটঃ স্যান্নিত্যনৈমিত্তিকাম্যতঃ।
নিত্যে কৃতেঽকিল্বিষং স্যাৎ কাম্যে নৈমিত্তিকে ফলং॥২৩॥

বৈধকর্ম্ম ত্রিবিধ, যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। নিত্যকর্ম্ম করিলে কোন পুণ্য জন্মে না, কিন্তু না করিলে পাপ জন্মিয়া থাকে, আর নৈমি-

ত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম করিলে পুণ্যসঞ্চার হয় এবং সেই পুণ্যবলে ফলভোগ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

দ্বিবিধন্তু ফলং জ্ঞেয়ং স্বর্গং নরকমেব চ।
স্বর্গে নানাবিধঞ্চৈব নরকে চ তথা ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

কাম্যকর্ম্মও নিষিদ্ধ বৈধভেদে দ্বিবিধ দেখা যায় এবং ঐ দ্বিবিধকর্ম্মের ফলও দুই প্রকার হইয়া থাকে। নিষিদ্ধকর্ম্ম করিলে নরকভোগ হয় এবং বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন স্বর্গপ্রাপ্তিতে নানাপ্রকার সুখভোগ হয়, সেইরূপ নরকেও নানাপ্রকার ক্লেশভোগ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

পুণ্যকর্ম্মনি বৈ স্বর্গং নরকং পাপকর্ম্মনি।
কর্ম্মবন্ধময়ী সৃষ্টির্নান্যথা ভবতি ধ্রুবং ॥ ২৫ ॥

স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুভূত পুণ্যকর্ম্ম এবং নরকভোগের কারণীভূত পাপকর্ম্ম, এই উভয় কর্ম্মই জীবের বন্ধনের নিমিত্ত জানিবে। জীব ঐ পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াত করে, তাহাতেই ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে, নচেৎ সৃষ্টিরক্ষার অন্য উপায় নাই ॥ ২৫ ॥

জন্তুভিশ্চানুভূয়ন্তে স্বর্গে নানাসুখানি চ।
নানাবিধানি দুঃখানি নরকে দুঃসহানি বৈ ॥ ২৬ ॥

যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা যাহাতে সংসারবন্ধনের ছেদন হয়, ঐরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সুতরাং মুক্তিকামীরা কাম্য কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা জ্ঞানপথের পথিক হইয়া নিয়ত যোগাভ্যাসে রত থাকেন, তাহাতেই তাহাদিগের সংসারবন্ধনের ছেদ হইয়া থাকে। আর যাহারা ভোগাভিলাষী, তাহারা ক্লেশকর পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সুখভোগের নিদানস্বরূপ পুণ্যকর্ম্ম করিতে থাকে। স্বর্গে অসুয়াদি কোনরূপ দোষ সম্পর্ক নাই, সুতরাং স্বর্গবাসে নিরন্তর সুখই হয় এবং নরকে অসুয়াদি নানাবিধ দোষ আছে, অতএব নরকভোগে অসংখ্য দুঃখ ভোগই হয় ॥ ২৬ ॥

পাপকর্ম্মবশাদ্দুঃখং পুণ্যকর্ম্মবশাৎ সুখং।
তস্মাৎ সুখার্থী বিবিধং পুণ্যং প্রকুরুতে ভৃশং ॥ ২৭ ॥

কেবল পাপকর্ম্ম করিলে মানবের অনন্ত দুঃখভোগ হয়, আর পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নিরন্তর অশেষবিধ সুখভোগ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ভোগাভিলাষী সংসারী ব্যক্তিরা নিরন্তর পুণ্যোপার্জ্জনে যত্ন করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

পাপভোগাবসানে তু পুনর্জন্ম ভবেদ্ধ্রুবং।
পুণ্যভোগাবসানে তু নান্যথা ভবতি ধ্রুবং ॥ ২৮ ॥

জীবের পাপভোগের অবসান হইলে কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম হয়, এইরূপ পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গভোগাদির পরেও পুরুষের জন্ম হইয়া থাকে। এই প্রকারে পুণ্য পাপের ফল ভোগার্থ জীবের জন্ম নিবৃত্তি হয় না ॥ ২৮ ॥

স্বর্গেঽপি দুঃখসম্ভোগঃ পরস্ত্রীদর্শনাদিষু।
ততো দুঃখমিদং সর্ব্বং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

কেবল নরকই দুঃখভোগের স্থান এমত নহে, স্বর্গভোগকালেও পরস্ত্রীদর্শনাদি অসৎকার্য্য করিলে দুঃখভোগাদি হইতে পারে, অতএব এই জগৎ সমস্তই দুঃখময়, তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৯ ॥

তৎকর্ম্ম কল্পকৈঃ প্রোক্তং পুণ্যপাপমিতি দ্বিধা।
পুণ্যপাপময়োবন্ধো দেহিনাং ভবতি ক্রমঃ ॥ ৩০ ॥

পাপকর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম এই উভয়ই দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে। যাহারা ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকেন, পুণ্য ও পাপ এই উভয়ই জীবের দেহধারণের প্রতি বন্ধন, এই বন্ধনেই জীবের দেহধারণ হয় ॥ ৩০ ॥

ইহামুত্রফলদ্বেষী সফলং কর্ম্ম সংত্যজেৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকং সংজ্ঞং ত্যক্ত্বা যোগে প্রবর্ত্ততে ॥৩১॥

যাহারা ইহকালে বা পরকালে কেবল কর্ম্মফলের অভিলাষ করে না, তাঁহারা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, ফলদ্বেষী ব্যক্তিরা কি পাপকর্ম্ম কি পুণ্যকর্ম্ম কোন কর্ম্মেই তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না, তাহারা নিত্য নৈমিত্তিককর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন ॥ ৩১ ॥

কর্ম্মকাণ্ডস্য মাহাত্ম্যং বুদ্ধা যোগী ত্যজেৎ সুধীঃ।
পুণ্যপাপদ্বয়ং ত্যক্ত্বা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবর্ত্ততে ॥ ৩২ ॥

সুবুদ্ধি যোগীব্যক্তিরা উক্তরূপে কর্ম্ম কাণ্ডের মাহাত্ম্য জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। পরন্তু যোগীব্যক্তির পক্ষে পুণ্য পাপ উভয় সমান, সুতরাং তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনে রত থাকেন ॥ ৩২ ॥

আত্মা বারে তু দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যেত্যাদিকা শ্রুতিঃ।
সা সেব্যা তু প্রযত্নেন মুক্তিদা হেতুদায়িনী ॥ ৩৩ ॥

"আত্মাই দৃষ্টব্য ও শ্রোতব্য অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব দর্শন করিবে এবং আত্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে" এই শ্রুতিবাক্যই লোকের মুক্তিপ্রদ ও মুক্তির হেতু। যোগিগণ যত্নপূর্ব্বক উক্ত শ্রুতিবাক্যের সেবা করিয়াথাকেন ॥৩৩॥

দুরিতেষু চ পুণ্যেষু যোধীর্বৃত্তিং প্রচোদয়াৎ।
সোঽহং প্রবর্ত্ততে মত্তো জগৎ সর্ব্বং চরাচরং ॥
সর্ব্বঞ্চ দৃশ্যতে মত্তঃ সর্ব্বঞ্চ ময়ি লীয়তে।
নতদ্ভিন্নোঽহমস্মিন্নোমদ্ভিন্নোন তু কিঞ্চন ॥ ৩৪ ॥

যিনি পুণ্য ও পাপ এই উভয়েই সমানরূপে বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন, তিনিই আত্মা এবং সেই আত্মাই আমি। যাহাদিগের এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে তাহার "আমি ও আত্মা" এইরূপ বিভিন্ন বোধ থাকে না, বাস্তবিক সোঽহজ্ঞানীর যিনি আত্মা তিনিই আমি, আমা হইতেই

চরাচর জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, আমাতেই অখিলব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান আছে এবং আমাতেই সকল লয় পায়, যেহেতু আত্মাভিন্ন কোন বস্তুই নাই এবং আমিও সেই আত্মাভিন্ন নহি ॥ ৩৪ ॥

জলপূর্ণেষ্বসংখ্যেষু সরাবেষু যথা ভবেৎ।
একস্য ভাত্যসংখ্যত্বং তদ্ভেদোঽত্র ন দৃশ্যতে।
উপাধিষু সরাবেষু যা সংখ্যা বর্ত্ততে পরং।
রবৌ ভবতি সা সংখ্যা যথা চাত্মনি বা তথা ॥ ৩৫ ॥

যেমন জলপূর্ণ বহু সরাবে কোন এক পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, সেই পদার্থ অনেক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পদার্থের কোন বিভিন্নতা দেখা যায় না, সেইরূপ আত্মা অনেক বলিয়া প্রতীতি হয়, বাস্তবিক সরাবস্থ জলে যেমন উপাধিগত ভেদে সূর্য্যাদির অনেকত্ব বোধ হয়, সেইরূপ উপাধিভেদবশতই আত্মার বহুত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

যথৈকঃ কল্পকঃ স্বপ্নে নানাবিধতয়েষ্যতে ॥
জাগরেপি অথাপ্যেকস্তথৈব বহুধা জগৎ ॥ ৩৬ ॥

যেমন স্বপ্নাবস্থায় এক বস্তু নানাপ্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু জাগ্রদবস্থাতে সেই বস্তু এক বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ যাহারা মায়ারূপ নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তাহারা জগৎকে নানা বলিয়া জ্ঞান করে॥৩৬॥

সর্পবুদ্ধির্যথা রজ্জৌ শুক্তৌ বা রজতভ্রমঃ।
তদ্বদ্বেদমিদং বিশ্বং বিবৃতং পরমাত্মনি ॥ ৩৭ ॥

যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি এবং শুক্তিতে রজত ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

রজ্জুজ্ঞানাদ্‌যথা সর্পো মিথ্যারূপো নিবর্ত্ততে।
আত্মজ্ঞানাত্তথা যাতি মিথ্যাভূতমিদং জগৎ ॥ ৩৮ ॥

যেমন রজ্জু জ্ঞান হইলে পূর্ব্বে যে সর্প ভ্রান্তি হইয়াছিল, সেই জ্ঞান নিবৃত্তি পায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান হইলে মিথ্যাভূত এই বিশ্বজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

রৌপ্যভ্রান্তিরিয়ং যাতি শুক্তিজ্ঞানাৎ যথা খলু।
জগদ্ভ্রান্তিরিয়ং যাতি চাত্মজ্ঞানাৎ সদা তথা ॥ ৩৯ ॥

যেমন যথার্থ শুক্তিজ্ঞান হইলে রৌপ্য ভ্রান্তি দূরীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে জগতের ভ্রান্তি অপসারিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

যথা বংশোরগভ্রান্তির্ভবেদ্ভেকবসাঞ্জনাৎ।
তথা জগদিদং ভ্রান্তিরভ্যাসকল্পনাঞ্জনাৎ ॥ ৪০ ॥

যেমন মণ্ডূকের তৈলে অঞ্জনপাত করিয়া সেই অঞ্জন চক্ষুতে দিলে বংশদণ্ডে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ কল্পনার অভ্যাসরূপ অঞ্জনে আত্মাতে জগতের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

আত্মজ্ঞানাদ্‌যথা নাস্তি রজ্জুজ্ঞানাদ্ভুজঙ্গমঃ।
যথা দোষবশাৎ শুক্লঃ পীতো ভবতি নান্যথা।
অজ্ঞানদোষাদাত্মাপি জগদ্ভবতি দুস্ত্যজং ॥ ৪১ ॥

যেমন রজ্জু জ্ঞান হইলে সর্প ভ্রান্তির বিলোপ হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান হইলে জগদ্‌ভ্রান্তি নিবৃত্তি পায়। যেমন পিত্তরোগবিশিষ্ট ব্যক্তির চক্ষুতে দোষ জন্মিলে শুক্লবর্ণ বস্তুকে পীতবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কোন রূপেও এই বোধের অন্যথা হয় না, সেইরূপ অজ্ঞান দোষে দূষিত ব্যক্তির আত্মাতে জগৎ বোধ হয়, অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের এই ভ্রান্তি কথনও নিবৃত্তি পায় না ॥ ৪১ ॥

দোষনাশে যথা শুক্লো গৃহ্যতে রোগিণা স্বয়ং।
মুগ্ধজ্ঞানাত্তথাজ্ঞাননাশাদাত্মতয়া ক্রিয়া ॥ ৪২ ॥

যেমন পূর্ব্বোক্ত পিত্তরোগীর দোষ বিনষ্ট হইলে তাহার আর ভ্রান্তি থাকে না, তখন সে শুক্লবর্ণ বস্তুকে শুক্লবর্ণই দেখিতে পায়, সেইরূপ মনুষ্যের অজ্ঞান বিনাশ পাইলে আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

কালত্রয়েপি ন যথা রজ্জুঃ সর্পো ভবেদিতি।
তথাত্মা ন ভবেদ্বিশ্বং গুণাতীতোনিরঞ্জনঃ ॥ ৪৩ ॥

যেমন অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি থাকে না, অর্থাৎ সর্ব্বকালে কাহারও ভ্রম থাকিতে পারে না, সেইরূপ ত্রিগুণাতীত নিরঞ্জন পরমাত্মার জ্ঞান হইলে জগৎ আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না ॥ ৪৩ ॥

আগমাঽপায়িনোঽনিত্যা নাশ্যত্বাদীশ্বরাদয়ঃ।
আত্মবোধেন কেনাপি শাস্ত্রাদেতদ্বিনিশ্চিতং ॥ ৪৪ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায় যে, কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে, জন্ম মৃত্যু মান ইন্দ্রাদি দেবতাদিগেরও বিনাশ আছে, সুতরাং তাঁহারাও নিত্য নহেন ॥ ৪৪ ॥

যথা বাতবশাৎ সিন্ধাবুৎপন্নাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ।
তথাত্মনি সমুদ্ভূতঃ সংসারঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ ॥ ৪৫ ॥

যেমন প্রবল বায়ুবেগে সমুদ্রের ফেণ ও বুদ্বুদ সকল ক্ষণকাল মধ্যে বিলয় পায়, সেইরূপ এই সংসারও পরমাত্মাতে সমুৎপন্ন হইয়া আত্মজ্ঞানবলে নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৫ ॥

অভেদো ভাসতে নিত্যং বস্তুভেদো ন ভাসতে।
দ্বিধা ত্রিধাদিভেদোঽয়ং ভ্রমত্বে পর্য্যবস্যতি ॥ ৪৬ ॥

সংসারে ও পরমাত্মাতে কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরমাত্মাই সর্ব্বময় বলিয়া বোধ হইবে। তবে যে একরূপ, দুইরূপ ও তিনরূপ ইত্যাদি ভেদ দৃষ্ট হয়, উহা প্রকৃত ভেদ নহে লোকের ভ্রান্তিবশতই ঐ প্রকার ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে। এই ভ্রান্তি দূরীভূত হইলে যখন প্রকৃত জ্ঞান হয়, তখন আর উক্তরূপ ভেদবুদ্ধি থাকে না ॥ ৪৬ ॥

যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং বৈ মূর্ত্তামূর্ত্তং তথৈব চ।
সর্ব্বমেব জগদিদং বিবৃতং পরমাত্মনি ॥ ৪৭ ॥

এই জগতে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে আর যাহা হইবে এবং মূর্ত্তিমান্ ও অমূর্ত্ত সমুদায় পদার্থই একমাত্র পরমাত্মাতে বিবৃত হইয়া রহিয়াছে, বাস্তবিক জগতে পরমাত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থই নাই ॥ ৪৭ ॥

কল্পকৈঃ কল্পিতা বিদ্যা মিথ্যাজাতা মৃষাত্মিকা।
এতন্মূলং জগদিদং কথং সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

মায়া নিজেই মিথ্যা, ঐ মায়া অঘটন ঘটনা ঘটাইতে পারে, এই জগৎ সমুদায়ই উক্ত মায়ার কার্য্য এবং কল্পনামাত্র। সুতরাং সেই মায়াকল্পিত জগৎও মিথ্যা, ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না। মিথ্যাকৃত মায়া যে জগতের মূল, সেই জগৎ যে মিথ্যা হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। বাস্তবিক মায়াবলেই অলীক জগৎ সত্য বলিয়া বোধ হয় ॥ ৪৮ ॥

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্যন্তু সমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

একমাত্র চৈতন্য হইতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই নিমিত্ত জড়ীভূত এই জগৎ পরিত্যাগ করিয়া সকলের কারণস্বরূপ চৈতন্যময় পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিবে ॥ ৪৯ ॥

ঘটস্যাভ্যন্তরে বাহ্যে যথাকাশং প্রবর্ত্ততে।
তথাত্মাভ্যন্তরে বাহ্যে কার্য্যবর্গেষু নিত্যশঃ ॥ ৫০ ॥

যেমন ঘটের বাহিরে ও অভ্যন্তরে আকাশ অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ জগতে যাবতীয় পদার্থের অন্তরে ও বহির্ভাগে সর্ব্বদা পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব সর্ব্বত্রই আত্মার বিদ্যমানতা নিশ্চয় করিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

অসংলগ্নং যথাকাশং মিথ্যাভূতেষু পঞ্চসু।
অসংলগ্নস্তথাহ্যাত্মা কার্য্যবর্গেষু নান্যথা ॥ ৫১ ॥

আমরা দেখিতে পাই, আকাশ সর্ব্বদাই পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতে সংলগ্ন রহিয়াছে, বাস্তবিক আকাশ কিছুতেই সংলগ্ন নহে। যেমন আকাশ সকল পদার্থে অসংলগ্ন, সেইরূপ পরমাত্মাকেও সকল পদার্থে অসংলগ্ন বলিয়া স্থির করিবে ॥ ৫১ ॥

ঈশ্বরাদি জগৎ সর্ব্বমাত্মব্যাপ্যং সমন্ততঃ।
একোঽস্তি সচ্চিদানন্দঃ পূর্ণো দ্বৈতবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ঈশ্বর এবং জগতের অন্যান্য পদার্থ সমুদায়ই আত্মার ব্যাপ্য, অতএব সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পূর্ণ আত্মাই সকল পদার্থের ব্যাপক, অর্থাৎ আত্মা না আছেন এমন স্থান কুত্রাপিও নাই ॥ ৫২ ॥

যস্মাৎ প্রকাশকো নাস্তি স্বপ্রকাশো ভবেত্ততঃ।
স্বপ্রকাশো যতস্তস্মাদাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপকঃ ॥ ৫৩ ॥

... আত্মার প্রকাশক কেহ নাই, তিনি স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, ... এবই তাঁহাকে স্বপ্রকাশ বলা যায়। আর যেহেতু আত্মা ... এব তাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ৫৩ ॥

পরিচ্ছেদো যতো নাস্তি দেশকালস্বরূপতঃ।
আত্মনঃ সর্ব্বথা তস্মাদাত্মা পূর্ণো ভবেৎ কিল ॥ ৫৪ ॥

যেহেতু দেশ, কাল ও স্বরূপাদিদ্বারা আত্মার পরিচ্ছেদ হয় না, অর্থাৎ আত্মা এখানে আছেন, এখানে নাই, এককালে আছেন, অন্যকালে নাই এবং তিনি এইরূপ কি এইরূপ নহে, ইত্যাদিরূপে বিবেচিত হন না; অতএব পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন ও পূর্ণ ॥ ৫৪ ॥

যস্মান্ন বিদ্যতে নাশো পঞ্চভূতৈর্বৃথাত্মকৈঃ।
আত্মা তস্মাদ্ভবেন্নিত্যস্তন্নাশো ন ভবেৎ খলু ॥ ৫৫ ॥

মিথ্যাকৃত পৃথিব্যাদি যেমন সততই বিনাশ পাইতেছে। যেহেতু আত্মার সেইরূপ বিনাশ নাই, অতএব আত্মাকে নিত্য বলিয়া জানিবে। আত্মার যে বিশ্বরূপ উপাধি আছে, তাহারই নাশ হয় বটে, কিন্তু আত্মস্বরূপের কখনও নাশ হয় না ॥ ৫৫ ॥

তস্মাত্তদন্যো নাস্তীহ যস্মাদেকোঽস্তি সর্ব্বদা।
যস্মাত্তদন্যো মিথ্যা স্যাদাত্মা সত্যো ভবেত্ততঃ ॥ ৫৬ ॥

যেহেতু আত্মাভিন্ন জগতে আর কোন বস্তুই নাই, অতএব একমাত্র আত্মাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, আর যেহেতু আত্মাভিন্ন সমুদায় পদার্থই মিথ্যা এই নিমিত্ত একমাত্র আত্মাই সত্য ॥ ৫৬ ॥

অবিদ্যাভূতসংসারে দুঃখনাশং সুখং যতঃ।
জ্ঞানাদত্যন্তশূন্যং স্যাৎ তস্মাদাত্মা ভবেৎ সুখং ॥ ৫৭ ॥

এই অবিদ্যাসম্ভূত সংসারে যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সমস্ত দুঃখ একেবারে বিনাশ পায় এবং অনন্তসুখের উৎপত্তি হয় আর যাহার জ্ঞান হইলে সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, অতএব আত্মাই অখণ্ড সুখস্বরূপ ॥ ৫৭ ॥

যস্মান্নাশিতমজ্ঞানং জ্ঞানেন বিশ্বকারণং।
তস্মাদাত্মা ভবেজ্জ্ঞানং জ্ঞানং তস্মাৎ সনাতনং ॥ ৫৮ ॥

যেহেতু নিখিল জগতের কারণস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান হইলেই সকল অজ্ঞান সমূলে বিনাশ পায়, অতএব আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ এবং সেই আত্মজ্ঞানই নিত্য ॥ ৫৮ ॥

কালতোবিবিধং বিশ্বং যদা চৈব ভবেদিদং।
তদেকোঽস্তি স এবাত্মা কল্পনাপথবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৯ ॥

কালস্বরূপ আত্মা হইতেই যখন বিবিধ কার্য্যসমষ্টি সমুৎপন্ন হইয়া এই অনন্তবিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, তখন সর্ব্বকল্পনাবিহীন আত্মাই সত্য ॥ ৫৯ ॥

ন খং বায়ুর্নচাগ্নিশ্চ ন জলং পৃথিবী ন চ।
নৈতৎ কার্য্যং নেশ্বরাদি পূর্ণৈকাত্মা ভবেৎ কিল ॥ ৬০ ॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত এবং উক্ত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন পদার্থ সকল ও ঈশ্বরাদি ইহারা কেহই পূর্ণ নহেন, একমাত্র আত্মাই পূর্ণ ॥ ৬০ ॥

বাহ্যানি সর্ব্বভূতানি বিনাশং যান্তি কালতঃ।
যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে আত্মা বৈ তদ্বিবর্জ্জিতঃ॥ ৬১॥

আকাশাদি বাহ্যপদার্থমাত্রই কালে বিনাশ পায়, কেবল আত্মার বিনাশ হয় না। উক্ত আত্মা বাক্যাতীত, অর্থাৎ কোনরূপ বাক্যে আত্মাকে প্রকাশ করা যায় না এবং তিনি দ্বৈতরহিত॥ ৬১॥

আত্মানমাত্মনা যোগী পশ্যত্যাত্মনি নিশ্চিতং।
সর্ব্বসংকল্প সন্ন্যাসী ত্যক্তমিথ্যা ভবগ্রহঃ॥ ৬২॥

যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, মিথ্যাভূত সংসার পরিগ্রহে যাহাদিগের অনুরাগমাত্রও নাই, সেই সকল যোগী ব্যক্তিরা আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যোগীব্যক্তিদিগের চিত্তে স্বতই আত্মজ্ঞান প্রকাশ পায়॥ ৬২॥

আত্মনাত্মনি চাত্মানং দৃষ্ট্বানন্তং সুখাত্মকং।
বিস্মৃত্য বিশ্বং রমতে সমাধেস্তীব্রতস্তথা॥ ৬৩॥

যোগীব্যক্তিরা সমাধিপ্রভাবে অনন্তসুখময় আত্মাকে স্বয়ং দর্শন করিয়া সংসারে অলীকসুখ সকল বিস্মৃত হইয়া কেবল আত্মজ্ঞানসুখেই সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, তাহাতেই তাহাদিগের অপরিসীম সন্তোষলাভ হয়॥ ৬৩॥

মায়ৈব বিশ্বজননী নান্যা তত্ত্বধিয়াপরা।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু॥ ৬৪॥

মায়াই এই অনন্তসংসার উৎপাদনকরেন, মায়াব্যতিরেকে কিছুতেই সংসারের উৎপত্তি হয় না। যখন যোগিগণের সমাধিপ্রভাবে সেই বিশ্বজননী মায়ার বিনাশ হয়, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞ যোগিদিগের চিত্তে সংসারভ্রান্তি থাকেন॥ ৬৪॥

হেয়ং সর্ব্বমিদং যস্য মায়াবিলসিতং যতঃ।
ততো ন প্রীতিবিষয়স্তনুবিত্তসুখাত্মকঃ॥ ৬৫॥

যেহেতু এই জগৎ মায়ার কার্য্য, অতএবই যোগিগণ ইহা পরিত্যাগ করেন, সুতরাং ঐহিকসুখসাধন শরীর ও ধন যোগীজনের প্রীতিকর হয় না, অর্থাৎ যোগীজনের চিত্ত ধনাদিতে অনুরক্ত হয় না॥ ৬৫॥

অরিমিত্র উদাসীনং ত্রিবিধং স্যাদিদং জগৎ। ব্যবহারেষু নিয়তং দৃশ্যতে নান্যথা পুনঃ। প্রিয়াপ্রিয়াদিভেদস্তু বস্তুষু নিয়তস্ফুটং॥ ৬৬॥

এই সংসার শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিনপ্রকারে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ কেহ এই সংসারকে শত্রুবৎ জ্ঞান করে, কেহ বা মিত্রতুল্য ভাবে এবং কোন কোন ব্যক্তি সংসারে উদাসীন থাকে, অর্থাৎ সংসারের সুখ দুঃখে লিপ্ত হয় না। এইরূপ ব্যবহারই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন স্থলেও ইহার অন্যথা দেখা যায় না। সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায় যে, কেহ সংসারকে প্রিয় ও কেহ অপ্রিয়ভাবে এবং অপরব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই জ্ঞান করে না॥ ৬৬॥

আত্মোপাধি বশাদেবং ভবেৎ পুত্রাদি নান্যথা। মায়াবিলসিতং বিশ্বং জ্ঞাত্বৈব শ্রুতিযুক্তিতঃ। অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং লয়ং কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ॥ ৬৭॥

এক আত্মাই উপাধিভেদে কখন পিতা, কখন পুত্র এবং কখন পৌত্র সংজ্ঞা লাভ করেন, ইহার অন্যথা নাই। যোগিগণ শ্রুতিযুক্তি অনুসারে এই সংসারকে মায়ার কার্য্য জানিয়া অধ্যারোপ ও অপবাদদ্বারা সংসার লয় করিয়া সর্ব্বব্যাপ্ত পূর্ণ আত্মাকেই দর্শন করেন॥ ৬৭॥

নিখিলোপাধিবিজিতো যদা ভবতি পুরুষঃ।
তদা বিবক্ষতেঽখণ্ডজ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ॥ ৬৮॥

যখন যোগীজন সর্ব্বপ্রকার উপাধিবিহীন হয়, অর্থাৎ নামরূপাদিকে অযথা বলিয়া জানে, তখনই অখণ্ডজ্ঞানময় নিরঞ্জন ব্রহ্মলাভ করে॥ ৬৮॥

সোঽহকাময়তঃ পুরুষঃ সৃজতে চ প্রজা স্বয়ং।
অবিদ্যাভাসতে যস্মাৎ তস্মান্মিথ্যা স্বভাবিনী॥ ৬৯॥

শ্রুতিবাক্যপ্রমাণে জানা যায় যে, আত্মা স্বয়ং আপন ইচ্ছানুসারে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, আর যেহেতু ইচ্ছারূপা অবিদ্যাই সৃষ্টির কারণ, অতএব মায়ার কার্য্যস্বরূপ এই সংসার সমস্ত মিথ্যা॥ ৬৯॥

শুদ্ধব্রহ্মত্ব সম্বন্ধো বিদ্যয়া সহিতো ভবেৎ।
ব্রহ্ম তেন সতী যাতি যত আভাসতে নভঃ॥ ৭০॥

বিদ্যা জ্ঞানস্বরূপা, তাহারই সহিত ব্রহ্মত্বসম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ বিদ্যাবলেই লোকের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সকল সংসারই অবিদ্যার কার্য্য, এই অবিদ্যা হইতেই আকাশের উৎপত্তি হয়॥ ৭০॥

তস্মাৎ প্রকাশতে বায়ুর্বায়োরগ্নিস্ততোজলং।
প্রকাশতে ততঃ পৃথ্বী কল্পনেঽয়ং স্থিতা সতী॥ ৭১॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অবিদ্যা হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, এইক্ষণ কিরূপে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়া সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই কথিত হইতেছে। পূর্ব্বোৎপন্ন আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়া ঐ সকল ভূতসমবায়েই জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ইহাই কল্পনাদ্বারা জানা যায়॥ ৭১॥

আকাশাদ্বায়ুরাকাশ পবনাদগ্নিসম্ভবঃ।
খবাতাগ্নের্জলং ব্যোম বাতাগ্নিবারিতো মহী॥ ৭২॥

আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইলে ঐ আকাশ ও বায়ু এই দুইয়ের সংযোগে অগ্নি উৎপন্ন হয়, পরে আকাশ, বায়ু ও অগ্নি এই তিনের সংযোগে জলের উৎপত্তি হইলে অনন্তর আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জল এই চারিভূতের সংযোগে পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে॥ ৭২॥

খংশব্দলক্ষণোবায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শলক্ষণঃ। স্যাদ্রূপলক্ষণস্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণং। গন্ধলাক্ষণিকা পৃথ্বী নান্যথা ভবতি ধ্রুবং॥ ৭৩॥

এই আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে কাহার কি কি গুণ আছে, তাহাই কথিত হইতেছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ। এই যে, ভৌতিকগুণ সকল উক্ত হইল, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না॥ ৭৩॥

স্যাদেকগুণমাকাশং দ্বিগুণো বায়ুরুচ্যতে। তথৈব ত্রিগুণং তেজো ভবন্ত্যাপশ্চতুর্গুণাঃ। শব্দস্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসোগন্ধ স্তথৈব চ। এতৎপঞ্চগুণা পৃথ্বী কল্পকৈং কল্পতেঽধুনা॥ ৭৪॥

পূর্ব্বশ্লোকে এক একটি ভূতের এক একটিমাত্র গুণ উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল ভূতের পৈত্রিকগুণেরও অনুবৃত্তি হয়। একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ, ইহার পৈতৃকগুণের সম্ভব নাই। বায়ু আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং শব্দ বায়ুর পৈত্রিকগুণ এবং স্পর্শ তাহার স্বাভাবিক গুণ, এই নিমিত্ত বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই গুণদ্বয় বর্ত্তমান আছে। এইরূপ অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারি গুণ এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ আছে। এইরূপ আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ কথিত হইয়াছে॥ ৭৪॥

চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপং গন্ধোঘ্রাণেন গৃহ্যতে। রসো রসনয়া স্পর্শ স্ত্বচা সংগৃহ্যতে পরং। শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দোঽভিনতং ভাতি নান্যথা॥ ৭৫॥

অগ্নির গুণ রূপ, উহা চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করা যায়। পৃথিবীর গুণ গন্ধ, ইহা নাসিকাদ্বারা গৃহীত হয়, জলের গুণ রস, এই গুণ রসনাদ্বারা অনুভব করা যায়, বায়ুর গুণ স্পর্শ, উহা ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য এবং আকাশের গুণ শব্দ, কর্ণদ্বারা এই গুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কদাচ এই মতের অন্যথা হয় না। অর্থাৎ যে ভূত হইতে মানবশরীরে যে অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অঙ্গেই সেই ভূতের গুণ গৃহীত হইয়া থাকে। অগ্নি হইতে চক্ষুর উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব অগ্নির গুণ রূপ, চক্ষুই ইহা গ্রহণ করিতে পারে। পৃথিবী হইতে নাসিকা জন্মে, এই নিমিত্ত নাসিকাই পৃথিবীর গুণ গন্ধ গ্রহণকরে। জল হইতে রসনার উৎপত্তি হইয়াছে এই নিমিত্ত রসনাই জলের গুণ রস গ্রহণ করিতে সমর্থ, বায়ু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় জন্মিয়াছে, এই হেতু বায়ুর গুণ স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য আর আকাশের অংশে মনুষ্যের শ্রবণেন্দ্রিয় জন্মে, এই নিমিত্ত কর্ণদ্বারা লোকে শব্দ শ্রবণ করিতে পারে॥ ৭৫॥

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
অস্তি চেৎ কল্পনেয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিন্ময়ঃ॥ ৭৬॥

এই চরাচর জগৎ সমস্তই একমাত্র চৈতন্য হইতে জন্মিয়াছে, চৈতন্যের অস্তিত্বেই এইরূপ কল্পনা করা যায়, তদ্ভিন্ন তাহার অস্তিত্ব প্রতীতি হয় না। সুতরাং চৈতন্যময় এক পুরুষ আছেন, ইহাই অনুমিত হইয়া থাকে॥ ৭৬॥

পৃথ্বী শীর্ণা জলে মগ্না জলং মগ্নঞ্চ তেজসি। লীনং বায়ৌ তথা তেজো ব্যোম্নি বাতলয়ং যযৌ। অবিদ্যায়াং মহাকাশো লীয়তে পরমে পদে॥ ৭৭॥

উৎপত্তিকালে যেরূপ এক এক ভূত হইতে অপরাপর ভূতের উৎপত্তি হইয়া অখণ্ড জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ প্রলয়কালেও এক এক ভূতে অপরাপর ভূতের বিলয় হইয়া সমস্ত জগৎ লয় পাইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রলয়কালে এই পৃথিবী বিশীর্ণা হইয়া জলমগ্ন হইবে, পৃথিবী ও জল অগ্নিতে বিলীন হয়। অগ্নি, ভূমি ও জল বায়ুতে লয় পায়, পৃথিবী জল, অগ্নি ও বায়ু এই সমুদায় আকাশে লয় পাইয়া থাকে এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সকলই অবিদ্যারূপা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তৎপরে সেই অবিদ্যাও বিষ্ণুর পরমপদে লীন হয়, এইরূপেই মহাপ্রলয় হইয়া থাকে॥ ৭৭॥

বিক্ষেপাবরণাশক্তির্দুরন্তা সুখরূপিণী।
জড়রূপা মহামায়া রজঃসত্ত্বতমোগুণা॥ ৭৮॥

পরমাত্মার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি নামে দুইটি শক্তি আছে, ঐ শক্তিদ্বয়কে কেহ আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু উক্ত উভয় শক্তিই সুখরূপিণী। আর ঐ পরমাত্মার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরূপা, এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া জড়রূপা॥ ৭৮॥

সা মায়াবরণাশক্ত্যা বৃতা বিজ্ঞানরূপিণী।
দর্শয়েজ্জগদাকারং তং বিক্ষেপস্বভাবতঃ॥ ৭৯॥

পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানরূপিণী মহামায়া বিক্ষেপশক্তি ও আবরণশক্তিদ্বারা আবৃতা হইয়া পরমাত্মাকে জগৎ স্বরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন॥ ৭৯॥

তমোগুণাধিকা বিদ্যা লক্ষ্মী সা দিব্যরূপিণী। চৈতন্যং যদুপহিতং বিষ্ণুর্ভবতি নান্যথা। রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী। যচ্চিৎস্বরূপী ভবতি ব্রহ্মা তদুপধায়িকা॥ ৮০—৮১॥

সেই অবিদ্যারূপী মায়ার তমোগুণ যখন প্রবল হয়, তখনই তিনি লক্ষ্মীরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং সেই শক্তির প্রভাবেই উপহিত চৈতন্যকে বিষ্ণুরূপে প্রতিপাদন করেন, কদাচ ইহার অন্যথা জ্ঞান করিবে না। আর যখন ঐ অবিদ্যার রজোগুণাধিক্য হইয়া থাকে, তখনই তিনি সরস্বতীরূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন, তাহাতেই উপহিত চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মোপাধি প্রাপ্ত হন॥ ৮০—৮১॥

ঈশাদ্যাঃ সকলা দেবা দৃশ্যন্তে পরমাত্মনি। শরীরাদি জড়ং সর্ব্বং সা বিদ্যা তত্তথা তথা। এবং রূপেণ কল্পান্তে কল্পকা বিশ্বসম্ভবং তত্ত্বাতত্ত্বং ভবন্তীহ কল্পেনান্যেন চোদিতা॥ ৮২॥

শিবাদি সকল দেবতাই পরমাত্মাতে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। শরীরাদি সমুদায় জড়পদার্থই অবিদ্যার বিলাসমাত্র। বাস্তবিক এক অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই নানা উপাধি বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপেই কল্পান্তে

বিশ্বের সম্ভব হয়। সুতরাং এক পরমাত্মাই জগতে সৎ, তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থমাত্রই জড় ও অনিত্য ॥ ৮২ ॥

প্রমেয়ত্বাদি রূপেণ সর্ব্ববস্তু প্রকাশতে।
বিশেষশব্দোপাদানো ভেদো ভবতি নান্যথা ॥ ৮৩ ॥

জগতের সকল পদার্থই পরিমেয়ত্ব রূপে প্রকাশ পায়, একমাত্র পরমাত্মাই অপরিমেয়। জগতের সমস্ত পদার্থই পরমাত্মস্বরূপ, কেবল নাম মাত্রই পৃথক্, উহাতেই বিশেষ বিশেষ পদার্থ বলিয়া প্রতীতি হয় ॥ ৮৩ ॥

তথৈব বস্তু নাস্ত্যেব ভাসকো বর্ত্ততে পরং।
স্বরূপত্বেন রূপেণ স্বরূপং বস্তু ভাসতে ॥ ৮৪ ॥

একমাত্র চৈতন্যই বস্তু সকলের প্রকাশক, সেই চৈতন্য ভিন্ন কিছুই নাই। আর যদি বস্তু সকল মিথ্যা এবং তাহাদিগের কোন স্বরূপ নাই, তথাপি সস্বরূপ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়াই বস্তু সকল রূপবান্ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

একঃ সত্তাপূরিতানন্দরূপঃ পূর্ণো ব্যাপী বর্ত্ততে নাস্তি কিঞ্চিৎ। এতজ্জ্ঞানং যঃ করোত্যেব নিত্যং মুক্তঃ স স্যান্মৃত্যুসংসারদুঃখাৎ ॥ ৮৫ ॥

একমাত্র পরমাত্মাই সর্ব্বব্যাপীরূপে বর্ত্তমান আছেন, তিনি সত্তাবান, পূর্ণানন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ, সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে জগতে কোন বস্তুই নাই, যাহার হৃদয়ে এইরূপ জ্ঞান নিয়ত বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিই মৃত্যুময় সংসারদুঃখ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ উক্তরূপ জ্ঞানশালী ব্যক্তির সংসারে জন্মমৃত্যু হয় না, তাহাকেই মুক্ত পুরুষ বলা যায় ॥ ৮৫ ॥

যস্যারোপাপবাদাভ্যাং যত্র সর্ব্বে লয়ং গতাঃ।
স একো বর্ত্ততে নান্যৎ তচ্চিত্তেনাবধার্য্যতে ॥ ৮৬ ॥

জগতের সমস্ত কার্য্যই ভ্রান্তিমূলক। আরোপ ও অপবাদ এই উভয় জ্ঞানদ্বারা ঐ ভ্রান্তিমূলক কার্য্য সকল যাহাতে লয় পায়, সেই এক পরমাত্মাই সত্য, তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয়ে এইরূপ নিশ্চয় ধারণা হয় ॥ ৮৬ ॥

পিতুরন্নময়াৎ কোষাজ্জায়তে পূর্ব্বকর্ম্মতঃ।
তচ্ছরীরং বিদুর্দ্দুঃখং স্বপ্রাগ্‌ভোগায় সুন্দরং ॥ ৮৭ ॥

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে পিতার অন্নময় কোষ হইতে জীবের শরীরের উৎপত্তি হয়, যোগিগণ এই শরীরকে দুঃখময় বলিয়া থাকেন, যেহেতু এই সুন্দর শরীরেই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

মাংসাস্থি-স্নায়ু-মজ্জাদি-নির্ম্মিতং ভোগমন্দিরং।
কেবলং দুঃখভোগায় নাড়ীসন্ততিগুম্ফিতং ॥ ৮৮ ॥

মানবের শরীর মাংস, অস্থি, স্নায়ু, মজ্জা, রস, রক্ত ও শুক্র সমূহে নির্ম্মিত এবং নাড়ীগণে পরিবেষ্টিত, এই শরীরই জীবের ভোগ মন্দির স্বরূপ। কেবল দুঃখভোগের নিমিত্তই জীবের এই শরীর হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

পারমেষ্ঠ্যমিদং গাত্রং পঞ্চভূতবিনির্ম্মিতং।
ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকং দুঃখসুখভোগায় কল্পিতং ॥ ৮৯ ॥

জীবের শরীর পঞ্চভূতময়, উহা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্রহ্মলোকস্বরূপ, সুখ দুঃখ ভোগের নিমিত্তই এই শরীর কল্পিত হইয়াছে। জীবসকল এই শরীরেই স্বীয় কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥

বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্ম্মেলনাৎ স্বয়ং।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া ॥ ৯০ ॥

বিন্দুরূপী শিব এবং রজোরূপা শক্তি এই উভয়ের মিলনে জড়রূপা ঈশ্বরীয় শক্তিদ্বারা জীবের উৎপত্তি হয়, সুতরাং জীবের শরীরকে শিব-শক্ত্যাত্মক বলা যায় ॥ ৯০ ॥

তৎপঞ্চীকরণাৎ স্থূলান্যসংখ্যানি সমাসতঃ। ব্রহ্মাণ্ড-স্থানি বস্তূনি যত্র জীবোঽস্তি কর্ম্মভিঃ। তদ্ভূতপঞ্চকাৎ সর্ব্বং ভোগাখ্যং জীবসংজ্ঞকং ॥ ৯১ ॥

পঞ্চভূত একত্র মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অসংখ্য বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই পঞ্চভূতাত্মক ভোগ দেহে যে চৈতন্য অবস্থিত আছে, তাহারই নাম জীব, এই জীব উক্ত ভোগদেহে অবস্থিত করিয়া পূর্ব্বকৃত স্বীয় কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ করে ॥ ৯১ ॥

পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধেন করোমি ঘটনামহং।
অজড়ঃ সর্ব্বভূতস্থো জড়স্থিত্যা ভুনক্তি তৎ ॥ ৯২ ॥

মহাদেব কহিলেন, পার্ব্বতি! আমি এইরূপে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অনুরোধে জীবের অবস্থা ঘটনা করিয়া থাকি। জীব জড়তাবিহীন ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। এই জীবই পঞ্চভূতাত্মক জড়পিণ্ডরূপ দেহে অবস্থিত করত সকল ভোগ করিতেছে ॥ ৯২ ॥

জড়াৎ স্বকর্ম্মভির্ব্বদ্ধো জীবাখ্যো বিবিধোভবেৎ।
ভোগায়োৎপদ্যতে কর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডাখ্যে পুনঃ পুনঃ ॥৯৩॥

জরা মরণ বিহীন জীব কেবল স্বকৃত কর্ম্মানুরোধে বদ্ধ হইয়া অবিদ্যা কর্ত্তৃক পরিচালিত জড় হইতে বিবিধ নামে আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ জীব সকল আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৯৩ ॥

জীবশ্চ লীয়তে ভোগাবসানে চ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৯৪ ॥

যখন জীবের স্বকৃত কর্ম্মফলের ভোগাবসান হয়, তখনই সেই জীব পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকে, যাবৎ কর্ম্মক্ষয় না হয়, তাবৎ কাল জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতে অবস্থিত হইয়া জীব আপন কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ করে ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে লয়-প্রকরণে প্রথমঃ পটলঃ ॥

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥ ১ ॥

জীবের দেহে সপ্তদ্বীপের সহিত সুমেরু গিরি বর্ত্তমান আছে এবং সমস্ত নদ, নদী, সাগর, পর্ব্বত, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিও এই জীবদেহে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১ ॥

ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ ॥ ২ ॥

জীবগণের দেহমধ্যে ঋষি, মুনি, সকল নক্ষত্র, সমস্ত গ্রহ, পুণ্যতীর্থ, পুণ্য পীঠ ও পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই সকলই অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২ ॥

সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভোবায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ ॥ ৩ ॥

এই দেহমধ্যে সৃষ্টিসংহারকারী চন্দ্র ও সূর্য্য নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন, আর আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূতেরও এই দেহমধ্যে অবস্থান আছে ॥ ৩ ॥

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকমধ্যে যত জীব বিদ্যমান আছে, জীববর্গের দেহমধ্যেও সেই সমুদায় জীব অবস্থিতি করিতেছে। এই সকল জীবই শরীরস্থ মেরুদণ্ডকে বেষ্টনকরিয়া আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি আপন শরীরস্থ বৃত্তান্ত জানেন, অর্থাৎ কি কিরূপে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, কিরূপে শারীরিক কার্য্য চলিতেছে, ইত্যাদি যিনি বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিতে দেহে যথা দেশে ব্যবস্থিতঃ।
মেরুশৃঙ্গে সুধারশ্মির্ব্বহিরষ্টকলাযুতঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞক জীবদেহে সুমেরুর ন্যায় মেরুদণ্ড এবং ঐ মেরুর উপরিভাগে অষ্টকলাযুক্ত চন্দ্র যথা স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। যেমন বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডে সুমেরুগিরি আছে এবং তাহার শিখরদেশে চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত হইতেছে, সেইরূপ জীবদেহে মেরুদণ্ডের উপরিভাগে চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥

বর্ত্ততেঽহর্নিশং সোপি সুধাবর্ষত্যধোমুখঃ।
ততোঽমৃতং দ্বিধাভূতং যাতি সূক্ষ্মং তথা চ বৈ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বকথিত চন্দ্র জীবদেহে অধোমুখে অবস্থিত হইয়া অতন্দ্রিতভাবে দিবারাত্রি সুধা বর্ষণকরিতেছেন, সেই অমৃত সূক্ষ্মরূপে দুই ধারায় বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ইড়ামার্গেণ পুষ্ট্যর্থং যাতি মন্দাকিনী জলং।
পুষ্ণাতি সকলং দেহমিড়ামার্গেণ নিশ্চিতং ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত অমৃতধারা দেহের পুষ্টির নিমিত্ত ইড়া নাড়ীর রন্ধ্র দিয়া গঙ্গা স্রোতের ন্যায় অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতেই দেহের সকল অবয়বের পোষণ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

এষ পীযূষরশ্মির্হি বামপার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ। অপরঃ শুদ্ধদুগ্ধাভো হর্ষকর্ষিতমণ্ডলঃ। মধ্যমার্গেণ সৃষ্ট্যর্থং মেরৌ সংযাতি চন্দ্রমাঃ ॥ ৯ ॥

ঐ অমৃতধারা ইড়ানাড়ীরূপে মেরুর বামপার্শ্বে অবস্থিত আছে, অপর ধারা দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র বর্ণ এবং অতি আহ্লাদজনক, উহা সৃষ্টির নিমিত্ত সুষুম্নামার্গদ্বারা মেরুতে গমন করিয়াছে ॥ ৯ ॥

মেরুমূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কলাদ্বাদশসংযুতঃ।
দক্ষিণে পথি রশ্মিভির্ব্বহতূর্দ্ধং প্রজাপতিঃ ॥ ১০ ॥

মেরুর মূলদেশে দ্বাদশ কলাযুক্ত সূর্য্য অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি পিঙ্গলামার্গে ঊর্দ্ধ রশ্মিদ্বারা প্রজাপতিকে বহন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

পীযূষরশ্মিনির্যাসং ধাতুংশ্চ গ্রসতি ধ্রুবং।
সমীরমণ্ডলৈঃ সূর্য্যো ভ্রমতে সর্ব্ববিগ্রহে ॥ ১১ ॥

দেহগত সূর্য্য আকর্ষণশক্তিপ্রভাবে নির্য্যাসরূপ অমৃতধাতুসকলকে গ্রাসকরেন এবং বায়ু মণ্ডলের সহিত অতন্দ্রিতভাবে শরীরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

এষা সূর্য্যাপরামূর্ত্তি র্নির্ব্বাণং দক্ষিণে পথি।
বহতে লগ্নযোগেন সৃষ্টিসংহারকারকঃ ॥ ১২ ॥

মেরুর দক্ষিণ ভাগে যে পিঙ্গলানামে নাড়ী আছে, তাহা সূর্য্যের অপরা মূর্ত্তিস্বরূপ, এই পিঙ্গলানাড়ী সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদানকরে। সৃষ্টি সংহারকারী সূর্য্য এই পিঙ্গলানাড়ীতে লগ্নানুসারে নিয়ত বহিতেছে ॥১২॥

সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাং।
প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ ॥ ১৩ ॥

মনুষ্যদিগের শরীরমধ্যে প্রধানভূতা সাড়েতিনলক্ষ নাড়ী আছে, তাহাদিগের মধ্যে চতুর্দ্দশটি নাড়ী প্রধানভূতা ॥ ১৩ ॥

সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহূঃ সরস্বতী পুষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী ॥ ১৪ ॥
বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী।
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়া সুষুম্নিকা ॥১৫॥

পূর্ব্বে যে চতুর্দ্দশটী নাড়ী প্রধানা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের নাম এই—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহূ, সরস্বতী, পুষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী ও যশস্বিনী। এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে আবার ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ী প্রধান ॥ ১৪—১৫ ॥

তিসৃষ্বেকা সুষুম্নৈব মুখ্যা সা যোগবল্লভা।
অন্যাস্তদাশ্রয়ং কৃত্বা নাড্যঃ সন্তি হি দেহিনাং ॥১৬॥

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর মধ্যে সুষুম্নানাম্নী নাড়ী প্রধানা। এই নাড়ী যোগিগণের অতি প্রিয়তরা, অন্যান্য নাড়ীসকল এই সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া মানবশরীরে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বাশ্চাধোমুখানাড্যঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ।
পৃষ্ঠবংশং সমাশ্রিত্য সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রধানা নাড়ীসকলই অধোমুখে বিদ্যমান আছে, উহারা পদ্মসূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই নাড়ীত্রয় চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা, ইহারা মানবশরীরে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১৭ ॥

তাসাং মধ্যে গতা নাড়ী চিত্রা সা মম বল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রঞ্চ তত্রৈব সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং গতং ॥ ১৮ ॥

মহাদেব বলিলেন, পূর্ব্বোক্ত নাড়ীসকলের মধ্যে যে চিত্রা নামে নাড়ী আছে, তাহা আমার অতিপ্রিয়া, ঐ নাড়ীর মধ্যেই অতি সূক্ষ্মতর ব্রহ্মরন্ধ্র আছে ॥ ১৮ ॥

পঞ্চবর্ণোজ্জ্বলা শুদ্ধা সুষুম্না মধ্যচারিণী।
দেহস্যোপাধিরূপা সা সুষুম্না মধ্যরূপিণী ॥ ১৯ ॥

ঐ চিত্রানাড়ী নির্ম্মলা, বিচিত্রবর্ণা ও উজ্জ্বলা। এই নাড়ী ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ের মধ্যগতা। মানবদেহের উপাধিভূতা মধ্যরূপিণী সুষুম্না নাড়ী দেহধারণের মূল কারণ ॥ ১৯ ॥

দিব্যমার্গমিদং প্রোক্তমমৃতানন্দকারকং।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো দুরিতৌঘং বিনাশয়েৎ ॥২০॥

সুষুম্নানাড়ীর মধ্যগতা চিত্রানাড়ীকেই অমৃতানন্দকারক ও দিব্য পথ বলিয়া যোগিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই নাড়ীর ধ্যান করিলেই যোগীরা পাপরাশি বিনাশকরিতে পারে ॥ ২০ ॥

গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
চতুরঙ্গুলবিস্তারমাধারং বর্ত্ততে সমং ॥ ২১ ॥

গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং লিঙ্গমূলহইতে দুই অঙ্গুলি অধোভাগে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম আছে ॥ ২১ ॥

তস্মিন্নাধারপাথোজে কর্ণিকায়াং সুশোভনা।
ত্রিকোণা বর্ত্ততে যোনিঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥২২॥

পূর্ব্বোক্ত মূলাধার পদ্মের কর্ণিকামধ্যে ত্রিকোণাকার সুশোভন যোনিমণ্ডল বিদ্যমান আছে, এই যোনিমণ্ডল সর্ব্বতন্ত্রেই গোপনীয় রহিয়াছে। কোন তন্ত্রেই ইহার মাহাত্ম্য প্রকাশ নাই ॥ ২২ ॥

তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
সার্দ্ধত্রাকারা কুটিলা সুষুম্না মার্গসংস্থিতা ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত যোনিমণ্ডলের মধ্যভাগে বিদ্যুল্লতাকার পরম দেবতা কুণ্ডলিনীশক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন, ইনি সর্পাকারা এবং সার্দ্ধত্রিবেষ্টনে অবস্থিতা। এই কুণ্ডলিনী ব্রহ্মমার্গে সুষুম্না নাড়ীর দ্বার আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

জগৎসংসৃষ্টিরূপা সা নির্ম্মাণে সততোদ্যতা।
বাচামবাচ্যা বাগ্‌দেবী সদা দেবৈর্নমস্কৃতা ॥ ২৪ ॥

কুণ্ডলিনী শক্তি জগৎসৃষ্টিরূপা এবং ইনিই এই জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই শক্তি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিন্তু ইহাকে বাক্যে ব্যক্ত করাযায় না, দেবগণ সর্ব্বদা ইহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তি হইতেই ব্যাক্যের উৎপত্তি হয়, অতএব তন্ত্রে ইহাকে বাগ্দেবী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

ইড়ানাম্নী তু যা নাড়ী বামমার্গে ব্যবস্থিতা।
সুষুম্নায়াং সমাশ্লিষ্টা দক্ষনাসাপুটং গতা ॥ ২৫ ॥

সুষুম্নানাড়ীর বামভাগে যে ইড়া নামে নাড়ী আছে, সেই ইড়ানাড়ী মধ্যগতা সুষুম্না নাড়ীকে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণনাসাপুটে গমন করিয়াছে ॥ ২৫ ॥

পিঙ্গলানাম যা নাড়ী দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।
মধ্যনাড়ীসমাশ্লিষ্টা বামনাসাপুটং গতা ॥ ২৬ ॥

সুষুম্নার দক্ষিণভাগে যে পিঙ্গলা নামে নাড়ী আছে, এই নাড়ীও সুষুম্নাকে বেষ্টনকরিয়া বামনাসাপুটে গমন করিয়াছে। এইরূপে ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুই নাড়ী সুষুম্নার উভয় পার্শ্ব দিয়া উভয় নাসিকাতে প্রবাহিত হইতেছে ॥২৬॥

ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না যা ভবেৎ খলু।
ষট্‌স্থানেষু চ ষট্‌শক্তিং ষট্‌পদ্মং যোগিনো বিদুঃ ॥২৭॥

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে যে সুষুম্না নামে নাড়ী আছে, তাহারই ছয় গ্রন্থিতে আধারাদি ছয় পদ্ম রহিয়াছে এবং ঐ ছয় পদ্মেতে ডাকিনী প্রভৃতি ছয় শক্তি বিরাজ করিতেছেন। যোগিগণ এইরূপে ষট্ পদ্ম ও ষট্ শক্তির অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

পঞ্চস্থানং সুষুম্নায়া নামানি স্যুর্ব্বহূনি চ।
প্রয়োজনবশাত্তানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে ॥ ২৮ ॥

সুষুম্না নাড়ীর যে পঞ্চ স্থান আছে, তাহার অনেক নাম আছে, প্রয়োজন বশত সেই সকল নাম সংহিতা শাস্ত্রে অবশ্য জ্ঞাতব্য, এবং কার্য্যবিশেষে ঐ সকল নামের প্রয়োজন হয় ॥ ২৮ ॥

অন্যা যাস্ত্বপরা নাড়ী মূলাধারাৎ সমুত্থিতা। রসনামেঢ্রবৃষণপাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ শ্রোত্রকং। কুক্ষিহস্তাঙ্গুষ্ঠনেত্রং সর্ব্বাঙ্গং পায়ুকক্ষকং। লব্ধ্বা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথা দেশসমুদ্ভবাঃ ॥২৯

অপরাপর যে সকল নাড়ী মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল নাড়ী শরীরের এক এক অঙ্গ পর্য্যন্ত গমন করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে এবং সেই সেই অঙ্গের কার্য্য সম্পাদনকরিয়া থাকে। ঐ সকল নাড়ী জিহ্বা, শিশ্ন, বৃষণ, পাদাঙ্গুষ্ঠ, কর্ণ, উদর, হস্তাঙ্গুষ্ঠ, নেত্র, পায়ু, কক্ষ প্রভৃতি স্থান লাভকরিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে ॥২৯॥

এতাভ্য এব নাড়ীভ্যঃ শাখোপশাখতঃ ক্রমাৎ।
সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং জাতং যথাভাগব্যবস্থিতং ॥৩০॥

পূর্ব্বে যে সকল নাড়ীর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের শাখা প্রশাখাক্রমে সার্দ্ধ লক্ষত্রয় নাড়ী জন্মিয়া দেহের যথাস্থানে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৩০ ॥

এতা ভোগবহা নাড্যো বায়ুসঞ্চাররক্ষকাঃ।
ওতপ্রোতাভিসংব্যাপ্য তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্ কলেবরে ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত নাড়ী সকলই মানবের ভোগপ্রদ। এই সকল নাড়ীই বায়ুসঞ্চারদ্বারা রক্ষা করিতেছে। বস্ত্রমধ্যগত সূত্রসকল যেমন ওতপ্রোতভাবে অর্থাৎ টানা পড়িয়ানরূপে আছে, ঐ সকল নাড়ীও সেইরূপে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থকলাদ্বাদশসংযুতঃ। বস্তিদেশে জ্বলদ্বহ্নির্ব্বর্ত্ততে চান্নপাচকঃ। বৈশ্বানরাগ্নি রাখ্যেয়ো মম তেজোংশসম্ভবঃ। করোতি বিবিধং পাকং প্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

সূর্য্যমণ্ডলস্থিত দ্বাদশ কলাযুক্ত অগ্নি মানবের জঠরাগ্নিরূপে নাড়ীর সন্নিহিত প্রদেশে প্রজ্বলিত হইয়া অন্নপাচন ক্রিয়া করিতেছে। হে পার্ব্বতি! এই বৈশ্বানরাগ্নি আমার তেজের অংশ, সুতরাং আমিই অগ্নিরূপে প্রাণিবর্গের দেহে অবস্থিত হইয়া আহারীয় বিবিধ দ্রব্য পাক করিয়া থাকি ॥ ৩২ ॥

আয়ুঃপ্রদায়কো বহ্নির্ব্বলং পুষ্টিং দদাতি সঃ।
শরীরপাটবঞ্চাপি ধ্বস্তরোগসমুদ্ভবঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রাণিবর্গের জঠরাগ্নি আয়ুঃপ্রদ ও বলপুষ্টিকারক, এই অগ্নিই শরীরকে সর্ব্ব বিষয়ে সক্ষমকরে এবং প্রাণিগণের সর্ব্বরোগ বিনাশ করিয়া শরীরের আরোগ্য সাধন করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

তস্মাদ্বৈশ্বানরাগ্নিঞ্চ প্রজ্বাল্য বিধিবৎ সুধীঃ।
তস্মিন্নন্নং হুনেদ্ যোগী প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া ॥ ৩৪ ॥

সুবুদ্ধি যোগিগণ গুরুর উপদেশানুসারে যোগসাধন করিয়া সেই যোগপ্রভাবে বৈশ্বানরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কুণ্ডলিনীর পরিতৃপ্ত্যর্থ সেই অগ্নিতে প্রতিদিন অন্নাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং যোগিগণের আহারজন্য কোন প্রকার দোষোৎপত্তি হইতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকে দেহে স্থানানি স্যুর্ব্বহূনি চ।
ময়োক্তানি প্রধানানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ মনুষ্যশরীরে বহুসংখ্যক স্থান আছে। হে পার্ব্বতি! আমি সেই সকল স্থানের মধ্যে কতিপয় প্রধান স্থানের নাম করিয়াছি, সেই সকল এই গ্রন্থে পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ৩৫ ॥

নানাপ্রকারনামানি স্থানানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে বিগ্রহে তানি কথিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৩৬ ॥

মনুষ্যশরীরে নানাপ্রকার নামে বিবিধ স্থান বর্ত্তমান আছে, ঐ সকল স্থানের নাম বলিতে কিম্বা প্রকৃতি বর্ণনকরিতে কাহারও শক্তি নাই ॥ ৩৬ ॥

ইত্থং প্রকল্পিতে দেহে জীবো বসতি সর্ব্বগঃ।
অনাদিবাসনামালাহলঙ্কৃতঃ কর্ম্মশৃঙ্খলঃ ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে পরিকল্পিত শরীরে অনাদি বাসনা সমূহে পরিবৃত ও কর্ম্মরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বগত জীব বাস করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

নানাবিধগুণোপেতঃ সর্ব্বব্যাপারকারকঃ।
পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি ভুনক্তি বিবিধানি চ ॥ ৩৮ ॥

সেই জীব নানাবিধগুণশালী হইয়া সংসারের সমস্ত ব্যাপার নিষ্পাদনপূর্ব্বক পঞ্চ ভূতময় দেহে অবস্থিতি করত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

যদ্যৎ সংদৃশ্যতে লোকে সর্ব্বং তৎকর্ম্মসম্ভবং।
সর্ব্বং কর্ম্মানুসারেণ জন্তুর্ভোগান্ ভুনক্তি বৈ ॥ ৩৯ ॥

এই সংসারে যে জীবকে সুখদুঃখ ভোগকরিতে দেখা যায়, সেই সকলই কর্ম্মজ, অর্থাৎ কর্ম্মবশেই জীব সুখদুঃখ ভোগকরে। পূর্ব্ব জন্মে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পর জন্মে সে সেইরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

যে যে কামাদয়ো দোষাঃ সুখদুঃখপ্রদায়কাঃ।
তে তে সর্ব্বে প্রবর্ত্তন্তে জীবকর্ম্মানুসারতঃ ॥ ৪০ ॥

কামক্রোধাদি দোষসকল যে জীবের সুখদুঃখ প্রদানকরে, তাহাও জীবের কর্ম্মানুসারে ঘটিয়া থাকে। যে জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ কর্ম্মাচরণ করে, পর পর জন্মেও সেই জীবের কামক্রোধাদি রিপুসকল প্রবল হইয়া সুখদুঃখ প্রদানকরে ॥ ৪০ ॥

পুণ্যোপরক্তচৈতন্যে প্রাণান্ প্রীণাতি কেবলং।
বাহ্যে পুণ্যময়ং প্রাপ্য ভোজ্যবস্তু স্বয়ম্ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

যাহার চিত্ত পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকে, তাহার প্রাণ সেই পুণ্য কর্ম্মের ফলে তৃপ্তি লাভ করে এবং বাহিরেও সেই কর্ম্মানুরোধে বিবিধ ভোগ্য বস্তু অনায়াসে লাভকরিতে পারে ॥ ৪১ ॥

ততঃ কর্ম্মবলাৎ পুংসঃ সুখম্বা দুঃখমেব চ। পাপোপরক্তচৈতন্যং নৈব তিষ্ঠতি নিশ্চিতং। নতদ্ভিন্নোভবেৎ সোপি নতদ্ভিন্নস্তু কিঞ্চন। মায়োপহিতচৈতন্যাৎ সর্ব্বং বস্তু প্রজায়তে ॥ ৪২ ॥

এইক্ষণ জানাযাইতেছে যে, পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মানুরোধেই জীব পরকালে সুখদুঃখ ভোগকরে। আর যে ব্যক্তি কেবল পাপজনক কর্ম্মানুষ্ঠানেই রত থাকে, তাহার কেবল দুঃখভোগই হয়, তাহার দুঃখভোগ ব্যতীত সুখভোগের সম্ভব হয় না, সুতরাং জীবের কর্ম্ম ব্যতিরেকে পাপ

ও পুণ্য সম্ভবিতে পারে না এবং কর্ম্ম ব্যতিরেকে জগতে কোন বস্তুরই সম্ভব হয় না। মায়াসমাচ্ছন্ন চৈতন্য হইতেই জগতে সমস্ত বস্তুর উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

যথাকালোপভোগায় জন্তূনাং বিবিধোদ্ভবঃ। যথা দোষবশাচ্ছুক্তৌ রজতারোপণং ভবেৎ। তথাস্বকর্ম্মদোষাদ্বৈ ব্রহ্মণ্যারোপ্যতে জগৎ ॥ ৪৩ ॥

যেমন ফলানুসারে জীবের উপভোগের নিমিত্ত ঈশ্বরের বিশ্বরাজ্যে বিবিধ বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে এবং যেমন দৃষ্টিশক্তির দোষবশত শুক্তিতে রজতজ্ঞান হয়, সেইরূপ স্বীয় কর্ম্মদোষে নির্ম্মল ব্রহ্মেতে জগতের আরোপ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

সবাসনা ভ্রমোৎপন্নোন্মূলনাতিসমর্থনং।
উৎপন্নঞ্চেদীদৃশং স্যাজ্‌জ্ঞানং মোক্ষপ্রসাধনং ॥ ৪৪ ॥

যতকাল জীবের বাসনা থাকে, ততকাল নানাপ্রকার ভ্রমের উৎপত্তি হয়, বাসনা বিদ্যমানে কোনরূপেও কেহ সেই ভ্রমের নিরাস করিতে পারে না, কেবল যখন "জগৎ মিথ্যা এবং আত্মাই সত্য" এইরূপ মোক্ষসাধন প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখনই সেই ভ্রমের খণ্ডন হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

সাক্ষাদ্বিশেষদৃষ্টিস্তু সাক্ষাৎকারিণি বিভ্রমে।
কারণং নান্যথাযুক্ত্যা সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ ৪৫ ॥

প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিবশতই প্রত্যক্ষীভূত বস্তুতে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এই ভ্রমোৎপত্তির অন্য কোন কারণ নাই ॥ ৪৫ ॥

সাক্ষাৎকারভ্রমং সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকারিণি নাশয়েৎ।
সোহি নাস্তীতি সংসারে ভ্রমোনৈব নিবর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥

যাহাদিগের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাহাদিগের ভ্রম বিনাশ পায়। যত দিন ব্রহ্মবিজ্ঞান না হয়, ততদিন তাহার "ব্রহ্ম ভিন্ন ও জগৎ ভিন্ন" এইরূপ ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৪৬ ॥

মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিস্তু বিশেষদর্শনাদ্ভবেৎ।
অন্যথা ন নিবৃত্তিঃ স্যাদ্দৃশ্যতে রজতভ্রমঃ ॥ ৪৭ ॥

বিশেষ দর্শনেই মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সংসারে ভ্রম বিনাশ পাইতে পারে না। যেমন শুক্তিজ্ঞান না জন্মিলে রজত ভ্রম দূরীভূত হয় না। যতকাল শুক্তিজ্ঞান জন্মে না, ততকালই রজত ভ্রম থাকিয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান না হইলে ভ্রমের নাশ হয় না, যতকাল ব্রহ্মবিজ্ঞান না হয়, ততকাল জীবের ভ্রম থাকে ॥ ৪৭ ॥

যাবন্নোৎপদ্যতে জ্ঞানং সাক্ষাৎকারে নিরঞ্জনে।
তাবৎ সর্ব্বাণি ভূতানি দৃশ্যন্তে বিবিধানি চ ॥ ৪৮ ॥

যতকাল পরমাত্মতত্ত্ববিজ্ঞান হইয়া নিরঞ্জন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, ততকাল বিবিধ জীবের পার্থক্য জ্ঞান থাকে ॥ ৪৮ ॥

যদা কর্ম্মার্জ্জিতং দেহং নির্ব্বাণে সাধনং ভবেৎ।
তদা শরীরবহনং সফলং স্যান্ন চান্যথা ॥ ৪৯ ॥

স্বীয়কর্ম্মার্জ্জিত এই শরীরই আমাদিগের নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের উপায়। যখন মানবের এইরূপ জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখনই এই শরীরের ভারবহন সফল বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক শরীর মুক্তিসাধনের উপায় বলিয়াই সফল, নচেৎ কেবল শরীরের ভারবহনমাত্রই সার ॥ ৪৯ ॥

যাদৃশী বাসনা মূলা বর্ত্ততে জীবসঙ্গিনী।
তাদৃশং বহতে জন্তুঃ কৃত্যাকৃত্যবিধৌ ভ্রমং ॥ ৫০ ॥

জীবের সহচারিণী বাসনা যেরূপে জীবের অনুবর্ত্তন করে, জীব তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে এবং সেই সকল কার্য্যের নিমিত্তই নানাপ্রকার ভ্রমভার বহনকরে। অর্থাৎ জীব বাসনার অনুগামী হইয়াই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৫০ ॥

সংসারসাগরং তর্ত্তুং যদীচ্ছেদ্‌যোগসাধকঃ।
কৃত্বা বর্ণাশ্রমং কর্ম্ম ফলবর্জ্জনমাচরেৎ ॥ ৫১ ॥

যদি কোন যোগী সংসারসাগরের পার হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি অগ্রে স্বীয় বর্ণাশ্রম বিহিত কার্য্য করিয়া তাহার ফলাশা পরিত্যাগ করিবে। মুমুক্ষুরাও বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্য করিবে বটে, কিন্তু কোন কার্য্যেরই ফলকামনা করিবে না ॥ ৫১ ॥

বিষয়াশক্তপুরুষা বিষয়েষু সুখেপ্সবঃ।
বাচাভিরুদ্ধনির্ব্বাণাদ্বর্ত্তন্তে পাপকর্ম্মণি ॥ ৫২ ॥

যে সকল পুরুষ বিষয়াশক্ত এবং যাহারা বিষয় ভোগ করিয়া সুখ লাভের ইচ্ছা করে সেই সকল পুরুষও ফলভোগে অবরুদ্ধ হইয়া নিরন্তর পাপকর্ম্ম করিতে থাকে, তাহারা কখনও নির্ব্বাণপদ পাইতে পারে না ॥ ৫২ ॥

আত্মানমাত্মনাপশ্যন্ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি।
তদা কর্ম্মপরিত্যাগে ন দোষোঽস্তি মতং মম ॥ ৫৩ ॥

যখন যোগিগণ আত্মাতেই আত্মদর্শন করে, জগতে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করে না, তখন তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও দোষভাগী হয় না, ইহাই আমার মত ॥ ৫৩ ॥

কামাদয়ো বিলীয়ন্তে জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
অভাবে সর্ব্বতত্ত্বানাং স্বয়ং তত্ত্বং প্রকাশতে ॥ ৫৪ ॥

যখন যোগিগণের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তখন তাহাদিগের কামাদি সমুদায় বিলয় পায়, ইহার অন্যথা হয় না, আর যখন সম্যক্ প্রকারে বিষয়াসক্তির অভাব হয়, তখনই পরম তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগপ্রকরণে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশো নাম দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥

হৃদ্যস্তি পঙ্কজং দিব্যং দিব্যলিঙ্গেন ভূষিতং।
কাদিঠান্তাক্ষরোপেতং দ্বাদশার্ণবিভূষিতং ॥ ১ ॥

জীবশরীরের হৃদয়দেশে দ্বাদশদলযুক্ত মনোহর রক্তবর্ণ পদ্ম আছে, এই পদ্ম ককারাদি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ অক্ষরে বিভূষিত, অর্থাৎ উক্ত পদ্মের দ্বাদশ দলে বামাবর্ত্তে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশবর্ণ বিদ্যমান আছে ॥ ১ ॥

প্রাণোবসতি তত্রৈব বাসনাভিরলংকৃতঃ।
অনাদিকর্ম্মসংশ্লিষ্টপ্রাপ্যাহঙ্কারসংযুতঃ ॥ ২ ॥

উক্ত হৃদয়স্থিত পদ্মের কর্ণিকামধ্যে ত্রিকোণাকার পীঠ আছে। এই পীঠ "যং" এই বর্ণে শোভমান, এই "যং" বর্ণই বায়ুবীজ, ইহাতেই প্রাণবায়ু সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছে, এই প্রাণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবশত অহঙ্কারশালী এবং নানাপ্রকার বাসনাবিশিষ্ট হইয়া জীবের হৃদয়ে বাস করে ॥ ২ ॥

প্রাণস্য বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে তানি সর্ব্বাণি কথিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৩ ॥

একই প্রাণ কার্য্যভেদে অনেক নাম ধারণ করে, সেই সকল নামের বর্ণনা করিতে অনেক সময় অপেক্ষা করে, সুতরাং বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিতে শক্ত হইতেছি না ॥ ৩ ॥

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানোব্যানশ্চ পঞ্চমঃ।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, ইহারা অন্তঃস্থ পঞ্চপ্রাণ এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় ইহারা বহিঃস্থ পঞ্চপ্রাণ নামে অভিহিত ॥ ৪ ॥

দশনামানি মুখ্যানি ময়োক্তানীহ শাস্ত্রকে।
কুর্ব্বন্তি তেঽত্র কার্য্যাণি প্রেরিতানি স্বকর্ম্মভিঃ ॥৫॥

আমি এই সংহিতাশাস্ত্রে যে দশটি প্রাণের নাম করিয়াছি, ঐ সকল প্রাণ স্ব স্ব কর্ম্মকর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শরীরে আপন আপন অধিকারের কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অত্রাপি বায়বঃ পঞ্চ মুখ্যাঃ স্যুর্দ্দশতঃ পুনঃ।
তত্রাপি শ্রেষ্ঠকর্ত্তারৌ প্রাণাপানৌ ময়োদিতৌ ॥৬॥

আমি প্রাণাদিনামে যে দশটি বায়ুকে প্রধান বলিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি শ্রেষ্ঠ, ইহাদিগের মধ্যে আবার প্রাণ ও অপান এই দুইটিই সর্ব্বপ্রধান ॥ ৬ ॥

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ৭ ॥

উক্ত প্রাণাদির স্থান এই—হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিদেশে সমান ও কণ্ঠে উদান বায়ু অবস্থিতি করে এবং ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

নাগাদিবায়বঃ পঞ্চ কুর্ব্বন্তি তে চ বিগ্রহে।
উদ্গারোন্মীলনং ক্ষুত্তৃট্ জৃম্ভা হিক্কা চ পঞ্চমং ॥ ৮ ॥

জীবশরীরে নাগাদি পঞ্চবায়ু বহিঃস্থিত হইয়াও বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধন করে। নাগবায়ুদ্বারা উদ্গার ও উন্মীলন, কূর্ম্মবায়ুদ্বারা ক্ষুধা, কৃকরবায়ুদ্বারা তৃষ্ণা, দেবদত্তবায়ুদ্বারা জৃম্ভণ এবং ধনঞ্জয় বায়ুদ্বারা হিক্কা সম্পন্ন হয় ॥ ৮ ॥

অনেন বিধিনা যো বৈ ব্রহ্মাণ্ডং বেত্তি বিগ্রহং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ৯ ॥

যে যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডরূপী আপন শরীরের তত্ত্ব জানেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পরমাগতি অর্থাৎ মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

অধুনা কথয়িষ্যামি ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদন্তি যোগিনো যোগসাধনে ॥ ১০ ॥

এইক্ষণ যাহাতে শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইতে পারে, সেই উপায় কহিতেছি, এই উপায় পরিজ্ঞাত হইলে কখনও যোগিগণ অবসন্ন হয়েন না, উক্ত উপায়ে যোগসাধন করিলে অবশ্যই যোগসাধনের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্রসমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্ব্বীর্য্যাপ্যতিদুঃখদা ॥ ১১ ॥

গুরুর নিকটে যোগবিদ্যা অভ্যাস করিলেই সেই বিদ্যা বীর্য্যবতী হয়, নচেৎ উক্ত যোগবিদ্যা বীর্য্যবতী অথবা ফলপ্রদা হয় না, পরন্তু দুঃখপ্রদা হয়। গুরু যেরূপ উপদেশ করেন, সেইরূপে যোগসাধন করিলেই যোগসিদ্ধি হয়, স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া আপন ইচ্ছানুসারে যোগসাধন করিতে গেলে ফললাভ দূরে থাকুক, দুঃখভোগই হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যোবৈ বিদ্যামুপাসতে।
অবিলম্বেন বিদ্যায়াস্তস্যাঃ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥

সম্যক্ যত্নসহকারে গুরুর সন্তোষসাধনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি যোগবিদ্যার উপাসনা করে, সেই ব্যক্তিই অবিলম্বে বিদ্যোপাসনার ফলপ্রাপ্ত হয় ॥১২॥

গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো ন সংশয়ঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ প্রসেব্যতে ॥১৩॥

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা এবং গুরুই সর্ব্বদেবরূপী অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কায়মনোবাক্যে গুরুর সেবা করিবে ॥ ১৩ ॥

গুরোঃ প্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ ॥১৪॥

গুরুদেবের প্রসাদে আপনার সর্ব্বপ্রকার শুভলাভ হয়, অতএব সর্ব্বদা গুরুর সেবা করিবে, গুরুসেবা না করিলে কোনরূপে মঙ্গল হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা স্পৃষ্ট্বা সব্যেন পাণিনা।
প্রদক্ষিণং নমস্কুর্য্যাৎ গুরোঃ পাদসরোরুহং ॥ ১৫ ॥

গুরুকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা গুরুপাদ গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণ করিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে ॥ ১৫ ॥

শ্রদ্ধয়াত্মবতাং পুংসাং সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতা।
অন্যেষাঞ্চ ন সিদ্ধিঃ স্যাত্তস্মাদ্‌যত্নেন সাধয়েৎ ॥ ১৬ ॥

যোগসাধনে যাহাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস ও বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, তাহাদিগেরই যোগসিদ্ধি হয়, যাহাদিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই তাহাদিগের কথনও যোগসিদ্ধি হইতে পারে না, অতএব শ্রদ্ধবান্ হইয়া যোগসাধনে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক সাধন করিবে ॥ ১৬ ॥

ন ভবেৎ সঙ্গযুক্তানাং তথা বিশ্বাসিনামপি। গুরুপূজাবিহীনানাং তথাচ বহুসঙ্গিনাং। মিথ্যাবাদরতানাঞ্চ তথা নিষ্ঠুরভাষিণাং। গুরুসন্তোষহীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন ॥ ১৭ ॥

যাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ অথবা অসজ্জন সংসর্গে ব্যাপৃত, যাহাদিগের এই কার্য্যে বিশ্বাস নাই, যাহারা গুরুসেবায় তৎপর নহে, যাহারা সর্ব্বদা বহুজনের সংসর্গে আসক্ত থাকে, যাহারা মিথ্যা বাক্যে রত কিম্বা নিষ্ঠুরভাষী, অথবা যাহারা গুরুর সন্তোষসাধনে যত্নবান নহে, তাহাদিগের কোনরূপেও যোগসিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথমলক্ষণং। দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়াযুক্তং তৃতীয়ং গুরুপূজনং। চতুর্থং সমতাভাবং পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহং ॥ ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারং সপ্তমং নৈব বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥

যোগসাধন করিতে করিতে আমার কার্য্য সকল হইবে এইরূপ যে বিশ্বাস জন্মে, ইহাই যোগসিদ্ধির প্রথম লক্ষণ। তৎপরে কার্য্যে যে বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে, ইহাই দ্বিতীয় লক্ষণ বলিয়া জানিবে। অনন্তর সাধক গুরুসেবাতে রত হয়, এইটি যোগসিদ্ধির তৃতীয় লক্ষণ। তৎপরে সাধকের সর্ব্বজীবে সমতা জ্ঞান জন্মে, ইহাকে চতুর্থ লক্ষণ বলা যায়। ইহার পর সাধকের ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়া থাকে, কোন ইন্দ্রিয়েরই প্রাবল্য দেখা যায় না, এইটি যোগসিদ্ধির পঞ্চমলক্ষণ বলিয়া জানিবে। অনন্তর সাধকের শাস্ত্রোক্ত পরিমিতাহার হয়, ইহাই ষষ্ঠলক্ষণ, ইহার পর আর কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না ॥ ১৮ ॥

যোগোপদেশং সংপ্রাপ্য লব্ধ্বা চ যোগবিৎ গুরুং।
গুরূপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ ॥ ১৯ ॥

যোগশাস্ত্রাভিজ্ঞ গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া গুরুর উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবে। গুরু যেরূপ উপদেশ করেন, সেইরূপে উপদেশানুসারে আপন বুদ্ধিবলে যোগসাধন করিতে থাকিবে ॥ ১৯ ॥

সুশোভনে মঠে যোগী পদ্মাসনসমন্বিতঃ।
আসনোপরি সংবিশ্য পবনাভ্যাসমাচরেৎ ॥ ২০ ॥

যোগী ব্যক্তি অতি সুশোভন যোগমঠমধ্যে কুশাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম সিদ্ধির নিমিত্ত পবনাভ্যাস অর্থাৎ বায়ুসংযমাদি করিতে থাকিবে ॥ ২০ ॥

সমকায়ঃ প্রাঞ্জলিশ্চ প্রণম্য চ গুরূন্ সুধীঃ।
দক্ষে বামে চ বিঘ্নেশং ক্ষেত্রপালাম্বিকাং পুনঃ ॥২১॥

যোগী ব্যক্তি যোগসাধনকালে আপন শরীর কুঞ্চিত বা বক্র করিবে না, সমশরীর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুকে প্রণাম করিবে এবং বামে ও দক্ষিণে গণেশ, ক্ষেত্রপাল ও অম্বিকাকে প্রণাম করিবে ॥ ২১ ॥

ততশ্চ দক্ষাঙ্গুষ্ঠেন নিরুদ্ধ্য পিঙ্গলাং সুধীঃ। ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ। ততস্ত্যক্ত্বা পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ ॥ ২২ ॥

যোগসাধনকারী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উপবেশন করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা দক্ষিণ নাসারুদ্ধকরিয়া বামনাসায় যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিবে, তৎপরে উভয় নাসিকা রোধ করত আপন শক্তিঅনুসারে কুম্ভক করিতে হইবে, অনন্তর দক্ষিণনাসাদ্বারা ক্রমে ক্রমে বায়ু রেচন করিবে। এই বায়ু পূরণ ও বায়ুরেচন বেগে করিবে না, অতি অল্পবেগে, অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ না হয়, এইরূপে এই কার্য্য করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

পুনঃ পিঙ্গলয়া পূর্য্য যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ ॥ ২৩ ॥

পুনর্ব্বার বামনাসিকা রোধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় ক্রমে ক্রমে বায়ু পুরণ করিবে এবং উভয় নাসিকা রুদ্ধ করিয়া যথাশক্তি বায়ুর স্তম্ভন করিবে, অনন্তর বামনাসিকাদ্বারা মন্দবেগে অল্পে অল্পে বায়ুত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে অনুলোমবিলোমে আপন শক্তি অনুসারে সমসংখ্যা ক্রমে প্রাণায়াম করিবে ॥ ২৩ ॥

ইদং যোগবিধানেন কুর্য্যাদ্বিংশতিকুম্ভকান্।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তঃ প্রত্যহং বিগতালসঃ ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়াম বিধি অনুসারে বিংশতিবার কুম্ভক করিবে। এইরূপে প্রতিদিন একাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিংশতিবার কুম্ভক করিলে সুখ দুঃখ ও রাগ দ্বেষ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব বিহীন হইতে পারে এবং তাহার শরীরে কিঞ্চিন্মাত্র অলসতা থাকে না ॥ ২৪ ॥

প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে সূর্য্যাস্তে চার্দ্ধরাত্রকে।
কুর্য্যাদেবং চতুর্ব্বারং কালেম্বেতেষু কুম্ভকান্ ॥ ২৫ ॥

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নসময়, সায়ংকাল ও অর্দ্ধরাত্রি এই চারি সময় প্রাণায়ামের প্রশস্ত কাল। এই চারি সময়ে বিংশতিবার করিয়া প্রতিদিন কুম্ভক করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

ইত্থং মাসত্রয়ং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
ততো নাড়ীবিশুদ্ধিঃ স্যাদবিলম্বেন নিশ্চিতং ॥ ২৬ ॥

যেরূপ প্রাণায়ামের বিধি উক্ত হইয়াছে, উক্ত নিয়মানুসারে আলস্য

পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন প্রাণায়াম করিবে, ইহাতে অবিলম্বে সাধকের নাড়ী সকল পরিশুদ্ধ হয়॥ ২৬॥

যদা তু নাড়ীশুদ্ধিঃ স্যাদ্‌যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
তদা বিধ্বস্তদোষশ্চ ভবেদারম্ভসম্ভবঃ॥ ২৭॥

প্রাণায়াম করিতে করিতে যখন তত্ত্বদর্শী যোগী ব্যক্তির নাড়ী সকল পরিশুদ্ধ হয়, তথনই তাহার শারীরিক দোষ সকল বিনাশ পায়, উক্ত প্রকার যোগাসাধনবলে শরীরে কোন দোষ থাকিতে পারে না॥ ২৭॥

চিহ্নানি যোগিনো দেহে দৃশ্যন্তে নাড়িশুদ্ধিতঃ।
কথ্যন্তে তু সমস্তান্যঙ্গানি সংক্ষেপতো ময়া॥ ২৮॥

যোগসাধক যোগীর শরীরে নাড়ীশুদ্ধি হইলে যে সকল চিহ্ন প্রকাশ পায় সেই সকল চিহ্ন সংক্ষেপে কহিতেছি॥ ২৮॥

সমকায়ঃ সুগন্ধিশ্চ সুকান্তিঃ স্বরসাধকঃ। আরম্ভ ঘটকশ্চৈব তথা পরিচয়স্তদা। নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ॥ ২৯॥

যোগীর নাড়ীশুদ্ধি হইলে তাহার শরীর সমভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ শরীর স্থূল বা কৃশ হয় না এবং বক্র কিম্বা আকুঞ্চিত হইতে পারে না। আর শরীরে সদ্‌গন্ধ অনুভূত হয়, শরীরের কান্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। প্রাণায়াম সাধক যোগীর যোগারম্ভ কালেই এই সকল চিহ্ন দেখা যায়। আর সর্ব্বপ্রকার যোগবলেই উক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রূপ অবস্থাকে যোগাবস্থা কহে॥ ২৯॥

আরম্ভঃ কথিতোঽস্মাভিরধুনা বায়ুসিদ্ধয়ে।
অপরং কথ্যতে পশ্চাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশকং॥ ৩০॥

প্রাণায়াম সিদ্ধির আরম্ভ মাত্র যে সকল চিহ্ন দেখা যায়, তাহাই কথিত হইল, অনন্তর যে সকল চিহ্ন প্রকাশিত হইলে যোগিগণের সর্ব্বপ্রকার দুঃখরাশি বিনাশ পায় তাহা কহিব॥ ৩০॥

প্রৌঢ়বহ্নিঃ সুভোগী চ সুখী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ। সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী সর্ব্বোৎসাহবলান্বিতঃ। জায়তে যোগিনোঽবশ্যমেতে সর্ব্বে কলেবরে॥ ৩১॥

প্রাণায়াম সাধক যোগীর নাড়ীশুদ্ধি হইলে জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়, তখন তাহার উদরাগ্নিতে কোন রূপ দোষ লক্ষিত হয় না, সেই যোগী উত্তম ভোগে সমর্থ হয়, তাহার চিত্তে সর্ব্বদা সুখানুভব হইতে থাকে এবং তাহার শরীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, সেই যোগীর চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, মনে কোন প্রকার ক্ষোভ থাকে না, সর্ব্বকার্য্যেই তাহার উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং শরীর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হয়। যোগসিদ্ধি হইলে যোগীর শরীরে অবশ্যই এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৩১॥

অথ বর্জ্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরং।
যেন সংসারদুঃখাব্ধিং তীর্ত্ত্বা যাস্যন্তি যোগিনঃ॥৩২॥

অনন্তর যে সকল কার্য্য যোগসিদ্ধির বিঘ্নকর এবং যোগিগণ যাহা অবশ্য বর্জ্জন করিবে, তাহা কহিতেছি, সেই সকল পরিত্যাগ করিলে যোগিজনেরা অনায়াসে দুঃখময় সংসার সাগরে পার হইয়া যাইতে পারে॥ ৩২॥

অম্লং রূক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সার্ষপং কটুং। বহুলং ভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলবিদাহকং। স্তেয়ং হিংসাং জনদ্বেষঞ্চাহঙ্কারমনার্জ্জবং। উপবাসমসত্যঞ্চামোক্ষঞ্চ প্রাণিপীড়নং। স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ং। অতীবভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি লক্ষণং॥ ৩৩॥

যোগিগণ যোগাভ্যাসকালে অম্ল, রূক্ষ, তীক্ষ্ণ (ঝাল) লবণ ও সর্ষপ এই সকল ভক্ষণ করিবে না, আর বহুভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলাদিস্নেহ দ্রব্য সেবন, অপহরণ, প্রাণহিংসা, জনদ্বেষ, অহঙ্কার, কৌটিল্য, উপবাস, অসত্যভাষণ, অমুক্তিচিন্তা, প্রাণিপীড়ন, স্ত্রীসঙ্গ, অগ্নিসেবন, বহু আলাপ, প্রিয়াপ্রিয়জ্ঞান ও অতিভোজন এই সকল পরিত্যাগ করিবে, কারণ উক্ত কার্য্য সকল যোগের বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে॥ ৩৩॥

উপায়ঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গোপনীয়ং সাধকানাং যেন সিদ্ধির্ভবেৎ খলু॥ ৩৪॥

যাহাতে যোগসাধকদিগের শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইতে পারে, সেই সকল উপায় কহিতেছি, এই সকল উপায় অতিগোপনীয়। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে অনায়াসে সাধকদিগের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জ্জিতং। কর্পূরং নিষ্ঠুরং মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মরন্ধ্রকং। সিদ্ধান্তশ্রবণং নিত্যং বৈরাগ্যগৃহসেবনং। নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ সুনাদশ্রবণং পরং। ধৃতিঃ ক্ষমা তপঃ শৌচং হ্রীর্ম্মতির্গুরুসেবনং। সদৈতানি পরং যোগী নিয়মানি সমাচরেৎ॥ ৩৫॥

ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন ও কর্পূরবাসিত চূর্ণবর্জ্জিত তাম্বূল এই সকলই যোগসাধকদিগের সুপথ্য। যোগসাধনকালে এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। নিষ্ঠুর বাক্য পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় বাক্য বলিবে। ক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট সুশোভন মন্দিরমধ্যে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণ করিবে, কদাচ তর্কবিতর্কাদি করিবে না। বৈরাগ্যের সহিত সংসার কার্য্য করিবে, অর্থাৎ সাংসারিক অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে বটে, কিন্তু তাহাতে আশক্ত হইবে না, পরন্ত যাহাতে সংসারে বিরাগ জন্মে এইরূপ অনুসন্ধান করিবে। সর্ব্বদা বিষ্ণুর নাম সঙ্কীর্ত্তন ও নামানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিবে। ধৈর্য্য, ক্ষমা, তপস্যা, শৌচাচার, লজ্জা, ভগবদ্বিষয়ে বুদ্ধির স্থিরতা ও গুরুসেবা, যোগিগণ এই সকল নিয়ম আচরণ করিবে॥ ৩৫॥

অনিলেঽর্কপ্রবিষ্টে চ ভোক্তব্যং যোগিভিঃ সদা।
বায়ৌ প্রবিষ্টে শশিনি শয়তে সাধকোত্তমৈঃ॥ ৩৬॥

সূর্য্য নাড়ীতে বায়ুপ্রবেশকালে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকাতে শ্বাসবহনকালে যোগীরা ভোজন করিবে এবং চন্দ্রনাড়ীতে বায়ুপ্রবেশকালে

অর্থাৎ বামনাসিকাতে শ্বাসবহন সময়ে যোগসাধক ব্যক্তি শয়ন করিবে। দক্ষিণনাসিকাতে বায়ুপ্রবেশকালে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা থাকেন, সুতরাং ঐ সময় আহার করিলেই কুণ্ডলিনী মুখে আহুতি প্রদান করা হয়, ইহাতেই যোগীর আহারশুদ্ধি হইয়া থাকে। আর বামনাসিকায় শ্বাসপ্রবেশকালে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা থাকেন, সুতরাং এই কালে নিদ্রা ভোগ করিবে॥ ৩৬॥

সদ্যোভুক্তেঽপি ক্ষুধিতেনাভ্যাসঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ।
অভ্যাসকালে প্রথমং কুর্য্যাৎ ক্ষীরাজ্যভোজনং॥৩৭॥

আহার করিয়া তাহার অব্যবাহিত পরে প্রাণায়াম করিবে না এবং ক্ষুধাতুর হইয়াও প্রাণসংযম করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনের পর নাড়ী ছিদ্র সকল রসদ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, এই সময়ে প্রাণসংযম করিলে বায়ুর গমনাগমনের ব্যাঘাত জন্মে, অতএব সাধকের শ্বাসাদি রোগ জন্মিতে পারে, আর ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির শরীরের শোষণ হয়, সেই সময়ে প্রাণায়াম করিলে ক্ষয়রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব আহারের অব্যবহিত পরে কিম্বা ক্ষুধা হইলে প্রাণায়াম কর্ত্তব্য নহে। যোগের প্রথমাভ্যাসকালে অন্য কোন দ্রব্য ভোজন না করিয়া কেবল ক্ষীরান্ন ভোজন করিবে॥ ৩৭॥

ততোভ্যাসে স্থিরীভূতে ন তাদৃঙ্নিয়মগ্রহঃ। অভ্যাসিনা বিভোক্তব্যং স্তোকং স্তোকমনেকধা। পূর্ব্বোক্তকালে কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকান্ প্রতিবাসরে॥ ৩৮॥

যোগিগণ যখন যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে, তখন আর তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ আহারাদির নিয়মের অধীন থাকিতে হয় না, যোগ সিদ্ধি হইলে অল্প অল্প করিয়া নানাপ্রকার দ্রব্য ভোজন করিবে, আর যোগাভ্যাস কালে যে যে সময়ে যোগসাধন করিত, যোগসিদ্ধির পরেও সেই সেই সময়ে প্রতিদিন বিংশতিবার করিয়া কুম্ভক করিবে। অর্থাৎ যোগসিদ্ধ ব্যক্তি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও মধ্য রাত্রিতে বিংশতিবার কুম্ভক করিবে॥ ৩৮॥

ততো যথেষ্টা শক্তিঃ স্যাদ্যোগিনো বায়ুসাধনে। যথেষ্টং ধারণাদ্বায়োঃ কুম্ভকঃ সিদ্ধ্যতি ধ্রুবং। কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে কিং ন স্যাদিহ যোগিনঃ॥ ৩৯॥

বায়ুসংযমের অভ্যাস স্থিরীভূত হইলে যোগিগণ আপন ইচ্ছানুসারে বায়ুধারণ করিতে পারেন, সাধকের যথেষ্ট বায়ুধারণের শক্তি জন্মিলেই নিশ্চয় কুম্ভকসিদ্ধি হয়। একমাত্র কুম্ভকসিদ্ধি হইলে ভূতলে যোগিগণের কোন কার্য্যই অসাধ্য থাকে না॥ ৩৯॥

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্যমে। যদা সংজায়তে স্বেদো মর্দ্দনং কারয়েৎ সুধীঃ। অন্যথা বিগ্রহে ধাতুর্নষ্টো ভবতি যোগিনঃ॥ ৪০॥

প্রাণায়ামসাধনের প্রথমে সাধকের শরীরে ঘর্ম্মের উদ্ভব হয়। যখন সাধক দেখিবে আপন শরীরে ঘর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, তখনই শরীর মর্দ্দন করিতে থাকিবে, কারণ যদি এই সময়ে শরীর মর্দ্দন না করে, তাহা হইলে সাধকের শরীরস্থ সমস্ত ধাতু নষ্ট হইয়া যায়। অতএব ঘর্ম্মান্তে শরীর মর্দ্দন অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৪০॥

দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দ্দুরী মধ্যমে মতঃ।
ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্গগনেচরসাধকঃ॥ ৪১॥

প্রাণায়াম সিদ্ধির দ্বিতীয়কল্পে সাধকের শরীরে কম্প হইতে থাকে, তৃতীয়কল্পে দর্দ্দুর গতি, অর্থাৎ প্রাণ বায়ু অবরোধ করিলে সেই অবরুদ্ধ বায়ু সাধককে ভেকের গতির ন্যায় প্লুতগতিতে পরিচালিত করে। ইহার পর অভ্যাসবশত যদি প্রাণ বায়ুকে অধিকতর কাল অবরোধ করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে সাধক অবিলম্বে ভূতল পরিত্যাগ করিয়া নিরালম্বে শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে পারে॥ ৪১॥

যোগী পদ্মাসনস্থোঽপি ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
বায়ুসিদ্ধিস্তদা জ্ঞেয়া সংসারধ্বান্তনাশিনী॥ ৪২॥

যখন বদ্ধপদ্মাসনস্থ যোগী ভূতল পরিত্যাগপূর্ব্বক শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে, তখনই তাহার বায়ু সিদ্ধি হইয়াছে জানা যায়। আর বায়ুসিদ্ধি হইলে সাধকের সংসারে অনুরাগ রূপ ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ পায়॥ ৪২॥

তাবৎকালং প্রকুর্ব্বীত যোগোক্তনিয়মগ্রহঃ।
অল্পনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোকং মূত্রঞ্চ জায়তে॥ ৪৩॥

যতকাল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বায়ুসিদ্ধি নিশ্চিত না হইবে, ততকাল যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিবে, বায়ুসিদ্ধি হইলে আপন ইচ্ছানুসারে সময় সময় যোগসাধন করিতে হয়। আর যাহার যোগসিদ্ধি হইয়াছে। তাহার অল্প নিদ্রা, অল্প মূত্র ও অল্প মলনির্গম হয়, ইহাই যোগসিদ্ধির লক্ষণ॥ ৪৩॥

অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
স্বেদোলালা কৃমিশ্চৈব সর্ব্বথৈব ন জায়তে॥ ৪৪॥

যোগীর শরীরে বা মনে কোন প্রকার রোগ জন্মিতে পারে না, যোগী ব্যক্তির কোন দুঃখ থাকে না, তাহার চিত্তে সর্ব্বদা সন্তোষ বর্ত্তমান থাকে। তত্ত্বদর্শী যোগীর শরীরে ঘর্ম্ম, লালা, ক্রিমি ও কফাদি জন্মিতে পারে না॥ ৪৪॥

কফপিত্তানিলাশ্চৈব সাধকস্য কলেবরে।
তস্মিন্ কালে সাধকস্য ভোজ্যেষ্বনিয়মগ্রহঃ॥ ৪৫॥

যোগসিদ্ধি হইলে সাধকের শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা ভিন্ন বৈষম্য হয় না, এই সময়ে যোগীর পথ্যাপথ্য ভোজনাদি কোনরূপ নিয়ম পালন করিতে হয় না॥ ৪৫॥

অত্যল্পং বহুধা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতে হি সঃ। অথাভ্যাসবশাদ্যোগী ভূচরীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। যথা দর্দ্দুরজন্তূনাং গতিঃ স্যাৎ পাণিতাড়নাৎ॥ ৪৬॥

যোগী ব্যক্তি অনাহার, অল্প আহার বা অধিক আহার করিলেও

তাহার পীড়াদিজন্য ক্লেশভোগ হয় না। যোগাভ্যাসবলে সাধকের ভূচরী বিদ্যা সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ গম্য কি অগম্য সকল স্থানেই তাহার গমন করিবার ক্ষমতা জন্মে। যেমন ভূতলে বসিয়া ভেকের নিকট করতালিদ্বারা তাড়ন করিলে সেই ভেক লম্ফে লম্ফে গমন করিতে থাকে, বায়ুসাধকের প্রথমাবস্থাতেও বায়ুর অবরোধহেতু সাধকের সেইরূপ গতি হয় ॥ ৪৬ ॥

সন্ত্যত্র বহবো বিঘ্না দারুণা দুর্নিবারণাঃ।
তথাপি সাধয়েদ্‌যোগী প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥ ৪৭ ॥

যোগসাধনের কালে অনিবার্য্য নানাপ্রকার অতি দারুণ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি যোগী ব্যক্তি যোগাভ্যাস ত্যাগ করিবে না, প্রাণ পণ করিয়াও যোগসাধন করিবে ॥ ৪৭ ॥

ততো রহস্যুপবিষ্টঃ সাধকঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিঘ্নানাং নাশহেতবে ॥ ৪৮ ॥

যদি যোগসাধনে কোনপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সাধক কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া বিঘ্নবিনাশার্থ দীর্ঘনাদ প্রণব জপ করিবে। অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত প্রণবকে দীর্ঘনাদ প্রণব বলা যায় ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি প্রাণায়ামেন নিশ্চিতং।
নাশয়েৎ সাধকো ধীমানিহ লোকোদ্ভবানি চ ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিমান্ যোগী যোগাভ্যাসদ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল এবং ইহজন্মকৃত কর্ম্মফল সকল বিনাশ করিতে পারে ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি পুণ্যানি বিবিধানি চ।
নাশয়েৎ ষোড়শপ্রাণায়ামেন যোগিপুঙ্গবঃ ॥ ৫০ ॥

যোগি ব্যক্তি ষোড়শবার প্রাণায়াম করিলে ইহ জন্মকৃত ও জন্মান্তরীণ নানাপ্রকার পুণ্যপাপকর্ম্মার্জ্জিত ফল বিনাশ করিয়া থাকেন ॥৫০॥

পাপতূলচয়ানাহো প্রদহেৎ প্রলয়াগ্নিনা।
ততঃ পাপবিনির্ম্মুক্তঃ পশ্চাৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ ॥৫১॥

যেমন প্রলয়াগ্নিসংযোগে ক্ষণকালমধ্যে রাশীকৃত তূলা দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ প্রাণায়ামদ্বারা সাধকের সর্ব্বপাপ বিনাশ পায়। অনন্তর সেই যোগি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পুণ্যফলও বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

প্রাণায়ামেন যোগীন্দ্রো লব্ধ্বৈশ্বর্য্যাষ্টকানি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ ॥৫২॥

যোগি ব্যক্তি প্রাণায়ামবলে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পাপপুণ্যরূপ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং তাহার ত্রিভুবন বিচরণের শক্তি জন্মে ॥ ৫২ ॥

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব ঘটিকাত্রিতয়ং ভবেৎ।
যেন স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্যোগিনস্ত্বীপ্সিতা ধ্রুবং ॥৫৩॥

প্রাণায়াম সাধক যোগীর উক্তরূপ অবস্থা হইলে যদি উক্ত সাধক তিন ঘটিকাকালমাত্র যোগসাধন করে, তাহা হইলেই তাহার সমস্ত অভিলষিত কার্য্যের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

বাক্যসিদ্ধিঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ। দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনং। বিণ্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথা। ভবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাং ॥৫৪॥

যোগীর প্রাণসংযম সিদ্ধ হইলে তাহার বাক্যসিদ্ধি, ইচ্ছাগমন, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মদর্শন ও পরশরীরে প্রবেশ, এই সকল কার্য্যের ক্ষমতা জন্মে। আর যদি অন্য কোন ধাতুতে উক্ত যোগীর বিষ্ঠা বা মূত্র লেপন করা যায়, তাহা হইলে সেই ধাতু সুবর্ণ হইয়া যায়। উক্ত যোগী সর্ব্বজন সমক্ষে সহসা অন্তর্দ্ধত হইতে পারে এবং অনায়াসে শূন্যপথে গমনাগমন করিতে শক্ত। একমাত্র যোগপ্রভাবেই এই সকল শক্তি জন্মিয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

যদা ভবেদ্‌ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা।
তদা সংসারচক্রেঽস্মিংস্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

যখন প্রাণায়ামসাধক যোগীর ঘটাবস্থা হয়, তখন ত্রিভুবনে সেই যোগীর অসাধ্য কিছুই থাকে না, সে যখন যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তখনই তাহা লাভ করিতে পারে ॥ ৫৫ ॥

প্রাণাপান-নাদবিন্দু-জীবাত্মপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট-উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

যে সময়ে প্রাণ, অপান, নাদ, বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই সকলের একত্র সংঘটন হয়, তখনই যোগীর ঘটাবস্থা হইয়া থাকে। উক্ত প্রাণাদির একত্র সংঘটন হয় বলিয়াই উক্ত অবস্থাকে ঘটাবস্থা কহে ॥ ৫৬ ॥

যামমাত্রং যদা ধর্ত্তুং সমর্থঃ স্যাত্তদাদ্ভুতঃ।
প্রত্যাহারস্তদৈব স্যান্নান্তরো ভবতি ধ্রুবং ॥ ৫৭ ॥

যখন যোগী ব্যক্তি এক প্রহরকাল পর্য্যন্ত বায়ু ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, তখনই তাহার প্রত্যাহার হইয়া থাকে। সাধকের প্রত্যাহারের ক্ষমতা জন্মিলে কদাচ তাহার অন্যথা হয় না ॥ ৫৭ ॥

যং যং জানাতি যোগীন্দ্রস্তং তমাত্মেতি ভাবয়েৎ।
যৈরিন্দ্রিয়ৈর্যদ্বিধানস্তদিন্দ্রিয়জয়ো ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥

যোগী ব্যক্তি জগতে যে যে পদার্থ জানে, সেই সমুদায়কেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, অর্থাৎ যোগীজন জগতে আত্মা ভিন্ন কিছুই দেখে না। উক্তরূপ যোগীর যখন যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়, তখনই সেই ইন্দ্রিয়ের জয় হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

যামমাত্রং যদা পূর্ণং ভবেদভ্যাসযোগতঃ। একবারং প্রকুর্ব্বীত যদা যোগী চ কুম্ভকং। দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ। স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ সুধীঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে যদি সাধক এক প্রহরকাল কুম্ভক করিয়া থাকিতে পারে, অর্থাৎ একপ্রহরকাল পর্য্যন্ত যদি তাহার প্রাণবায়ু নিশ্চল হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই যোগীর শরীরে এইরূপ সামর্থ্য হয় যে, সে ঐ সামর্থ্যবলে অঙ্গুষ্ঠমাত্রের [illegible]

দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, তখন উক্ত যোগী আপন শক্তির গোপনের নিমিত্ত উন্মত্তবৎ হয়॥ ৫৯॥

ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোঽভ্যাসতো ভবেৎ। যদা বায়ুশ্চন্দ্রসূর্য্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি নিশ্চলং। বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুঃ সুষুম্না ব্যোম্নি সঞ্চরেৎ॥ ৬০॥

পূর্ব্বোক্ত অবস্থার পর যোগীর পরিচয়াবস্থা হইয়া থাকে। যখন প্রাণবায়ু ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিশ্চল হইয়া কেবল সুষুম্নার মধ্যগত ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন যে অবস্থা হইয়া থাকে, তাহাকেই পরিচয়াবস্থা কহে। সুষুম্নাই প্রাণবায়ুর প্রকৃত পরিচিত, এই পরিচিত সুষুম্নাতে প্রাণবায়ু প্রবিষ্ট হয় বলিয়া এই অবস্থাকে পরিচয়াবস্থা বলা যায়॥ ৬০॥

ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্ত্বা সুনিশ্চিতং। যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ। ত্রিকূটং কর্ম্মণাং যোগী তদা পশ্যতি নিশ্চিতং॥ ৬১॥

যখন বায়ুসংযমশক্তি গ্রহণ করিয়া অভ্যাসবশত সাধক সমস্ত চক্রভেদ পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সেই সাধকের কর্ম্মজন্য আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই দুঃখত্রয়ের অনুভব হইয়া থাকে॥ ৬১॥

ততশ্চ কর্ম্মকূটানি প্রণবেন বিনাশয়েৎ।
স যোগী কর্ম্মভোগায় কায়ব্যূহং সমাচরেৎ॥ ৬২॥

অনন্তর সাধক কর্ম্ম সকল বিনাশ করেন, অর্থাৎ যেন আর কর্ম্মবশত কোন ফল ভোগ করিতে না হয়, তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েন। যদি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজন্য ফলভোগের নিমিত্ত বারম্বার জন্মগ্রহণ অপেক্ষা করে, তথাপিও যোগী ব্যক্তি আপন ক্ষমতাপ্রভাবে শীঘ্র শীঘ্র ধর্ম্মের ফল ভোগার্থ কায়ব্যূহ অর্থাৎ অনেক শরীর বিস্তার করিয়া একদা সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই যোগীর পুনর্জ্জন্মগ্রহণের আবশ্যক হয় না॥ ৬২॥

অস্মিন্ কালে মহাযোগী পঞ্চধা ধারণং চরেৎ।
যেন ভূরাদিসিদ্ধিঃ স্যাত্ততো ভূতভয়াপহা॥ ৬৩॥

এই সময়ে যোগী ব্যক্তি প্রতি চক্রে পঞ্চবার বায়ুধারণ অর্থাৎ এক এক চক্রে পাঁচবার করিয়া কুম্ভক করেন, তাহা করিলেই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সিদ্ধ হইয়া থাকে, কখনও পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে তাহার মৃত্যু শঙ্কা থাকে না॥ ৬৩॥

আধারে ঘটিকাঃ পঞ্চ লিঙ্গস্থানে তথৈব চ। তদূর্দ্ধং ঘটিকাঃ পঞ্চ নাভিহৃন্মধ্যকে তথা। ভ্রূমধ্যোর্দ্ধং তথা পঞ্চ-ঘটিকা ধারয়েৎ সুধীঃ। তথা ভূরাদিনা নষ্টো যোগীন্দ্রো ন ভবেৎ খলু॥ ৬৪॥

সাধক মূলাধারচক্রে চিত্ত ও জীবকে স্থাপনকরিয়া পঞ্চঘটিকা কুম্ভক করিবে। এইরূপে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানচক্রে চিত্তসহ জীব রাখিয়া—পঞ্চঘটিকা, নাভিদেশে মণিবন্ধচক্রে পঞ্চঘটিকা, হৃদয়ে অনাহতচক্রে পঞ্চঘটিকা, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্রে পঞ্চঘটিকা এবং ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে সচিত্ত জীব রাখিয়া পঞ্চঘটিকা কাল কুম্ভক করিবে। ইহার নাম ভূচরীসিদ্ধি, এই যোগসাধন করিতে পারিলে পৃথিব্যাদি হইতে যোগীর বিনাশ হইতে পারে না॥ ৬৪॥

মেধাবী পঞ্চভূতানাং ধারণাং যঃ সমভ্যসেৎ।
শতব্রহ্মাগতেনাপি মৃত্যুস্তস্য ন বিদ্যতে॥ ৬৫॥

সুবুদ্ধি সাধক যদি পঞ্চভূতের ধারণা অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে একশত ব্রহ্মার পতন হইলেও তাহার বিনাশ হয় না॥ ৬৫॥

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব নিষ্পত্তির্যোগিনো ভবেৎ।
অনাদিকর্ম্মবীজানি যেন তীর্ত্বামৃতং পিবেৎ॥ ৬৬॥

তৎপর যখন যোগীর ক্রমশ অভ্যাসদ্বারা যোগাভ্যাসের নিষ্পত্ত্যবস্থা উপস্থিত হয়, তখন সেই যোগীর বাসনার মূলীভূত কর্ম্মবীজ সকল বিনাশ পায়, তাহাতেই সেই ব্যক্তি কর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ অমৃত রস পান করিতে পারে॥ ৬৬॥

যদা নিষ্পত্তির্ভবতি সমাধেঃ স্বেন কর্ম্মণা। জীবন্মুক্তস্য শান্তস্য ভবেদ্ধীরস্য যোগিনঃ। তদা নিষ্পত্তিসম্পন্নঃ সমাধিঃ স্বেচ্ছয়া ভবেৎ। গৃহীত্বা চেতনাং বায়ুক্রিয়াশক্তিঞ্চ বেগবান্। সর্ব্বান্ চক্রান্ বিজিত্বাশু জ্ঞানশক্তৌ বিলীয়তে॥ ৬৭॥

যখন জীবন্মুক্ত প্রশান্তচিত্ত ধীরপ্রকৃতি যোগীর স্বীয় অভ্যস্ত কর্ম্মদ্বারা সমাধির নিষ্পত্তি হয়, অর্থাৎ যোগসাধনদ্বারা সমাধি উপস্থিত হয়, তখন সেই নিষ্পন্নসমাধি যোগী আপন ইচ্ছানুসারে সচেতন বায়ুক্রিয়াশক্তি গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত চক্র ভেদ করিয়া জ্ঞানশক্তিতে অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন হয়॥ ৬৭॥

ইদানীং ক্লেশহান্যর্থং বক্তব্যং বায়ুসাধনং।
যেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভোগহানির্ভবেৎ ধ্রুবং॥ ৬৮॥

এইক্ষণ যোগী জনের সংসারক্লেশ নিবারণার্থ যেরূপ বায়ুসাধনপ্রণালী কথিত হইতেছে, এই প্রণালী অনুসারে সাধন করিলে এই সংসারে প্রারব্ধকর্ম্মভোগের নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ তাহার আর পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ হয় না॥ ৬৮॥

রসনাং তালুমূলে যঃ স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
পিবেৎ প্রাণানিলং তস্য যোগানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৬৯॥

যোগাভিজ্ঞ সাধক আপন জিহ্বা তালুমূলে সংস্থাপন করিয়া প্রাণবায়ু পান করিবে। এই পর্য্যন্ত করিতে পারিলেই সেই সাধকের যোগ সমাপ্তি হয়, তখন তাহার আর যোগাভ্যাসের আবশ্যক থাকে না, যাবৎ উক্তরূপ যোগ সমাপ্তি না হয়, তাবৎ যোগাভ্যাস কর্ত্তব্য, নচেৎ পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগ সকল নষ্ট হইয়া যায়॥ ৬৯॥

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং শীতলম্বা বিচক্ষণঃ।
প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেন্মুক্তিভাজনঃ ॥ ৭০ ॥

প্রাণ ও অপান বায়ুর বিধানজ্ঞ যোগসাধনপটু সাধক আপন মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া শীতল বায়ু পান করিবে, তাহা হইলেই সেই সাধক অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ৭০ ॥

সরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ।
নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহজরাময়াঃ ॥ ৭১ ॥

যে সুবুদ্ধি সাধক পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রতিদিন সরস বায়ু পান করিতে পারে, তাহার শ্রম, দাহ জরা ও রোগাদি বিনাশ পায় ॥ ৭১ ॥

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা যশ্চন্দ্রে সলিলং পিবেৎ।
মাসমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং ॥৭২॥

যে সাধক রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া ভ্রূমধ্যগত চন্দ্রমণ্ডল হইতে গলিত সলিল পান করে, সেই ব্যক্তি উক্ত ক্রিয়া তিনমাস আচরণ করিলেই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে ॥ ৭২ ॥

রাজদন্তবিলং গাঢ়ং সংপীড্য বিধিনা পিবেৎ।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং দেবীং ষণ্মাসেন কবির্ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥

সুদক্ষ যোগসাধক পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে জিহ্বাদ্বারা তালুমূলস্থ ছিদ্রকে আচ্ছাদন করিয়া কুণ্ডলীকে ধ্যান করতঃ বায়ুর সহিত অমৃতধারা পান করিবে। এইরূপ ছয়মাসকাল যোগাভ্যাস করিলে সেই ব্যক্তি মহাকবি হইতে পারে ॥ ৭৩ ॥

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে ॥ ৭৪ ॥

যদি কোন যোগসাধক আপন মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংকাল কুণ্ডলীমুখে বায়ু আগত হইতেছে, এইরূপ ধ্যান করত ঐ বায়ু পান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ক্ষয়রোগ বিনাশ হয় ॥ ৭৪ ॥

অহর্নিশং পিবেদ্‌যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
দূরশ্রুতির্দ্দূরদৃষ্টিস্তথা স্যাদ্দর্শনং খলু ॥ ৭৫ ॥

যে যোগসাধক আপন মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া দিবারাত্রি অতন্দ্রিতভাবে সহস্রারগলিত অমৃতরস পান করে, সেই যোগী দূরদৃষ্টি ও দূরশ্রুতি হইতে পারে ॥ ৭৫ ॥

দন্তৈর্দন্তান্ সমাপীড্য পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
ঊর্দ্ধজিহ্বঃ সুমেধাবী মৃত্যুং জয়তি সোঽচিরাৎ ॥৭৬॥

যদি কোন যোগসাধক দন্তদ্বারা দন্ত আক্রমণ করিয়া জিহ্বাকে ঊর্দ্ধগামিনী করতঃ অল্পে অল্পে প্রাণ বায়ু পান করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সাধক মৃত্যুকে জয় করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে ॥ ৭৬ ॥

ষণ্মাসমাত্রমভ্যাসং যঃ করোতি দিনে দিনে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রোগং নাশয়তে হি সঃ ॥ ৭৭ ॥

পূর্ব্বে যে সকল বায়ুসাধনের প্রণালী উক্ত হইল, ঐ প্রণালী অনুসারে যে ব্যক্তি ছয়মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন যোগসাধন করিতে পারে, সেই যোগী সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে অব্যাহতি পায় ॥ ৭৭ ॥

সম্বৎসরকৃতাভ্যাসাৎ ভৈরবো ভবতি ধ্রুবং।
অণিমাদি গুণান্ লব্ধ্বা জিতভূতগণঃ স্বয়ং ॥ ৭৮ ॥

সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক বৎসরকাল যোগ অভ্যাস করিলে তাহার অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় এবং সে ভূত সকল জয় করিয়া সাক্ষাৎ ভৈরবস্বরূপ হইতে পারে ॥ ৭৮ ॥

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিমৃত্যুজরাদিভিঃ ॥ ৭৯ ॥

যদি কোন সাধক ব্যক্তি আপন রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া ক্ষণার্দ্ধ কাল থাকিতে পারে, তাহা হইলে সেই যোগী ক্ষণকাল মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও জরা হইতে মুক্ত হইতে পারে, এমন কি তাহার মৃত্যুভয়ও থাকে না ॥ ৭৯ ॥

রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড্যমানাং বিচিন্তয়েৎ।
ন তস্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ ৮০ ॥

সাধক যদি আপন রসনাকে প্রাণ বায়ুর সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাকে নিষ্পীড়ন করত চিন্তা করিতে পারে, তাহা হইলে কদাচ সেই সাধকের মৃত্যু ঘটে না। আমার এই বাক্য সত্য জ্ঞান করিবে। কখনও ইহার অন্যথা হয় না ॥ ৮০ ॥

এবমভ্যাসযোগেন কামদেবোঽদ্বিতীয়কঃ।
ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈব মূর্চ্ছা প্রজায়তে ॥ ৮১ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ যোগসাধনের প্রক্রিয়া উক্ত হইল, এই প্রক্রিয়ার প্রণালী অনুসারে যোগাভ্যাস করিলেই সেই সাধক চিরকাল দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় রূপযৌবনসম্পন্ন থাকে। কখনও তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা মূর্চ্ছা হয় না ॥ ৮১ ॥

অনেনৈব বিধানেন যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দচারী চ সর্ব্বাপৎপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যোগসাধন করিতে পারিলে সেই যোগীন্দ্র ব্যক্তি ধরণীমণ্ডলে সর্ব্বপ্রকার আপদ বিহীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে, অর্থাৎ উক্ত যোগী আপন ইচ্ছাবশতঃ সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়, কোনস্থানে যাইতেও তাহার বাধা থাকে না ॥ ৮২ ॥

ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ম্মোদতে স সুরৈরপি।
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যেত হেতদাচরণেন সঃ ॥ ৮৩ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যোগসাধন করিতে পারিলে তাহার আর ইহসংসারে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না, স্বর্গলোকে দেবগণের সহিত সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ করিয়া কালযাপন করিতে পারে, আর এই যোগ… বলে সেই যোগী পুণ্য বা পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ। তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহং। সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বস্তিকং ॥ ৮৪ ॥

শাস্ত্রে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানসাধ্য চতুরশীতিপ্রকার আসন উক্ত আছে, ঐ সকল আসনও আমিই বলিয়াছি, এইক্ষণ সেই সকল আসনের মধ্যে চারিটি আসন আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি। সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন ও স্বস্তিকাসন, এই চতুর্ব্বিধ আসনই শ্রেষ্ঠ এবং এই আসন সকল গ্রহণ করিয়া যোগিগণ কার্য্য করিবে ॥ ৮৪ ॥

যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ। মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা। ঊর্দ্ধে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ। এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কং ॥ ৮৫ ॥

পূর্ব্বে যে আসন চতুষ্টয়ের নামোল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাদিগের লক্ষণ কহিতেছি। প্রথমতঃ সিদ্ধানই বক্তব্য; সাধক যত্নসহকারে এক পাদমূলদ্বারা যোনিদেশকে নিষ্পীড়ন করত অপর পাদমূল শিশ্নোপরি স্থাপনকরিবে। অনন্তর নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে ভ্রূমধ্য নিরীক্ষণ করিবে। বিশেষত আপন শরীর সরল ভাবে রাখিবে। কোন নির্জ্জন স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সমস্ত উদ্বেগশূন্য হইয়া এই আসন করিবে। এই আসন যোগিগণের সিদ্ধি প্রদান করে, অতএব ইহাকে সিদ্ধাসন বলিয়া জানিবে ॥ ৮৫ ॥

যেনাভ্যাসবশাৎ শীঘ্রং যোগনিষ্পত্তিমাপ্নুয়াৎ।
সিদ্ধাসনং সদা সেব্যং পবনাভ্যাসিভিঃ পরং ॥ ৮৬ ॥

উক্ত সিদ্ধাসন অভ্যাস করিলে শীঘ্র যোগী জনের যোগনিষ্পত্তি হয়, অতএব প্রাণায়ামপরায়ণ সাধক সর্ব্বদা এই সিদ্ধাসন অভ্যাস করিবে ॥ ৮৬ ॥

যেন সংসারমুৎসৃজ্য লভ্যতে পরমা গতিঃ। নাতঃপরতরং গুহ্যমাসনে বিদ্যতে ভুবি। যেনানুধ্যানমাত্রেণ যোগী পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৮৭ ॥ ইতি সিদ্ধাসনং ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধাসন অভ্যাস করিতে পারিলে সাধক সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরমা গতি লাভকরিতে পারে, অর্থাৎ সিদ্ধাসনাভ্যাসকারী যোগী মুক্তিপদ লাভকরে। ভূমণ্ডলে নানাপ্রকার আসন বিদ্যমান আছে, কিন্তু এই সিদ্ধাসন হইতে গোপনীয় আসন আর নাই। এই আসনের অনুধ্যানমাত্র যোগী ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা ঊরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ। ঊরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ। নাসাগ্রে বিন্যসেদ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া। উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ। যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ। যথাশক্ত্যেব পশ্চাত্তু রেচয়েদবিরোধতঃ। ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং ॥ ৮৮ ॥

এইক্ষণ পদ্মাসন কথিত হইতেছে। বাম ঊরুর উপরি উত্তান দক্ষিণ চরণ ও উত্তান বাম হস্ত স্থাপন করিয়া দক্ষিণ ঊরুর উপরি উত্তান বাম চরণ ও উত্তান দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিবে এবং সাধক নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা সংযোজিত করিয়া চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নতকরত আপন শক্তিঅনুসারে অল্পে অল্পে বায়ু পূরণ করিবে ও যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া ক্রমশ ঐ বায়ু রেচন করিবে। ইহারই নাম পদ্মাসন, এই আসন অভ্যাস করিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ পায় ॥ ৮৮ ॥

দুর্লভং যেন কেনাপি ধীমতা লভ্যতে পরং ॥ ৮৯ ॥

উক্ত পদ্মাসন সাধারণ মানবের পক্ষে দুর্লভ। যে সে ব্যক্তি এই আসনের অনুষ্ঠান করিতে পারে না, কেবল যাহারা বুদ্ধিমান্ সাধক, তাহারাই এই পরম হিতকর আসনের অনুষ্ঠান করিয়া যথোক্ত ফললাভ করিতে পারে ॥ ৮৯ ॥

অনুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ।
ভবেদভ্যাসনে সম্যক্ সাধকস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥

পূর্ব্বোক্ত পদ্মাসন বন্ধের অনুষ্ঠান করিলে প্রাণবায়ু নাড়ী ছিদ্র মধ্যে সমানভাবে পরিচালিত হইতে পারে। প্রাণায়ামকালে এই আসন করিলে বায়ুর সরল গতি হয়, তাহাতেই সাধকের নিশ্চয় কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥ ৯০ ॥

পদ্মাসনে স্থিতো যোগী প্রাণাপানবিধানতঃ।
পূরয়েৎ স বিমুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥৯১॥
ইতি পদ্মাসনং ॥ ২ ॥

যোগী ব্যক্তি পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে সেই যোগী সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, ইহা নিশ্চয় জানিবে, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না ॥ ৯১ ॥ ইতি পদ্মাসন।

প্রসার্য্য চরণদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতং। স্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ং ধৃত্বা জানূপরি শিরোন্যসেৎ। আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিলদীপনং। দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞকং ॥ ৯২ ॥

অনন্তর উগ্রাসন কথিত হইতেছে। আপন চরণদ্বয় প্রসারিত করিয়া পরস্পর অসংযুক্ত করিয়া রাখিবে এবং উভয় হস্তদ্বারা ঐ উভয় পাদ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া উভয় জানুর উপরি মস্তক স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলেই উগ্রাসন হয়। এই আসনবন্ধের অনুষ্ঠান করিলে সাধকের উদরাগ্নির উদ্দীপন হয় ও দেহের অবসন্নতা দূর হইয়া যায়। এই আসনের নামান্তর পশ্চিমোত্তান। এই আসন উপুড় হইয়া সাধন করিতে হয় বলিয়াই ইহার পশ্চিমোত্তান নাম হইয়াছে ॥ ৯২ ॥

য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ।
বায়ুঃ পশ্চিমমার্গেণ তস্য সঞ্চরতি ধ্রুবং ॥ ৯৩ ॥

যে সাধক প্রতিদিন পূর্ব্বকথিত উগ্রাসন সাধন করে, তাহার দেহগত বায়ু পশ্চিমমার্গে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এই আসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার সাধনে অনেকপ্রকার ফল হয়॥ ৯৩॥

এতদভ্যাসশীলানাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্মাদ্‌যোগী প্রযত্নেন সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ॥ ৯৪॥

পূর্ব্বোক্ত উগ্রাসনবন্ধের অনুষ্ঠান করিলে যোগিদিগের সর্ব্বপ্রকার যোগসিদ্ধি হয়, অতএব যোগী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উগ্রাসন অভ্যাস করিবে॥ ৯৪॥

গোপ্তব্যং সুপ্রযত্নেন ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
যেন শীঘ্রং মরুৎসিদ্ধির্ভবেদ্দুঃখৌঘনাশিনী॥ ৯৫॥

ইতি উগ্রাসনং।

এই উগ্রাসন যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে, সাধারণ ব্যক্তির নিকট এই আসন প্রকাশ করিবে না। এই আসন অভ্যাস করিলে অতি শীঘ্র সম্যক্ প্রকার বায়ুসংযম সিদ্ধি হয়, এবং বায়ুসংযম সিদ্ধি হইলে সেই সাধকের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনাশ পাইয়া থাকে॥ ৯৫॥ ইতি উগ্রাসন।

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥ ৯৬॥

অতঃপর স্বস্তিকাসন কথিত হইতেছে। জানু ও উরুর মধ্যে সম্যক্ প্রকারে পাদতলদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক সমকায় হইয়া সুখে উপবিষ্ট হইবে। ইহাকেই শাস্ত্রকারেরা স্বস্তিকাসন কহেন॥ ৯৬॥

অনেন বিধিনা যোগী মারুতং সাধয়েৎ সুধীঃ।
দেহেন ক্রমতে ব্যাধি স্তস্য বায়ুশ্চ সিদ্ধ্যতি॥ ৯৭॥

যেরূপ স্বস্তিকাসনের বিধি উক্ত হইল, এই বিধানানুসারে আসন-অনুষ্ঠান করিয়া সুধী সাধক প্রাণায়াম সাধন করিবে। এই স্বস্তিকাসনের প্রভাবে সাধকের শরীরে কোনরূপ ব্যাধি থাকিতে পারে না এবং অনায়াসে বায়ুসংযম সিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৯৭॥

সুখাসনমিদং প্রোক্তং সর্ব্বদুঃখপ্রনাশনং।
স্বস্তিকং যোগিভির্গোপ্যং স্বস্থীকরণমুত্তমং॥ ৯৮॥

ইতি স্বস্তিকাসনং।

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগানুষ্ঠানপদ্ধতৌ যোগভ্যাসতত্ত্বকথনে তৃতীয়ঃ পটলঃ॥

পূর্ব্বোক্ত স্বস্তিকাসনকে সুখাসন বলিয়া থাকে। এই আসনবন্ধন অভ্যাস করিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের শান্তি হয় এবং শারীরিক সুস্থতা লাভ হয়, এই নিমিত্ত এই আসনকে সুখাসন বলা যায়। ইহা অতি গোপনীয়, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবে না॥ ৯৮॥ ইতি স্বস্তিকাসন।

চতুর্থঃ পটলঃ।

যোনিমুদ্রা কথনং।

আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে যোনি স্তমাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে॥ ১॥

এই প্রকরণে মুদ্রাবিধি কথিত হইবে, প্রথমত যোনিমুদ্রা কথিত হইতেছে। অগ্রে পূরকাভ্যাসদ্বারা মূলাধারে বায়ুর সহিত মন পূরণ করিবে। গুহ্যদ্বার ও শিশ্ন এই উভয়ের মধ্যগত স্থানকে যোনিমণ্ডল বলে, এই যোনিস্থানকে আকুঞ্চিত করিয়া মুদ্রাবন্ধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে॥ ১॥

ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধুকসন্নিভং। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং। তস্যোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা। তথাপি হিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥ ২॥

বন্ধূকপুষ্পসন্নিভ কোটি সূর্য্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত এবং কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুস্নিগ্ধ ব্রহ্মযোনিগত কামদেবকে ধ্যান করিয়া তাহার ঊর্দ্ধভাগে বহ্নিশিখার ন্যায় চৈতন্যরূপিণী অতিসূক্ষ্ম পরমাশক্তি আছেন, এই শক্তিসমন্বিত পরমাত্মাকে অর্থাৎ শিবশক্তিকে একাত্মভূত চিন্তা করিবে॥ ২॥

গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ। অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণং। শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারাপ্রবর্ষিণং। পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেবং বিশেৎ কুলং॥ ৩॥

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ অবয়ববিশিষ্ট জীব বায়ুর সহযোগে কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মমার্গে গমন করে। যখন ঐ জীব কুণ্ডলিনীর সহিত আধারাদি চক্র ভেদকরিয়া গমনকরে, তখন ঐ সকল চক্র হইতে যে পরমানন্দদায়ক শ্বেতরক্তবর্ণ তেজঃপুঞ্জের ন্যায় অমৃতরস সুধাধারায় প্রবর্ষিত হয়, সেই কুলামৃত দিব্যরস পান করিয়া পুনর্ব্বার যোনিমণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করে॥ ৩॥

পুনরেব কুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নান্যথা।
সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হ্যস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতং॥ ৪॥

প্রাণায়ামের মাত্রাযোগে জীব পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে গমন করে। যে কুণ্ডলিনীর সহযোগে জীব যাতায়াত করে, তাহাকেই মদুক্ত এই তন্ত্রে প্রাণসমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে॥ ৪॥

পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদিশিবাত্মকং। যোনিমুদ্রাপরা হ্যেষা বন্ধস্তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তস্যাস্তু বন্ধমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥ ৫॥

ইতি যোনিমুদ্রা।

পুনর্ব্বার সেই জীব ব্রহ্মযোনিতে গমন করে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া লীন হইয়া থাকে, প্রাণায়ামদ্বারা এইরূপ ভাবনা করিবে।

ইহাকেই যোনিমুদ্রা বলে, এই মুদ্রা সকলমুদ্রার শ্রেষ্ঠ। এইরূপ যোনিমুদ্রাবন্ধন কথিত হইল। যে যোগী যোনিমুদ্রা সাধন করিতে পারে, সে সাধন করিতে না পারে এইরূপ কোন কার্য্যই নাই॥ ৫॥

ছিন্নরূপাস্তু যে মন্ত্রাঃ কীলিতাঃ স্তম্ভিতাশ্চ যে। দগ্ধমন্ত্রাঃ শিখাহীনা মলিনাস্তু তিরস্কৃতাঃ। মন্দা বালা স্তথা বৃদ্ধাঃ প্রৌঢ়া যৌবনগর্ব্বিতাঃ। অরিপক্ষে স্থিতা যে চ নির্ব্বীর্য্যাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ। তথা সত্ত্বেন হীনা যে খণ্ডিতাঃ শতধাঃ কৃতাঃ। বিধানেন তু সংযুক্তাঃ প্রভবন্তি চিরেণ তু। সিদ্ধিমোক্ষপ্রদাঃ সর্ব্বে গুরুণা বিনিযোজিতাঃ। দীক্ষয়িত্বা বিধানেন অভিষিঞ্চ্য সহস্রধা। ততো মন্ত্রাধিকারার্থমেষা মুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৬॥

যে সকল মন্ত্র ছিন্ন, কীলিত, স্তম্ভিত, দগ্ধ, শিখাহীন, মলিন, তিরস্কৃত, মন্দ, বাল, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যৌবনগর্ব্বিত, শত্রুপক্ষস্থিত, নির্ব্বীর্য্য, প্রাণবর্জ্জিত, সত্ত্বরহিত, খণ্ডিত ও শতধাকৃত, উক্ত মন্ত্রসকল বিধিপূর্ব্বক আরাধনা করিলে বহুকালে প্রভাবসম্পন্ন হয়, আর সকল মন্ত্রই গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে সিদ্ধ হইয়া মোক্ষপ্রদান করে। সাধক বিধানক্রমে দীক্ষিত হইয়া সহস্রবার অভিষিক্ত হইবে, অনন্তর মন্ত্রাধিকারার্থ এই যোনিমুদ্রা সাধন করিতে থাকিবে॥ ৬॥

ব্রহ্মহত্যা সহস্রাণি ত্রৈলোক্যমপি ঘাতয়েৎ।
নাসৌ লিপ্যতি পাপেন যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ॥ ৭॥

যে সাধক যোনিমুদ্রা সাধন করে, সেই ব্যক্তি সহস্র ব্রহ্মহত্যা ও ত্রিভুবনের সকল প্রাণী বিনাশ করিয়া থাকিলেও কদাচ পাপে পরিলিপ্ত হয় না॥ ৭॥

গুরুহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
এতৈঃ পাপৈর্নবধ্যেত যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ॥ ৮॥

যে যোগী বিধিপূর্ব্বক যোনিমুদ্রা সাধন করিয়া থাকে, সে যদি গুরুহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণচৌর্য্য ও গুরুপত্নী গমন, এই সকল মহাপাপকর কার্য্য করে, তথাপি সে কখনও পাপে পতিত হয় না॥ ৮॥

তস্মাদভ্যসনং নিত্যং কর্ত্তব্যং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
অভ্যাসাজ্জায়তে সিদ্ধিরভ্যাসান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ৯॥

যোনিমুদ্রার অভ্যাস করিলে সাধকের সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় এবং মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, অতএব মোক্ষলাভে সমুৎসুক যোগিগণ প্রতিনিয়ত যোনিমুদ্রা অভ্যাস করিবে॥ ৯॥

সম্বিদং লভতেঽভ্যাসাৎ যোগাভ্যাসাৎ প্রবর্ত্ততে। মুদ্রাণাং সিদ্ধিরভ্যাসাদভ্যাসাদ্বায়ুসাধনং। কালবঞ্চনমভ্যাসাৎ তথা মৃত্যুঞ্জয়োভবেৎ॥ ১০॥

যদি কোন সাধক উক্ত যোনিমুদ্রা অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার জ্ঞানলাভ হয়, যোনিমুদ্রার অভ্যাসে যোগসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে, এই মুদ্রার অভ্যাসবলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং যোনিমুদ্রার অভ্যাস বলেই সাধক মুক্তিপদ পায়॥ ১০॥

বাক্‌সিদ্ধিকামচারিত্বং ভবেদভ্যাসযোগতঃ। যোনিমুদ্রা পরং গোপ্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ। সর্ব্বথা নৈব দাতব্যা প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥ ১১॥

ইতি যোনিমুদ্রাফলকথনং।

যোনিমুদ্রা অভ্যস্ত হইলে সেই সাধকের বাক্‌সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ যোনিমুদ্রাসাধক ব্যক্তির মুখ হইতে যেরূপ বাক্য নির্গত হয়, তাহাই ঘটিয়া থাকে এবং উক্ত মুদ্রাসাধক আপন ইচ্ছাবশত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। এই যোনিমুদ্রা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অতি গোপনীয় এবং প্রাণান্তেও এই মুদ্রা সাধারণ ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবে না॥ ১১॥ ইতি যোনিমুদ্রা।

অধুনা কথয়িষ্যামি যোগসিদ্ধিকরং পরং।
গোপনীয়ং সুসিদ্ধানাং যোগং পরমদুর্ল্লভং॥ ১২॥

হে পার্ব্বতি! আমি এইক্ষণ যোগসিদ্ধির প্রধান কারণস্বরূপ মুদ্রাযোগ কহিতেছি, এই যোগ যোগিদিগের অতি গোপনীয় বস্তু এবং পরম দুর্ল্লভ॥ ১২॥

সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ॥ ১৩॥

যখন শ্রীগুরুর প্রসাদে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হন, তখন অধারাদি ষট্‌চক্রস্থিত পদ্ম সকল প্রকাশ পায় ও তাহাদিগের গ্রন্থিভেদ হয়॥ ১৩॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরং।
ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ॥ ১৪॥

কুণ্ডলী জাগরিতা হইলেই আত্মার জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মমুখে প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী কুণ্ডলীশক্তির প্রবোধার্থ মুদ্রাযোগ অভ্যাস করিবে॥ ১৪॥

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী। জালন্ধরো মূলবন্ধো বিপরীতকৃতি স্তথা। উড্ডানঞ্চৈব বজ্রোণী দশমং শক্তিচালনং। ইদং হি মুদ্রাদশকং মুদ্রাণামুত্তমোত্তমং॥ ১৫॥

মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরীতকরণ, উড্ডান, বজ্রোণী ও শক্তিচালন, এই দশবিধ মুদ্রা, শাস্ত্রে উক্ত আছে। যতপ্রকার মুদ্রা কথিত আছে, তাহাদিগের মধ্যে এই দশ মুদ্রাই প্রধান জানিবে॥ ১৫॥

মহামুদ্রাং প্রবক্ষ্যামি তন্ত্রেঽস্মিন্ মম বল্লভে।
যাং প্রাপ্য সিদ্ধাঃ সংসিদ্ধিং কপিলাদ্যাঃ পুরাগতাঃ॥ ১৬॥

হে প্রাণবল্লভে! পার্ব্বতি! সম্প্রতি এই তন্ত্রে আমি তোমার নিকট

মহামুদ্রা বলিতেছি। কপিলাদি পুরাতন যোগিগণ এই মহামুদ্রা সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন॥ ১৬॥

অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরং। গুরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ়ান্তরালগাং। সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ। নবদ্বারাণি সংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি। চিত্তং চিত্তপথে দত্ত্বা প্রভবেদ্বায়ুসাধনং। মহামুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গেনাভ্যসেৎ পুনঃ। প্রাণায়ামসমং কৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ॥ ১৭॥

ইতি মহামুদ্রাবন্ধঃ।

গুরুর উপদেশানুসারে বাম পদদ্বারা যোনিমণ্ডল অর্থাৎ গুহ্যদেশ ও শিশ্ন এই উভয়ের মধ্যভাগ সংপীড়ন করত দক্ষিণপাদ প্রসারিত করিয়া তাহা উভয় হস্তদ্বারা ধারণ করিবে এবং শরীরস্থ নবদ্বার সংযত করিয়া হৃদয়ের উপরি চিবুক স্থাপন করিতে হইবে। অনন্তর চিত্তকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া পূরণ, কুম্ভক ও রেচকরূপ প্রাণায়ামদ্বারা বায়ুধারণ অভ্যাস করিবে। ইহারই নাম মহামুদ্রা। এই মহামুদ্রা সমস্ত তন্ত্রেই গোপনীয় আছে। প্রথমত বামাঙ্গে এই মহামুদ্রাসাধন অভ্যাস করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিবে। উভয়াঙ্গে সাধন করিলেই যোগীব্যক্তি নিয়তচিত্ত হইয়া আপন শক্তি অনুসারে সমান নিয়মে প্রাণায়াম করিতে পারিবে॥ ১৭॥

অনেন বিধিনা যোগী মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি। সর্ব্বেষামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুধারণং। জীবনস্তু কষায়স্য পাতকানাং বিনাশনং। সর্ব্বরোগোপশমনং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং। বপুষঃ কান্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনং। বাঞ্ছিতার্থফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণং। এতদুক্তানি সর্ব্বাণি যোগারূঢ়স্য যোগিনঃ। ভবেদভ্যাসতোঽবশ্যং নাত্রকার্য্যা বিচারণাঃ॥ ১৮॥

পূর্ব্বে যেরূপ মহামুদ্রাসাধনের প্রণালী উক্ত হইল, ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিয়তরূপে মহামুদ্রা অভ্যাসকরিলে মন্দভাগ্য যোগীও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। আর উক্ত মহামুদ্রার সাধন করিলে শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর পরিচালন হয়, নাড়ী সকল পরিচালিত হইলেই সাধকের শুক্রধারণে ক্ষমতা জন্মে, শুক্রধারণে সক্ষম হইলেই সেই ব্যক্তি আপন জীবন আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে, তখন তাহার সকল পাপের বিনাশ হয়, সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি হইয়া থাকে, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায়, শরীরে বিমলকান্তি প্রকাশ পায়, জরামৃত্যু বিনষ্ট হয়, অভিলষিত ফললাভ হইতে পারে, সর্ব্বপ্রকার সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয় সকল পরাজিত হয়, মহামুদ্রা সাধনরূপ যোগাভ্যাসে উক্ত ফলসকল অবশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন বিচার বা সন্দেহ নাই॥ ১৮॥

গোপনীয়া প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে।
যান্তু প্রাপ্য ভবাম্ভোধেঃ পারং গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥১৯॥

হে দেবারাধ্যে পার্ব্বতি! এই মহামুদ্রা অতিযত্নে গোপন করিয়া রাখিবে। যোগিগণ এই মহামুদ্রা সাধন করিলে সংসারসাগরের পারে গমন করিতে পারে॥ ১৯॥

মুদ্রাকামদুঘা হ্যেষা সাধকানাং ময়োদিতা।
গুপ্তাচারেণ কর্ত্তব্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ॥ ২০॥

ইতি মহামুদ্রা ফলকথনং।

হে পার্ব্বতি! আমি যে মহামুদ্রা কহিলাম, ইহা সাধকদিগের কামধেনুস্বরূপ। যোগিগণ এই মহামুদ্রা অভ্যাসকরিয়া যাহা কামনা করেন, মহামুদ্রা তাহাই সাধককে প্রদান করিয়া থাকে। সাধকগণ অতি গোপনে এই মহামুদ্রা অভ্যাস করিবে, সাধারণ লোকের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না॥ ২০॥

ততঃ প্রসারিতঃ পাদোবিন্যস্য তমূরূপরি। গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূর্দ্ধগং। যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখং। বন্ধয়েদুদরেঽত্যর্থং প্রাণাপানাদ্বয়ং সুধীঃ। কথিতোঽয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ। নাড়ীজালাদ্রসব্যূহো মূর্দ্ধানং যাতি যোগিনঃ। উভাভ্যাং সাধয়েৎ পদ্ভ্যামেকৈকং সুপ্রযত্নতঃ॥ ২১॥

ইতি মহাবন্ধঃ।

অতঃ পর মহাবন্ধ কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ দক্ষিণপাদ প্রসারিত করিয়া তাহা বাম উরুর উপরি স্থাপন করিবে, অনন্তর গুহ্যদেশ ও যোনিদেশকে আকুঞ্চিত করিয়া ঊর্দ্ধগত অপানবায়ুকে নাভিস্থিত সমানবায়ুর সহিত সংযুক্ত করত হৃদয়স্থ অধোমুখ প্রাণবায়ুকে ঐ সংযুক্ত বায়ুদ্বয়ের সহিত কুম্ভকদ্বারা উদরমধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহারই নাম মহাবন্ধ। সাধকদিগের সর্ব্ববিধ সিদ্ধির পথপ্রদর্শক এই মহাবন্ধ সাধন করিলে যোগিগণের শারীরিক নাড়ীর রস মস্তকাভিমুখে গমন করে, তাহা হইলেই সাধকের দেহ অতি দৃঢ় হইতে পারে। যেমন মহামুদ্রা সাধনকালে প্রথমে দক্ষিণপাদে অভ্যাস করিয়া ক্রমত বামপাদে ঐ মুদ্রা সাধন করিতে হয়, সেইরূপ এই মহাবন্ধসাধনেও ক্রমত উভয়পাদে সাধন করিতে হইবে॥ ২১॥

ভবেদভ্যাসতো বায়ুঃ সুষুম্নামধ্যসঙ্গতঃ। অনেন বপুষঃ পুষ্টির্দৃঢ়বন্ধোঽস্থিপঞ্জরে। সংপূর্ণ হৃদয়োযোগী ভবত্যেতানি যোগিনঃ। বন্ধেনানেন যোগীন্দ্রঃ সাধয়েৎ সর্ব্বমীপ্সিতং॥ ২২॥

ইতি মহাবন্ধমুদ্রাভ্যাসফলকথনং।

উক্ত মহাবন্ধের অনুষ্ঠান করিলে শারীরিক বায়ু সুষুম্নাচ্ছিদ্রমধ্যে গমন করিতে পারে, তাহাতে সাধকের শরীরে পুষ্টি এবং অস্থিপঞ্জরের বন্ধনগুলি সুদৃঢ় হয়। আর তাহার মন সর্ব্বপ্রকার আনন্দপূর্ণ হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। এই মহাবন্ধপ্রভাবে উক্তপ্রকার ফললাভ হয়, আর যোগী আপন অভিলাষানুসারে সমস্ত সুখলাভ করিতে পারে॥ ২২॥ ইতি মহাবন্ধ।

কুম্ভকদ্বারা বায়ু রোধ করিয়া এই মুদ্রা সাধন করিতে হয়॥ ৪৫॥ ইতি বিপরীতকরণী মুদ্রা।

এতদ্‌যঃ কুরুতে নিত্যমভ্যাসং যামমাত্রকং।
মৃত্যুং জয়তি যোগী স প্রলয়ে নাপি সীদতি॥ ৪৬॥

উক্ত বিপরীতকরণী মুদ্রা যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক প্রহর কাল করিয়া অভ্যাস করিতে পারে, তাহার নিকট মৃত্যু পরাজিত হয়, মহাপ্রলয় কালেও তাহার মৃত্যু হইতে পারে না। ॥ ৪৬॥

কুরুতেঽমৃতপানং যঃ সিদ্ধানাং সমতামিয়াৎ।
স সিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ॥ ৪৭॥
ইতি বিপরীতকরণী মুদ্রায়াঃ ফলকথনং।

যে সাধক সহস্রারবিগলিত, অমৃত পান করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সিদ্ধগণের তুল্য হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি উক্ত মুদ্রা বন্ধন করে, সেই যোগী সর্ব্বলোকে খ্যাতিলাভ করে॥ ৪৭॥

নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ। উড্ডানো বন্ধ এষস্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ। উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ। উড্ডাননামা বন্ধোঽয়ং মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥ ৪৮॥

ইতি উড্ডানবন্ধঃ।

অতঃপর উড্ডানবন্ধ কথিত হইতেছে, নাভির ঊর্দ্ধ ও অধোভাগস্থিত নাড়ী সকলকে একভাবে আকুঞ্চিত করিবে। অর্থাৎ নাভির অধঃস্থিত নাড়ী সকলকে কুম্ভকদ্বারা নাভির ঊর্দ্ধভাগে উত্তোলন করিবে। ইহার নাম উড্ডানবন্ধ, এই বন্ধ সাধকগণের সকল দুঃখ বিনাশ করে। উদরের অধোভাগস্থিত নাড়ী প্রভৃতির ঊর্দ্ধীকরণের নাম উড্ডানবন্ধ, এই বন্ধ সাধকের মৃত্যুরূপ হস্তীর পক্ষে সিংহস্বরূপ, অর্থাৎ যেমন সিংহদর্শনে হস্তী পলায়ন করে, সেইরূপ উড্ডানবন্ধ মানুষের মৃত্যু বিনাশ করে॥ ৪৮॥

নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে।
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃ স্যাদ্‌যেন শুদ্ধোভবেন্মরুৎ॥৪৯॥

যদি কোন যোগী প্রতিদিন চারিবার করিয়া এই উড্ডানবন্ধের অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সাধকের নাভি শুদ্ধি হয় এবং নাভির পরিশুদ্ধি হইলেই শরীরস্থ বায়ুও শুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৪৯॥

ষণ্মাসমভ্যসন্‌ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং।
তস্যোদরাগ্নির্জ্জ্বলতি রসবৃদ্ধিস্তু জায়তে॥ ৫০॥

কোন সাধক যদি ছয়মাসপর্য্যন্ত উক্ত নিয়মে উড্ডানবন্ধের অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহা হইলে আর সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয় না এবং এই বন্ধের অনুষ্ঠানে উদরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, তাহা হইলেই ভুক্তদ্রব্য সকলের উত্তমরূপ পরিপাক হইতে পারে, তাহাতেই শারীরিক পুষ্টি বৃদ্ধিপায়॥৫০॥

অনেন সুতরাং সিদ্ধির্ব্বিগ্রহস্য প্রজায়তে।
রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবং॥ ৫১॥

পূর্ব্বে যেরূপ উড্ডানবন্ধের ফল উক্ত হইল, ইহাতে জানা যায় যে, উক্ত বন্ধের অনুষ্ঠান করিলে শরীর সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধ হয়. অর্থাৎ শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রোগাদি ক্ষয় পায় এবং শরীর আপনবশে থাকিতে পারে॥৫১॥

গুরোর্লব্ধ্বা তু যত্নেন সাধয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
নির্জ্জনে সুস্থিতে দেশে বন্ধং পরমদুর্ল্লভং॥ ৫২॥
ইতি উড্ডানস্য ফলকথনং।

সাধক গুরুর উপদেশ লইয়া অতিশয় যত্ন সহকারে নির্জন স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক এই পরম দুর্লভ বন্ধ সাধন করিবে॥ ৫২॥ ইতি উড্ডান বন্ধ।

বজ্রোণীং কথয়িষ্যামি সংসারধ্বান্তনাশিনীং।
স্বভক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমামপি॥ ৫৩॥

অনন্তর বজ্রোণীমুদ্রা কথিত হইতেছে। মহাদেব কহিতেছেন, হে পার্ব্বতি! আমি ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া অতি গুহ্যতম বজ্রোণীমুদ্রা সংক্ষেপে বলিব। এই মুদ্রা সংসারে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৫৩॥

স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানোপি যোগোক্তনিয়মৈর্ব্বিনা।
মুক্তোভবেদ্‌গৃহস্থোঽপি বজ্রোণ্যভ্যাসযোগতঃ॥ ৫৪॥

যদি কোন সাধক বজ্রোণীমুদ্রার অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ স্বেচ্ছাচারী হইয়া যোগশাস্ত্রোক্ত কোন নিয়ম পালন না করিলেও মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ৫৪॥

বজ্রোণ্যভ্যাসযোগোঽয়ং ভোগযুক্তোঽপি মুক্তিদঃ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যো যোগিভিঃ সদা॥ ৫৫॥

যাহারা সাংসারিক সুখভোগে অনুরক্ত আছে, তাহারাও যদি বজ্রোণীমুদ্রার সাধন করে, তাহা হইলেই মুক্ত হইতে পারে, অতএব যোগিগণ অতি যত্নসহকারে অবশ্য এই বজ্রোণীমুদ্রার অনুষ্ঠান করিবে॥ ৫৫॥

আদৌ রজঃ স্ত্রিয়োযোন্যা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ। আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ। স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বন্ধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ। দৈবাচ্চলতি চেদূর্দ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া। বামভাগেঽপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ। ক্ষণমাত্রং যোনিতো যঃ পুমাংশ্চালনমাচরেৎ। গুরূপদেশতো যোগী হুংহুঙ্কারেণ যোনিতঃ। অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ॥ ৫৬॥

অনেন বিধিনা যোগী ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গব্যভুক্‌ কুরুতে যোগী গুরুপাদাজপূজকঃ॥ ৫৭॥

যেরূপ বজ্রোণীমুদ্রা সাধনের বিধি পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, ঐ বিধি অনুসারে শীঘ্র যোগসিদ্ধির নিমিত্ত গব্যভোজী হইয়া গুরুসেবাতৎপর সাধক বজ্রোণীমুদ্রার সাধন করিবে। কিন্তু কুম্ভকাভ্যাস বিস্মৃত হইবে না, যে সকল যোগ উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল যোগেই কুম্ভকের আবশ্যকতা আছে, অতএব এই বজ্রোণীমুদ্রা সাধনেও কুম্ভক করিতে হইবে॥ ৫৭॥

বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়স্তথা।
উভয়োর্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ ॥ ৫৮ ॥

বিন্দু চন্দ্রময় এবং রজঃ সূর্য্যময়, যোগিগণ সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক আত্ম-শরীরে বিন্দু ও রজঃ এই উভয়ের মেলন করিবে। তন্ত্রান্তরে ইহাকে শিবশক্তির সম্মিলন রাহুগ্রহণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

অহং বিন্দূরজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনাবস্থা ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা ॥ ৫৯ ॥

আমি বিন্দুরূপী এবং শক্তি রজোরূপী, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যখন উক্ত উভয়ের মিলন করিতে পারে, তখনই যোগিদিগের সাধনাবস্থা হয়, তাহা হইলেই সেই সাধকের দেবতুল্য শরীর হইয়া থাকে। অর্থাৎ "প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্মই আমি" সাধকের এইরূপ জ্ঞান হইলে মোক্ষলাভ হইতে পারে ॥ ৫৯ ॥

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণং ॥ ৬০ ॥

বিন্দুপাত হইলেই প্রাণিবর্গের মরণ হয় এবং বিন্দুধারণেই প্রাণিগণ জীবনধারণ করিতে পারে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সকলেই বিন্দু ধারণ করিবে। অর্থাৎ যাহাতে বিন্দুপাত হইতে না পারে, এইরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ৬০ ॥

জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ ॥ ৬১ ॥

বিন্দুদ্বারাই জীবের উৎপত্তি হয়, এবং বিন্দুদ্বারাই প্রাণিবর্গের মরণ হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়রূপে জানিয়া যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা বিন্দুধারণে যত্নবান্ হইবে ॥ ৬১ ॥

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশী ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

যে ব্যক্তির বিন্দুধারণ করিবার ক্ষমতা হইয়াছে, এই ভূতলে তাহার কোন কার্য্যই অসাধ্য থাকে না। হে পার্ব্বতি! বিন্দুধারণপ্রভাবেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার এইরূপ মহিমা হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

বিন্দুঃ করোতি সর্ব্বেষাং সুখং দুঃখঞ্চ সংস্থিতঃ। সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাং। অয়ং শুভ-করো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ ॥ ৬৩ ॥

জরামরণশালী, অজ্ঞানান্ধ সংসারী জীবের পক্ষে বিন্দুই সুখ ও দুঃখের কারণ, অর্থাৎ বিন্দুধারণেই সুখ এবং বিন্দু নাশেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। উক্ত বজ্রোলিনামক যোগ যোগিদিগের পক্ষে সর্ব্বদা শুভদায়ক, কারণ, উক্ত যোগাভ্যাস করিলেই সাধকের বিন্দুধারণে শক্তি জন্মে, অত-এব ইহা সর্ব্বোত্তম যোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৬৩ ॥

অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগযুক্তোঽপি মানবঃ।
স কালে সাধিতার্থোঽপি সিদ্ধো ভবতি ভূতলে ॥ ৬৪ ॥

মানবগণ সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক বিষয়ে ভোগযুক্ত হইলেও উক্ত বজ্রোলি মুদ্রার অভ্যাস বলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, আর সেই যোগী এই সাধনবলে ভূতলে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

ভুক্ত্বা ভোগানশেষান্ বৈ যোগেনানেন নিশ্চিতং।
অনেন সকলা সিদ্ধির্যোগিনাং ভবতি ধ্রুবং ॥ ৬৫ ॥

উক্ত বজ্রোলিমুদ্রার সাধন করিলে সংসারে নানাবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া সুখী হইতে পারে, আর উক্ত যোগের সাধনবলে মানব-গণের সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না ॥ ৬৫ ॥

সুখভোগেন মহতা তস্মাদেনং সমভ্যসেৎ ॥ ৬৬ ॥

বজ্রোলিযোগ অভ্যাস করিলে সাধক মহাসুখভোগসম্পন্ন হইতে পারে, এই নিমিত্ত যোগিগণ সর্ব্বদা উক্ত যোগের অভ্যাস করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

সহজোল্যমরোলী চ বজ্রোল্যা ভেদতো ভবেৎ।
যেন কেন প্রকারেণ বিন্দুং যোগী প্রধারয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

সহযোনি ও অমরোলি নামে অপর দুইটি মুদ্রা আছে, ঐ দুই মুদ্রাও বজ্রোলিমুদ্রার প্রকার ভেদ মাত্র, এই দুই মুদ্রা সাধন করিলেও বিন্দু ধারণের শক্তি জন্মে। যে কোন প্রকারেই হউক, বিন্দুধারণ করাই যোগিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব সহযোনী ও অমরোলীমুদ্রা অভ্যাস করিয়া বিন্দুধারণ অভ্যাস করিবে ॥ ৬৭ ॥

দৈবাচ্চলতি চেদ্বেগে মেলনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অমরোলীরিয়ং প্রোক্তো লিঙ্গনালেন শোষয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

যদি বজ্রোলিমুদ্রা সাধনকালে দৈবাৎ বেগবশতঃ বিন্দু পরিচালিত হয়, তাহা হইলে লিঙ্গনালদ্বারা সেই রজোবিন্দু শোষণ করিয়া শুক্র ও শোণিত একত্র মিশ্রিত করিবে, ইহাই অমরোলিমুদ্রানামে তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥

গতং বিন্দুং স্বকং যোগী বন্ধয়েৎ যোনিমুদ্রয়া।
সহজোলিরিয়ং প্রোক্তা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৬৯ ॥

যোগী পুরুষ স্বকীয় গলিত বিন্দুকে যোনি মুদ্রার সাধনদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিবে, ইহাকে সহযোনি মুদ্রা বলে। এই মুদ্রা সকল তন্ত্রেই গোপিত আছে ॥ ৬৯ ॥

সংজ্ঞাভেদাদ্ভবেদ্ভেদঃ কার্য্যং তুল্যগতির্যদি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধ্যতে যোগিভিঃ সদা ॥ ৭০ ॥

যদিও অমরোলি ও সহযোনি এই দুই মুদ্রার কার্য্য একরূপ হউক তথাপি নামভেদেই উক্ত দুই মুদ্রার ভেদ স্বীকার আছে। যোগিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে উক্ত মুদ্রাদ্বয় অবশ্য সাধন করিবে ॥ ৭০ ॥

অয়ং যোগো ময়া প্রোক্তো ভক্তানাং স্নেহতঃ প্রিয়ে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন দেয়ো যস্য কস্যচিৎ ॥ ৭১ ॥

হে প্রিয়ে! আমি ভক্তগণের স্নেহের বশীভূত হইয়া উক্ত মুদ্রা সাধন-রূপ যোগ বলিলাম, এই যোগ সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখিবে, সাধারণ লোকের নিকট এই যোগ প্রকাশ করিবে না ॥ ৭১ ॥

এতদ্‌গুহ্যতমং গুহ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন গোপনীয়ং সদা বুধৈঃ॥ ৭২॥

দেবি! আমি যে সকল যোগ কহিলাম, ইহা অতি গোপনীয়। এইরূপ যোগ কখন হয় নাই কিম্বা হইবে না। অতএব পণ্ডিতগণ এই যোগ অতি গোপনে রাখিবে, কদাচ ইহা প্রকাশ করিবে না॥ ৭২॥

স্বমূত্রোৎসর্গকালে যো বলাদাকৃষ্য বায়ুনা। স্তোকং স্তোকং ত্যজেন্মূত্রমূর্দ্ধমাকৃষ্য তৎপুনঃ। গুরূপদিষ্টমার্গেণ প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ। বিন্দুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধিপ্রদায়িকা॥ ৭৩॥

যে ব্যক্তি আপনার মূত্র ত্যাগকালে বলপূর্ব্বক বায়ুদ্বারা সেই মূত্রবেগ রোধকরতঃ অল্পে অল্পে মূত্র ত্যাগ করিতে পারে এবং গুরুর উপদেশানুসারে ঐ সকল মূত্র আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে, তাহারই বিন্দু সিদ্ধি হইয়াছে, জানা যায়। প্রতিদিন এইরূপ সিদ্ধযোগ অভ্যাস করিলে তাহার সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়॥ ৭৩॥

যথা সমভ্যসেদ্‌যো বৈ প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া। শতাঙ্গনোপভোগেঽপি তস্য বিন্দুর্ন নশ্যতি। সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি পার্ব্বতি। ঈশত্বং যৎপ্রসাদেন মমাপি দুর্ল্লভো ভবেৎ॥ ৭৪-৭৫॥

ইতি বজ্রোণীবন্ধস্য ফলকথনং।

যে সাধক গুরুর শিক্ষানুসারে যথাবিধি প্রতিদিন পূর্ব্বোক্ত যোগানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, শত শত অঙ্গনা সম্ভোগেও তাহার বিন্দুপাত হয় না। হে পার্ব্বতি! যিনি যত্নসহকারে বিন্দুসিদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, এই ভূতলে তাহার কোন কার্য্যই অসিদ্ধ থাকে না। আর এই বিন্দুসিদ্ধিপ্রসাদেই দুর্ল্লভ ঈশ্বরত্ব লাভ হইয়া থাকে॥ ৭৪—৭৫॥
ইতি বজ্রোণী মুদ্রা।

আধারকমলে সুপ্তাং চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াং। অপানবায়ুমারুহ্য বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্। শক্তিচালনমুদ্রেয়ং সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী॥ ৭৬॥

ইতি শক্তিচালনমুদ্রা।

অনন্তর শক্তিচালন মুদ্রা কথিত হইতেছে। মূলাধারপদ্মে কুণ্ডলিনী-শক্তি প্রসুপ্তা আছেন, বুদ্ধিমান্ সাধক সেই শক্তিকে অপানবায়ুতে আরোহণ করাইয়া বলপ্রয়োগপূর্ব্বক আকর্ষণ করত চালনা করিবে, ইহারই নাম শক্তিচালনমুদ্রা, এই মুদ্রা সাধকের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রদান করিয়া থাকে, অর্থাৎ উক্ত মুদ্রার সাধনবলে সাধকের সর্ব্বকার্য্য সাধনে শক্তি জন্মে॥ ৭৬॥ ইতি শক্তিচালনমুদ্রা।

শক্তিচালনমেবং হি প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনং॥ ৭৭॥

যে সাধক প্রতিদিন পূর্ব্বোক্তপ্রকার শক্তিচালন অভ্যাস করিতে পারে, তাহার সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ পায় এবং আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৭৭॥

বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয়মূর্দ্ধে ভবেৎ খলু।
তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা॥ ৭৮॥

সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে পরিচালিত করিলে তিনি নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পরমশিবের অন্বেষণার্থ উর্দ্ধে গমন করেন, অতএব যোগী ব্যক্তির সিদ্ধিকামনা থাকিলে তিনি এই শক্তিচালনযোগ অভ্যাস করিবেন॥ ৭৮॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং শক্তিচালনমুত্তমং। যেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাদণিমাদিগুণপ্রদা। গুরূপদেশবিধিনা তস্য মৃত্যুভয়ং কুতঃ॥ ৭৯॥

যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশানুসারে সর্ব্বযোগোত্তম শক্তিচালনযোগ প্রতিদিন অভ্যাস করেন, তাঁহার শরীর সর্ব্বদা সিদ্ধ থাকে, তাঁহার অণিমাদি গুণ লাভ হয়, কদাচ মৃত্যুভয় থাকে না, অর্থাৎ সে অমর হইয়া চিরকাল থাকিতে পারে॥ ৭৯॥

মুহূর্ত্তদ্বয়পর্য্যন্তং বিধিনা শক্তিচালনং। যঃ করোতি প্রযত্নেন তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ। যুক্তাসনেন কর্ত্তব্যং যোগিভিঃ শক্তিচালনং॥ ৮০॥

যে ব্যক্তি যত্নসহকারে দুই মুহূর্ত্তকালপর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক উক্ত শক্তিচালনযোগ অভ্যাস করে, তাহার শীঘ্র সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। পূর্ব্বে আসনসিদ্ধ হইয়া এই শক্তিচানযোগ অভ্যাস করিবে॥ ৮০॥

এতত্তু মুদ্রাদশকং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। একৈকাভ্যাসনে সিদ্ধিঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা॥ ৮১॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে মুদ্রাকথনে চতুর্থঃ পটলঃ।

এই দশবিধ মুদ্রা কথিত হইল, এইরূপ যোগ কখনও প্রকাশ হয় নাই এবং পরেও প্রকাশ হইবে না, এই সকল মুদ্রার মধ্যে একটি মুদ্রা অভ্যাস করিলেই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, ইহার অন্যথা হয় না॥ ৮১॥
ইতি শক্তিচালন।

ইতি চতুর্থ পটল।

পঞ্চমপটলারম্ভঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ব্রূহি মে বাক্যমীশান পরমার্থধিয়ং প্রতি।
যে বিঘ্নাঃ সন্তি চেদ্দেব বদ মে প্রিয়শঙ্কর॥ ১॥

পার্ব্বতী মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে ঈশানদেব! তুমি সকলের মঙ্গলসাধন কর, এইক্ষণ পরমার্থবুদ্ধি ভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া যোগসাধনে যে সকল বিঘ্ন আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল॥ ১॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা বিঘ্নাঃ স্থিতাঃ সদা।
মুক্তিং প্রতি নরাণাঞ্চ ভোগঃ পরমবন্ধনঃ ॥ ২ ॥

মহাদেব পার্ব্বতীর বাক্য শুনিয়া কহিতেছেন, হে দেবি! যে সকল কার্য্য যোগসিদ্ধির প্রতিবন্ধক, সেই সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ ভোগই মনুষ্যগণের মুক্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ, অর্থাৎ যাহাদিগের ভোগবাসনা আছে, তাহারা কদাচ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কোন পুরুষ মুক্তিলাভে সমুৎসুক হইলেও ঐ ভোগবাসনাই তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখে ॥ ২ ॥

নারী শয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্য বিড়ম্বনং। তাম্বূলভক্ষ্যযানানি রাজ্যৈশ্বর্য্যবিভূতয়ঃ। হেমং রূপ্যং তথা তাম্রং রত্নঞ্চাগুরুধেনবঃ। পাণ্ডিত্যং বেদশাস্ত্রাণি নৃত্যং গীতং বিভূষণং। বংশী বীণা মৃদঙ্গাশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ববাহনং। দারাপত্যানি বিষয়া বিঘ্না এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ। ভোগরূপা ইমে বিঘ্না ধর্ম্মরূপানিমান্ শৃণু ॥ ৩ ॥

উত্তমা স্ত্রী, অপূর্ব্ব শয্যা, বিচিত্র আসন, মনোহর বস্ত্র ও বিপুল ধন, এই সকল লোকের বিড়ম্বনামাত্র। অজ্ঞানী মানবগণ স্ত্রী প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, পরমার্থতত্ত্ব সাধনে অবকাশ পায় না। আর তাম্বূলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য, রথশকটাদি রাজসম্পত্তি, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রত্ন ও অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, এই সকল বিলাসোপকরণসামগ্রী, নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, বেদশাস্ত্র, নৃত্য, গীত, বিভূষণ, বাঁশী, বীণা, মৃদঙ্গ, গজাশ্বাদিবাহন ও দারাপত্যাদি বিষয় এই সকলই যোগসিদ্ধির বিঘ্ন। যাহারা উক্ত তাম্বূলাদিভোগে নিরত থাকে, কদাচ তাহাদিগের যোগসিদ্ধি হইতে পারে না। হে দেবি! অতঃপর যে সকল ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

স্নানং পূজা তিথির্হোমঃ তথা মোক্ষময়ী স্থিতিঃ। ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধ্যেয়ং ধ্যানং তথা মন্ত্রদানং খ্যাতির্দ্দিশাসু চ। বাপীকূপতড়াগাদি-প্রাসাদারামকল্পনা। যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং তীর্থানি বিষয়াণি চ। দৃশ্যন্তে চ ইমা বিঘ্না ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ ॥ ৪ ॥

ইতি ধর্ম্মরূপযোগবিঘ্নকথনং।

কতকগুলি ধর্ম্মকর্ম্মও যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মায়, তাহা এইস্থলে বলিতেছি। স্নান, দেবার্চ্চন, তিথিবিহিত ক্রিয়া, হোম, অন্যান্য মোক্ষসাধন কর্ম্ম, ব্রত, উপবাস, নিয়ম, মৌনব্রত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, কোন দেবতাদির ধ্যান, মন্ত্রপ্রদান, খ্যাতি, কীর্ত্তি ও যশোলাভে অভিলাষ, বাপী, কূপ, প্রাসাদ ও উদ্যানাদি নির্ম্মাণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্রব্রত, তীর্থসেবা ও বিষয়ানুরাগ, এই সকল কার্য্য যোগসিদ্ধির বিঘ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব যোগাভ্যাসকালে এই সকল কার্য্য করিবে না। উক্ত কার্য্য সকল চিত্তশুদ্ধির কারণ, সুতরাং যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হয়, তাবৎ উক্ত কার্য্য সকল করিবে, কিন্তু যখন চিত্তশুদ্ধি হইলে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিবে, তখন আর ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই ॥ ৪ ॥

যত্তু বিঘ্নং ভবেজ্জ্ঞানং কথয়ামি বরাননে। গোমুখোদ্বাসনং কৃত্বা ধৌতী প্রক্ষালনং বসেৎ। নাড়ীসঞ্চারবিজ্ঞানং প্রত্যাহারবিবোধনং। কুক্ষিসঞ্চালনং ক্ষিপ্রং প্রবেশ ইন্দ্রিয়াধ্বনা। নাড়ীকর্ম্মাণি কল্যাণি ভোজনং শ্রূয়তাং মম ॥ ৫ ॥

জ্ঞানসাধন কর্ম্মও যোগাভ্যাসের বিঘ্ন হইয়া থাকে, অতএব যোগাভ্যাসকালে সেই সকল ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। জ্ঞানসাধনে যে সকল ক্রিয়া যোগাভ্যাসের বিঘ্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় এইস্থলে বলিতেছি, শ্রবণ কর। জপকালে গোমুখাকৃতি বস্ত্রদ্বারা হস্ত আবরণ করিয়া জপ করিতে হয়, এইরূপ জপ না করিয়া একেবারে ধৌতিযোগদ্বারা অন্তঃপ্রক্ষালনার্থ উপবেশন করা, কিরূপে নাড়ী সকল সঞ্চালিত হয়, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান, বিবিধ শাস্ত্রবিচার, প্রত্যাহারের উপায় নির্দ্ধারণ, চৈতন্যের উদ্দীপনার্থ কুণ্ডলিনীর প্রবোধচেষ্টা, উদরসঞ্চালন, শীঘ্র ইন্দ্রিপথে প্রবেশের উপায়ানুসন্ধান, নাড়ীবিশুদ্ধির কারণনির্ণয় ও পথ্যাপথ্যবিচার ॥ ৫ ॥

নবং ধাতুরসং ছিন্দি শুণ্ঠিকাস্তাড়য়েৎ পুনঃ।
এককালং সমাধিঃ স্যাল্লিঙ্গভূতমিদং শৃণু ॥ ৬ ॥

নূতন সরস বস্ত্র পরিগ্রহ এবং শুণ্ঠীচূর্ণ ভক্ষণ করিলে এককালে সমাধি উপস্থিত হয়, সুতরাং ঐ সকলই সমাধির কারণ বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

সঙ্গমং গচ্ছ সাধূনাং সঙ্কোচং ভজ দুর্জ্জনাৎ।
প্রবেশনির্গমে বায়োর্গুরুলক্ষ বিলোকয়েৎ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বদা সাধুসমাগমের চেষ্টা করা, দুর্জ্জনের সংসর্গ পরিত্যাগের উপায় নির্ণয়ার্থ ব্যগ্রতা প্রকাশ এবং শ্বাসের প্রবেশ ও নির্গমকালে গুরু লঘুর সংখ্যাকরণার্থ অবলোকন এই সকলও যোগসিদ্ধির কারণ ॥ ৭ ॥

পিণ্ডস্থং রূপসংস্থঞ্চ রূপস্থং রূপবর্জ্জিতম্। ব্রহ্মৈতস্মিন্মতাবস্থা হৃদয়ঞ্চ প্রশাম্যতি। ইত্যেতে কথিতা বিঘ্না জ্ঞানরূপে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৮ ॥

ইতি জ্ঞানরূপবিঘ্নকথনং।

দেহস্থ রূপসংস্কার, কিম্বা রূপসত্ত্বেও বিরূপবৎ ব্যবহার করা, আর এই জগৎই ব্রহ্মময়, এই মত অবলম্বন করিয়া চিত্তের একাগ্রতাসাধন, এই সকল যোগাভ্যাসকারীর পক্ষে জ্ঞানরূপ বিঘ্ন। যাহারা যোগসাধন কালে উক্তরূপ জ্ঞানচেষ্টা করে, কোনরূপেই তাহাদিগের যোগাভ্যাস সিদ্ধি হইতে পারে না এবং যোগাভ্যাস না হইলেও বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে না, সুতরাং অগ্রে যোগসিদ্ধি হইলে জ্ঞানলাভে যত্নবান্ হইবে ॥ ৮ ॥

মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ সদ্বিধা ভাববর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ এই চতুর্ব্বিধ যোগ নির্দ্দিষ্ট

আছে, ইহাদিগের মধ্যে রাজযোগই দ্বৈতভাববর্জ্জিত, এই যোগ সাধারণের পক্ষে অসাধ্য। লোকের যতকাল দ্বৈতজ্ঞান থাকে, ততকাল সে রাজযোগে অধিকারী হইতে পারে না॥ ৯॥

চতুর্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদুমধ্যাধিমাত্রকঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ॥ ১০॥

যেমন যোগ চারিপ্রকার উক্ত হইল, তেমন সাধকও চারিপ্রকার নির্দিষ্ট আছে; যথা মৃদু সাধক, মধ্যসাধক, অধিমাত্রসাধক ও অধিমাত্রতম সাধক। এই সকল সাধকদিগের মধ্যে অধিমাত্রতম সাধকই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সাধকই সংসারসাগর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়॥১০॥

মন্দোৎসাহী সুসংমূঢ়ো ব্যাধিস্থো গুরুদূষকঃ। লোভী-পাপমতিশ্চৈব বহ্বাশী বনিতাশ্রয়ঃ। চপলঃ কাতরো রোগী পরাধীনোতিনিষ্ঠুরঃ। মন্দাচারো মন্দবীর্য্যো জ্ঞাতব্যো মৃদুমানবঃ। দ্বাদশাব্দে ভবেৎ সিদ্ধিরেতস্য যত্নতঃ পরং। মন্ত্রযোগাধিকারী স জ্ঞাতব্যো গুরুণা ধ্রুবং॥ ১১॥

ইতি মৃদুসাধকলক্ষণং।

মৃদুসাধক যথা—যাহারা অল্পউৎসাহযুক্ত, মূঢ়চিত্ত, ব্যাধিগ্রস্ত অর্থাৎ কুষ্ঠাদিরোগযুক্ত, গুরুর উপদেশ-লঙ্ঘনকারী, লোভী, দুষ্কর্ম্মান্বিত, বহুভোজী, স্ত্রীজিত, চঞ্চলচিত্ত, সর্ব্বদা কাতর, অর্থাৎ অসহিষ্ণু, পরাধীন, রোগী, অতি নির্দ্দয়, কুৎসিতাচারী ও অল্পবীর্য্য, এইরূপ মনুষ্যকে মন্দসাধক বলিয়া জানা যায়। ইহারা যদি যোগসাধন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে প্রথমত গুরুর উপদেশানুসারে মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিবে, দ্বাদশবৎসর যত্নপূর্ব্বক মন্ত্রযোগ সাধন করিলে সিদ্ধি হয়, তাহা হইলেই তাহাকে মন্ত্রযোগাধিকারী বলিয়া জানা যায়। তৎপর সেই ব্যক্তি হঠযোগে অধিকারী হইতে পারে। মন্ত্রযোগসাধনদ্বারা যখন চিত্ত শুদ্ধি হইবে, তখন সে হঠযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে॥ ১১॥

সমবুদ্ধিঃ ক্ষমাযুক্তঃ পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রিয়ম্বদঃ। মধ্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যেষু সামান্যঃ স্যান্ন সংশয়ঃ। এতজ্জ্ঞাত্বৈব গুরুভির্দীয়তে মুক্তিতোলয়ঃ॥ ১২॥

ইতি মধ্যসাধকলক্ষণং৹

মধ্য সাধক যথা—সমবুদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, পুণ্যকর্ম্মাভিলাষী, প্রিয়বাদী, সর্ব্বকার্য্যে মধ্যস্থ অর্থাৎ কোন কার্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী নহে, সাধারণ মতাবলম্বী ও অসংশয়চিত্ত ব্যক্তিকে মধ্যসাধক জানিবে। এইরূপ ব্যক্তির স্বভাব জানিয়া গুরুগণ তাহাকে হঠযোগ উপদেশ করিবেন, দ্বাদশ বৎসরের পর উক্ত ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হয়, তখনই এই সাধক লয়যোগের অধিকারী হইতে পারে॥ ১২॥

স্থিরবুদ্ধির্লয়ে যুক্তঃ স্বাধীনো বীর্য্যবানপি। মহাশয়ো দয়াযুক্তঃ ক্ষমাবান্ সত্যবানপি। শূরোলয়স্য শ্রদ্ধাবান্ গুরুপাদাব্জপূজকঃ। যোগাভ্যাসরতশ্চৈব জ্ঞাতব্যশ্চাধিমাত্রকঃ। এতস্য সিদ্ধিঃ ষড়্বর্ষৈর্ভবেদভ্যাসযোগতঃ। এতস্মৈ দীয়তে ধীরো হঠযোগশ্চ সাঙ্গকঃ॥ ১৩॥

ইতি অধিমাত্রসাধকলক্ষণং।

অধিমাত্র সাধক যথা—স্থিরবুদ্ধি, লয়যোগযুক্ত, অর্থাৎ সমাধিযোগক্ষম, পরাধীন নহে, বীর্য্যবান্, মহাআশয়যুক্ত, সর্ব্বজীবে দয়াবান্, ক্ষমাশালী, সত্যবাদী, শূরতাযুক্ত, সমাধিতে দৃঢ়বিশ্বাসবান্, গুরুপাদপদ্মপূজক এবং যোগাভ্যাসে নিরত ব্যক্তিই অধিমাত্র সাধক, এই সাধক ছয়বৎসর সাধন করিলে রাজযোগের অধিকারী হইয়া থাকে। গুরু এইরূপ সাধককে সাঙ্গহঠযোগ প্রদান করিবেন॥ ১৩॥

মহাবীর্য্যান্বিতোৎসাহী মনোজ্ঞঃ শৌর্য্যবানপি। শাস্ত্রজ্ঞোঽভ্যাসশীলশ্চ নির্ম্মোহশ্চ নিরাকুলঃ। নবযৌবন-সম্পন্নো মিতাহারী জিতেন্দ্রিয়ঃ। নির্ভয়শ্চ শুচির্দ্দক্ষো দাতা সর্ব্বজনাশ্রয়ঃ। অধিকারী স্থিরো ধীমান্ যথেচ্ছাবস্থিতঃ ক্ষমী। সুশীলো ধর্ম্মচারী চ গুপ্তচেষ্টঃ প্রিয়ম্বদঃ। শান্তো বিশ্বাসসম্পন্নো দেবতাগুরুপূজকঃ। জনসঙ্গবিরক্তশ্চ মহাব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ। অধিমাত্রব্রতজ্ঞশ্চ সর্ব্বযোগস্য সাধকঃ। ত্রিভিঃ সম্বৎসরৈঃ সিদ্ধিরেতস্য নাত্র সংশয়ঃ। সর্ব্বযোগাধিকারী স নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৪॥

ইতি অধিমাত্রতম সাধকলক্ষণং।

অধিমাত্রতম সাধক যথা—যে সাধক মহাবীর্য্য, উৎসাহান্বিত, মনোহর কলেবর, শৌর্য্যবান্, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যাসশীল, মোহশূন্য, অব্যাকুলচিত্ত, নবযৌবনসম্পন্ন, পরিমিতাহারী, জিতেন্দ্রিয়, নির্ভয়চিত্ত, শৌচাচারশালী, কার্য্যনিপুণ, দানশীল, শরণাগতপালক, স্থিরপ্রকৃতি, বুদ্ধিমান্, যথেচ্ছাবস্থিত, অর্থাৎ সর্ব্বদা সন্তোষান্বিত, ক্ষমাশীল, সৎস্বভাবান্বিত, ধর্ম্মাচরণশীল, গুপ্তচেষ্ট অর্থাৎ গুপ্তকর্ম্মকারী, প্রিয় ও সত্যবাদী, শান্তস্বভাব, শ্রদ্ধাবান্, দেবতা ও গুরুপূজক, জনসঙ্গবিরত, মহাব্যাধিবর্জ্জিত ও অস্খলিতরূপে ব্রতসম্পাদক, সেই সাধককে অধিমাত্রতম সাধক বলা যায়। এই সাধককে সর্ব্বযোগের অধিকারী জানিবে, ইনিই রাজযোগসাধনে সক্ষম, তিন বৎসরকাল এই সাধক রাজযোগ সাধন করিলেই জ্ঞানযোগের অধিকারী জানিয়া গুরু সমস্ত যোগ উপদেশ করিবেন, ইহাতে কোন বিচার করিতে হয় না॥ ১৪॥

প্রতীকোপাসনা কার্য্যা দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদা।
পুনাতি দর্শনাদত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৫॥

অধিমাত্রতম সাধক প্রতীকোপাসনা করিবে, এই উপাসনা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বহুবিধ ফল প্রদান করে, এই সাধককে দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ লোকসকল পবিত্র হয়। এই বিষয়ে কোন বিচার নাই॥ ১৫॥

গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমৈশ্বরং নিরীক্ষ্য নিষ্কলিত-লোচন-

দ্বয়ং। যদা নভঃ পশ্যতি স্বপ্রতীকো নভোঙ্গহনে তৎক্ষণ-মেব পশ্যতি ॥ ১৬ ॥

এইক্ষণ প্রতীকোপাসনা বিবৃত হইতেছে। সাধক প্রগাঢ়রৌদ্র সময়ে আকাশমণ্ডলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে। ইহাতে সাধকের চক্ষু ব্যাকুলিত হয় না, অর্থাৎ একদৃষ্টে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিবার ক্ষমতা জন্মে। যখন সাধকের এইরূপ ক্ষমতা জন্মে, তখন আপনিই আকাশমণ্ডলে ঈশ্বরপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। প্রথমতঃ আকাশে আপন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, পরে যখনই স্ব প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইতে থাকে, তখনই ক্ষণকালমাত্র ঈশ্বর প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। ইহারই নাম প্রতীকোপাসনা, এই উপাসনা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিবে, তাহা হইলেই স্পষ্টরূপে ঈশ্বর প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় এবং চক্ষুরও কোনরূপ হানি হয় না, এককালে এই উপাসনা করিতে গেলে চক্ষুর তেজোহানি হইয়া নানাপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে ॥ ১৬ ॥

প্রত্যহং পশ্যতে যো বৈ স্বপ্রতীকং নভোঽঙ্গনে।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য ন মৃত্যুঃ স্যাৎ কদাচন ॥ ১৭ ॥

যে সাধক প্রতিদিন একবার করিয়া আকাশমণ্ডলে ঐরূপ প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে পায়, তাহার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়, কখনও সেই সাধকের মৃত্যু ঘটে না ॥ ১৭ ॥

যদা পশ্যতি সংপূর্ণং স্বপ্রতীকং নভোঽঙ্গনে।
তদা জয়মবাপ্নোতি বায়ুং নির্জ্জিত্য সঞ্চরেৎ ॥ ১৮ ॥

যখন উক্ত সাধক প্রতিদিন সর্ব্বক্ষণ আকাশমণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে উক্তরূপ প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে থাকে, তখনই তাহার সর্ব্বপ্রকার জয়লাভ হয় এবং সে বায়ুকে জয় করিয়া আত্মবশে সদা বিচরণ করিতে পারে ॥১৮॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং চাত্মানং বিন্দতে পরং।
পূর্ণানন্দৈকপুরুষঃ স্বপ্রতীকঃ প্রসাদতঃ ॥ ১৯ ॥

যে সাধক প্রতিদিন সর্ব্বদা রাজযোগ ও প্রতীকোপাসনা অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে। আর এই উপাসনার প্রসাদে সাধক পরিপূর্ণ পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মপুরুষকে জানিয়া তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥

যাত্রাকালে বিবাহে চ শুভে কর্ম্মণি সঙ্কটে।
পাপক্ষয়ে পুণ্যবৃদ্ধৌ প্রতীকোপাসনঞ্চরেৎ ॥ ২০ ॥

যাত্রাকালে, বিবাহ সময়ে, অন্যান্য শুভকর্ম্মানুষ্ঠানকালে, সঙ্কটসময়ে, পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানকালে, সেই সকল কার্য্যের বিঘ্নবিনাশার্থ উক্ত প্রতীকোপাসনা করিবে। শ্রুতি প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রেও এই প্রতীকোপাসনার উল্লেখ আছে ॥ ২০ ॥

নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাদন্তরে পশ্যতি ধ্রুবং।
অতো মুক্তিমবাপ্নোতি যোগী নিয়তমানসঃ ॥ ২১ ॥

নিরন্তর উক্ত প্রতীকোপাসনা অভ্যাস করিলে সাধক আপন হৃদয়-মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। এইরূপ হইলেই সেই সাধক জীবন্মুক্ত হইতে পারে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না, আপন ইচ্ছানুসারে সশরীরে ত্রিলোকে বিচরণ করিতে পারে, যখন তাহার শরীর ত্যাগের ইচ্ছা হয়, তখন সে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায় ॥ ২১ ॥

অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে কর্ণে তর্জ্জনীভ্যাং দ্বিলোচনে। নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যাং অনামাভ্যাং মুখে দৃঢ়ং। নিরুদ্ধং মরুতং যোগী যদেবং কুরুতে ভৃশং। তদা লক্ষণমাত্মানং জ্যোতিরূপং প্রপশ্যতি ॥ ২২ ॥

অনন্তর রাজযোগ কথিত হইতেছে, উভয় অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা কর্ণদ্বয়, উভয় তর্জনীদ্বারা নেত্রদ্বয়, উভয় মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা নাসিকাদ্বয় এবং উভয় অনামিকাঙ্গুলিদ্বারা মুখ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কুম্ভকদ্বারা বায়ুরোধ করিবে। এইরূপ যোগ অভ্যাস করিয়া যখন সিদ্ধি হইবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে বায়ু নিরোধ করিতে পারিবে, তখনই সেই যোগীপুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপে পরমাত্মাকে দেখিতে পায় ॥ ২২ ॥

যত্তেজো দৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিরাবিলং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ২৩ ॥

যে সাধক বায়ু রোধ করিয়া ক্ষণকালমাত্র নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার দর্শন পায়, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাগতি অর্থাৎ মুক্তিপদ পাইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ যোগী বিগতকল্মষঃ।
সর্ব্বদেহাদি বিস্মৃত্য তদভিন্নঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

যে যোগী নিরন্তর উক্তরূপ রাজযোগের অভ্যাস করে, সেই সাধক দেহধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া আত্মার সহিত অভিন্ন হয়, অর্থাৎ স্বয়ং আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং গুপ্তাচারেণ মানবঃ।
স বৈ ব্রহ্মবিলীনঃ স্যাৎ পাপকর্ম্মরতো যদি ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি গুপ্তভাবে উক্ত রাজযোগের অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ পাপকর্ম্মে রত * থাকিলেও পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায় ॥২৫॥

গোপনীয়ঃ প্রযত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ। নির্ব্বাণদায়কো লোকে যোগোঽয়ং মম বল্লভঃ। নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যাসতশ্চ বৈ ॥ ২৬ ॥

উক্ত রাজযোগ সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখিবে, ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, অর্থাৎ উক্ত যোগ অভ্যাস করিলে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ত্রিভুবনের মধ্যে এই রাজযোগ আমার অতি প্রিয়। ইহার অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর নাদোৎপত্তি হয় ॥ ২৬ ॥

* ইহাদ্বারা যোগের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, নচেৎ পাপকর্ম্মে নিরতব্যক্তির চিত্ত মলিন থাকে; সুতরাং তাহার যোগ প্রবৃত্তিই জন্মে না।

মত্তভৃঙ্গবেণুবীণা সদৃশঃ প্রথমোধ্বনিঃ। এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনঃ। ঘণ্টানাদসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘবরোপমঃ। ধ্বনৌ তস্মিন্ মনোদত্ত্বা যদা নিষ্ঠতি নির্ভয়ং। তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে ॥ ২৭ ॥

সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বিনাশকারী উক্ত রাজযোগ অভ্যাস করিতে করিতে প্রথমে মত্ত ভ্রমরের ন্যায় শব্দ শুনিতে পায়, তৎপর বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ হয়, অনন্তর বীণাশব্দের ন্যায়, পশ্চাৎ ঘণ্টাধ্বনির তুল্য নাদ হইতে থাকে। যোগী ব্যক্তি যখন উক্ত ধ্বনিতে মনোনিবেশপূর্ব্বক নির্ভয়চিত্ত হইয়া স্থির থাকে, তখন তাহার মুক্তিপ্রদ লয়ের উৎপত্তি হয় ॥ ২৭ ॥

তত্র নাদে যদা চিত্তং রমতে যোগিনোভৃশং।
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহ শাম্যতি ॥ ২৮ ॥

যখন পূর্ব্বোক্ত নাদে যোগীর চিত্ত নিরন্তর রমণ করিতে থাকে, তখন যোগীর অন্যান্য বাহ্যবিষয় সকল বিস্মৃত হইয়া ঐ নাদের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লয় হইয়া যায় ॥ ২৮ ॥

এতদভ্যাসযোগেন জিত্বা সম্যক্ গুণান্ বহূন্।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চিদাকাশে বিলীয়তে ॥ ২৯ ॥

উক্তরূপ যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগী সকল গুণকে জয় করিয়া ত্রিগুণাতীত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকে এবং সেই যোগী সর্ব্বারম্ভশূন্য হইয়া চৈতন্যস্বরূপ হৃদয়াকাশে বিলীন হয় ॥ ২৯ ॥

নাসনং সিদ্ধসদৃশং ন কুম্ভসদৃশং বলং।
ন খেচরী সমা মুদ্রা ন নাদসদৃশোলয়ঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি প্রতীকোপাসনং।

হে দেবি! সিদ্ধাসনের তুল্য আসন নাই, যত প্রকার বল আছে, তাহাদিগের মধ্যে কুম্ভকের সমান বল নাই, মুদ্রাসকলের মধ্যে খেচরীমুদ্রার ন্যায় মুদ্রা নাই এবং নাদানুসন্ধানের ন্যায় লয় নাই। অর্থাৎ নাদানুসন্ধানই পরমাত্মাতে লয় পাইবার প্রধান উপায় বলিয়া জানিবে ॥ ৩০ ॥

ইদানীং কথয়িষ্যামি মুক্তস্যানুভবং প্রিয়ে।
যজ্‌জ্ঞাত্বা লভতে মুক্তিং পাপযুক্তোপি সাধকঃ ॥৩১॥

হে প্রিয়ে! এইক্ষণ মুক্তের অনুভব কহিতেছি- শ্রবণ কর, অর্থাৎ সাধক যেরূপে মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা জানিবার উপায় কহিতেছি। এই উপায় জানিতে পারিলে পাপযুক্ত সাধকও অনায়াসে মুক্ত হইতে পারে ॥ ৩১ ॥

সমভ্যর্চ্চ্যেশ্বরং সম্যক্ কৃত্বা চ যোগমুত্তমং।
গৃহ্নীয়াৎ সুস্থিতো ভূত্বা গুরুং সন্তোষ্য বুদ্ধিমান্ ॥৩২॥

সুবুদ্ধি সাধক সম্যক্‌প্রকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনাকরতঃ যোগাসনে সুস্থিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে গুরুর সন্তোষ সম্পাদনপূর্ব্বক এই উত্তম যোগ গ্রহণ করিবে ॥ ৩২ ॥

জীবাদি সকলং বস্তু দত্ত্বা যোগবিদং গুরুং।
সন্তোষ্যাতিপ্রযত্নেন যোগোঽয়ং গৃহ্যতে বুধৈঃ ॥৩৩॥

যোগশিক্ষার্থী সাধক অতি যত্নসহকারে আপন জীবাদি সকল বস্তু যোগজ্ঞ গুরুকে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষোৎপাদন করিয়া যোগোপদেশ গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ আত্মদেহাদি দান করিয়াও যোগশিক্ষার্থীরা যোগশিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে ॥ ৩৩ ॥

বিপ্রান্ সন্তোষ্য মেধাবী নানামঙ্গলসংযুতঃ।
মমালয়ে শুচির্ভূত্বা প্রগৃহ্নীয়াৎ শুভাত্মকং ॥ ৩৪ ॥

মেধাবী সাধক যোগাভ্যাসের প্রথমারম্ভকালে ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সাধন করিয়া নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক শুচি হইয়া শিবমন্দিরের মধ্যে এই শুভাবহ যোগসাধনে দীক্ষিত হইবে ॥ ৩৪ ॥

সংন্যস্যানেন বিধিনা প্রাক্তনং বিগ্রহাদিকং।
ভূত্বা দিব্যবপুর্যোগী গৃহ্নীয়াদ্বক্ষ্যমাণকং ॥ ৩৫ ॥

যোগ সাধনকালে সাধক এইরূপ চিন্তা করিবে,—"আমি গুরুদেবের সন্তোষ সাধনদ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই দেহ শ্রীগুরুকে সমর্পণ করিয়া দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইলাম, অতএব জানা যায় যে, দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াই বক্ষ্যমাণ যোগ গ্রহণ করিবে ॥৩৫॥

পদ্মাসনস্থিতো যোগী জনসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
বিজ্ঞাননাড়ীদ্বিতয়মঙ্গুলীভ্যাং নিরোধয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

যোগী পুরুষ নির্জ্জন স্থানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞান নাড়ীদ্বয় অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীকে অঙ্গুলিদ্বারা নিরোধ করিবে ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধেস্তদাবির্ভবতি সুখরূপী নিরঞ্জনঃ।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যো যেন সিদ্ধো ভবেৎ খলু ॥৩৭॥

যোগসিদ্ধি হইলে সাধকের হৃদয়ে অখণ্ড সুখস্বরূপ নিরঞ্জন চৈতন্যের সত্তামাত্র আবির্ভাব হয়, অতএব যোগসাধনে সাধকগণের সর্ব্বতোভাবে পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে, যেহেতু যোগসাধনদ্বারা সাধক নিশ্চয় সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং তস্য সিদ্ধির্নদূরতঃ।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত রাজযোগ অভ্যাস করে, শীঘ্রই তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। ক্রমতঃ অভ্যাসদ্বারা যোগ সিদ্ধি হইলেই তাহার নিশ্চয় বায়ু সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং যাহার বায়ু সিদ্ধি হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত ॥ ৩৮ ॥

সকৃৎ যঃ কুরুতে যোগী পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবং।
তস্য স্যান্মধ্যমে বায়োঃ প্রবেশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন একবার করিয়া উক্ত রাজযোগ অভ্যাস করে, সেই সাধকের পাপরাশি নিশ্চয় বিনাশ পায় এবং তাহার শারীরিক বায়ু মধ্যনাড়ী সুষুম্নাতে প্রবেশ করে ॥ ৩৯ ॥

এতদভ্যাসশীলো যঃ স যোগী দেবপূজিতঃ।
অনিমাদিগুণং লব্ধ্বা বিচরেদ্ভুবনত্রয়ে ॥ ৪০ ॥

যে ব্যক্তি উক্ত রাজযোগ অভ্যাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সেই যোগীকে দেবগণও পূজা করিয়া থাকেন, আর সেই যোগী অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়া দেবগণের ন্যায় ত্রিলোকে বিচরণ করিতে পারে ॥ ৪০ ॥

যো যথাস্থানিলাভ্যাসাত্তদ্ভবেত্তস্য বিগ্রহঃ।
তিষ্ঠেদাত্মনি মেধাবী স পুনঃ ক্রীড়তে ভৃশং ॥ ৪১ ॥

যে যোগী বায়ুসাধন কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রম করে, সেই যোগীর শরীর সেইরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মেধাবী সাধক একমাত্র আত্মাকেই সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে এবং পুনঃ পুনঃ সেই আত্মাতেই ক্রীড়া করে ॥ ৪১ ॥

এতদ্‌যোগং পরং গোপ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সপ্রমাণৈঃ সমাযুক্ত স্তমেব কথ্যতে ধ্রুবং ॥ ৪২ ॥

উক্ত রাজযোগ অতি গোপনে রাখিবে, সাধারণ লোকের নিকট এই যোগ প্রকাশ করিবে না। যে ব্যক্তি যোগসাধনোপযোগী, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত এবং সর্ব্বপ্রকার নিয়ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারই নিকট এই রাজযোগ প্রকাশ করিবে ॥ ৪২ ॥

যোগী পদ্মাসনে তিষ্ঠেৎ কণ্ঠকূপে যদা স্মরন্।
জিহ্বাং কৃত্বা তালুমূলে ক্ষুৎপিপাসা নিবর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥

যোগসাধনতৎপর যোগী পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া কণ্ঠকূপে মনঃ সংযোগপূর্ব্বক তালুমূলে জিহ্বা স্থাপন করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসার নিবৃত্তি করিবে ॥ ৪৩ ॥

কণ্ঠকূপাদধঃস্থানে কূর্ম্মনাড্যস্তি শোভনা।
তস্মিন্ যোগী মনোদত্ত্বা চিত্তস্থৈর্য্যং লভেদ্ভৃশং ॥৪৪॥

কণ্ঠকূপের অধোভাগে অতিসুশোভন কূর্ম্মনামে যে নাড়ী অবস্থিত আছে, ঐ নাড়ীতে মনোনিবেশ করিতে পারিলে সাধকের চিত্ত স্থির হয়, তখন তাহার ক্ষুধা বা পিপাসা কিছুই থাকে না ॥ ৪৪ ॥

শিরঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্‌যদি। তদা জ্যোতিঃপ্রকাশঃ স্যাদ্বিদ্যুত্তেজঃসমপ্রভং। এতচ্চিন্তনমাত্রেণ পাপানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ। দুরাচারোঽপি পুরুষো লভতে পরমং পদং ॥ ৪৫ ॥

মস্তকের কপালদেশে যে শিবনেত্র আছে, ঐ শিবনেত্র একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে পারিলে সাধকের বিদ্যুতের ন্যায় তেজঃপ্রকাশ পায়, তাহা হইলেই সেই সাধকের সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়। যদি কোন দুরাচার সাধকও এইরূপ চিন্তা করিতে পারে, তাহা হইলে সেই দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও পরমপদ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

অহর্নিশং যদা চিন্তাং তৎকরোতি বিচক্ষণঃ।
সিদ্ধানাং দর্শনং তস্য ভাষণঞ্চ ভবেদ্‌ধ্রুবং ॥ ৪৬ ॥

যদি কোন যোগসাধনপটু সাধক সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত তেজঃ চিন্তা করিতে পারে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সিদ্ধগণের দর্শন লাভ হয় এবং সেই সাধক দেবগণের সহিত সম্ভাষণ করিতে পারে ॥ ৪৬ ॥

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভুঞ্জন্ ধ্যায়েচ্ছূন্যমহর্নিশং।
তদাকাশময়ো যোগী চিদাকাশে বিলীয়তে ॥ ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি অবস্থানকালে, গমন সময়ে, স্বপ্নাবস্থায় ও ভোজনকালে অতন্দ্রিত হইয়া দিবারাত্রি উক্ত শূন্যরূপ পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে পারে, সেই যোগী চিদাকাশে বিলীন হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

এতজ্‌জ্ঞানং সদা কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা। নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ মম তুল্যো ভবেদ্‌ধ্রুবং। এতজ্‌জ্ঞানবলাদ্‌যোগী সর্ব্বেষাং বল্লভো ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

যে সকল যোগীরা সিদ্ধিলাভে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের উক্তরূপ চিন্তা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে পার্ব্বতি! যে যোগী নিরন্তর এই যোগ অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি উক্ত জ্ঞানবলে নিশ্চয় আমার তুল্য হইয়া থাকে এবং সেই যোগী সকলেরই প্রিয়পাত্র হয় ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বান্ ভূতান্ জয়ং কৃত্বা নিরাশী অপরিগ্রহঃ। নাসাগ্রে যেন দৃশ্যেত পদ্মাসনগতেন বৈ। মনসো মরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ৪৯ ॥

সাধক সমস্ত ভূত ও সকল জীবকে জয় করিয়া আশাশূন্য ও অপরিগ্রহ হইবে এবং পদ্মাসনে অবস্থিতিপূর্ব্বক নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করত একাগ্রমনে চিন্তা করিবে, তাহা হইলে সেই সাধকের মনোনাশ হয়, অর্থাৎ মন আত্মাতে লয় পায়, তখন তাহার কোন বিষয়সম্পর্ক থাকে না। এইরূপ হইলে সেই সাধক খেচরগতিতে ভ্রমণ করিতে পারে ও তাহার দেবত্ব প্রাপ্তি হয় ॥ ৪৯ ॥

জ্যোতিঃ পশ্যতি যোগীন্দ্রঃ শুদ্ধং শুদ্ধাচলোপমং।
তত্রাভ্যাসবলেনৈব স্বয়ং তদ্রক্ষকো ভবেৎ ॥ ৫০ ॥

যে ব্যক্তি যোগবলে নির্ম্মল পর্ব্বতোপম বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ দর্শনকরিতে পারে, উক্ত যোগাভ্যাসবলে সেই যোগই ঐ সাধকের রক্ষক হয়, অর্থাৎ উক্ত যোগী আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে পারে ॥ ৫০ ॥

উত্তানশয়নে ভূমৌ সুপ্ত্বা ধ্যায়ন্নিরন্তরং। সদ্যঃ শ্রমবিনাশায় স্বয়ং যোগী বিচক্ষণঃ। শিরঃ পশ্চাত্তু-ভাগস্য ধ্যানে মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥

যদি উক্ত যোগসাধন করিতে করিতে সাধকের শ্রান্তিবোধ হয়, তাহা হইলে সেই পরিশ্রমনাশার্থ ভূমিশয্যাতে উত্তানভাবে শয়ন করিয়া ধ্যান করিবে। আপন শিরের পশ্চাদ্ভাগে উক্ত প্রতীক ধ্যান করিলে সেই সাধক মৃত্যুকে জয় করিতে পারে ॥ ৫১ ॥

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিমাত্রেণ হ্যপরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। চতুর্ব্বিধস্য চান্নস্য রসস্ত্রেধা বিভজ্যতে। তত্র সারতমো লিঙ্গদেহস্য পরিপোষকঃ। সপ্তধাতুময়ং পিণ্ডমেতি পুষ্ণাতি মধ্যগঃ॥ ৫২॥

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে যেরূপ ফল হয়, তাহা কথিত হইয়াছে। এইক্ষণ কিরূপে শরীরের পোষণ হয়, তাহা কথিত হইতেছে। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ ভোজ্য বস্তুর ভোজনে ত্রিবিধ রস নিষ্পন্ন হয়। এই সকল রসের মধ্যে যে রস সারতম, তাহা সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীরের পোষণ করে, আর মধ্যবিধ রস সপ্ত ধাতুময় স্থূলশরীর পুষ্টি করিয়া থাকে॥ ৫২॥

যাতি বিন্মূত্ররূপেণ তৃতীয়ঃ সপ্ততো বহিঃ। আদ্যভাগং দ্বয়ং নাড্যঃ প্রোক্তস্তাঃ সকলা অপি। পোষয়ন্তি বপুর্ব্বায়ুমাপাদতলমস্তকং॥ ৫৩॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে ত্রিবিধ রসের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার মধ্যে তৃতীয়-প্রকার রস মলমূত্ররূপে বহির্গত হইয়া যায়, ইহা সপ্তধাতুর বহির্ভূত। প্রথম ও দ্বিতীয় এই উভয়বিধ রসই শরীরস্থ নাড়ীসমূহে অবস্থিতি করে এবং ঐ সকল নাড়ীও উক্ত রসভার বহন করিয়া আপাদমস্তক শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে॥ ৫৩॥

নাড়ীভিরাভিঃ সর্ব্বাভির্ব্বায়ুঃ সঞ্চরতে যদা।
তদৈব ন রসোদেহে সামান্যেহ প্রবর্ত্ততে॥ ৫৪॥

যখন পূর্ব্বোক্ত নাড়ীসকলের সহিত বায়ু শরীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তখনই ঐ সকল নাড়ী অসামান্য তেজঃ ও বলের নিষ্পাদকরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ৫৪॥

চতুর্দ্দশানাং তত্রেহ ব্যাপারমুখ্যভাগতঃ।
তা অনুগ্রা ন হীনাশ্চ প্রাণসঞ্চারনাড়িকাঃ॥ ৫৫॥

শরীরমধ্যে চতুর্দ্দশটি প্রধানা নাড়ী আছে, তাহারাই শরীরের অংশ বিশেষে প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পাদন করে। এই সকল নাড়ী উগ্রা বা হীনা নহে, কেবল ঐ সকল নাড়ীই প্রাণ বায়ু সঞ্চারের পথস্বরূপ॥ ৫৫॥

গুদাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলতশ্চোর্দ্ধং মেঢ্রৈকাঙ্গুলতস্ত্বধঃ।
এবঞ্চাস্তি সমং কন্দং সমতা চতুরঙ্গুলং॥ ৫৬॥

গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং মেঢ্রের দুই অঙ্গুলি অধোদেশে পদ্মকন্দের ন্যায় চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত একটি কন্দ আছে, এই কন্দই পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ নাড়ীর মূল, এই মূল হইতেই উক্ত নাড়ী সকল উদ্ভূত হইয়াছে॥৫৬

পশ্চিমাভিমুখী যোনি র্গুদমেঢ্রান্তরালগা। তত্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তি কুণ্ডলী সদা। সম্বেষ্ট্য সকলা নাড়ীঃ সার্দ্ধত্রিকুটিলাকৃতিঃ। মুখে নিবেশ্য সা পুচ্ছং সুষুম্নাবিবরে স্থিতা॥ ৫৭॥

গুহ্যদেশ ও মেঢ্র এই উভয়ের মধ্যে পশ্চিমাভিমুখী যোনিমণ্ডল আছে, এই যোনিমণ্ডলই কন্দ নামে বিখ্যাত, এই মণ্ডলের মূলেই কুণ্ডলিনীশক্তি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই পূর্ব্বোক্ত নাড়ীসমূহে পরিবেষ্টিত, বলয়াকারে সার্দ্ধত্রিবেষ্টনে আবদ্ধা এবং সর্পরূপিণী। ইনি আত্মপুচ্ছে মুখ নিবিষ্ট করিয়া সুষুম্নাছিদ্রকে অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন॥ ৫৭॥

সুপ্তা নাগোপমা হ্যেষা স্ফুরন্তী প্রভয়া স্বয়া।
অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা বাগ্‌দেবী বীজসংজ্ঞিকা॥ ৫৮॥

কুণ্ডলীশক্তি সর্পাকারে প্রসুপ্তা, ইনি স্বীয় দীপ্তিতেই দেদীপ্যমানা আছেন। যেমন সর্প কোন সন্ধিস্থানে থাকে, ইনিও সেইরূপ সন্ধিস্থানগতা, আর এই কুণ্ডলীশক্তিই বাক্যোৎপত্তির কারণ॥ ৫৮॥

জ্ঞেয়া শক্তিরিয়ং বিষ্ণোর্নির্ভরা স্বর্ণভাস্বরা।
সত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণত্রয়প্রসূতিকা॥ ৫৯॥

উক্ত কুণ্ডলী প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিমতী এবং তেজঃপুঞ্জস্বরূপা। আর এই কুণ্ডলী দেবীই সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের প্রসবকারিণী এবং এই কুণ্ডলী দেবীকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া জানিবে॥ ৫৯॥

তত্র বন্ধূকপুষ্পাভং কামবীজং প্রকীর্ত্তিতং।
কলহেমসমং যোগে প্রযুক্তাক্ষররূপিণং॥ ৬০॥

কুণ্ডলী দেবী যে স্থানে অবস্থিতা আছেন, সেই ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডলে বন্ধূকপুষ্পসদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ (ক্লীং) অঙ্কিত আছে, এই কামবীজ বিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। যোগসাধনকালে এই বীজ চিন্তা করিবে॥ ৬০॥

সুষুম্নাপি চ সংশ্লিষ্টা বীজং তত্র বরং স্থিতং। শরচ্চন্দ্রনিভং তেজস্ত্বয়মেতৎ স্ফুরৎস্থিতং। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং। এতত্ত্রয়ং মিলিত্বৈব দেবী ত্রিপুরভৈরবী। বীজসংজ্ঞং পরং তেজ স্তদেব পরিকীর্ত্তিতং॥ ৬১॥

পূর্ব্বোক্ত কামবীজে সুষুম্নানাড়ী আলিঙ্গিতা আছে, এই বীজ যোনিমণ্ডলে সংস্থিত. ইহা শরৎকালীন উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর শোভাবিশিষ্ট, মহাতেজঃশালী, দীপ্তিমান্, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, অতএব অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই তিন একত্র মিলিত হইয়া ত্রিপুরাভৈরবী দেবী কামবীজ এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, পরম তেজঃস্বরূপা ত্রিপুরা ভৈরবী দেবী কামবীজসংজ্ঞা পাইয়া মূলাধারে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাই সর্ব্ব তন্ত্রে কথিত আছে॥ ৬১॥

ক্রিয়া বিজ্ঞানশক্তিভ্যাং যুতং যৎপরিতোভ্রমং। উত্তিষ্ঠ দ্বিশতস্ত্বম্ভঃ সূক্ষ্মং শোণশিখাযুতং। যোনিস্থং তৎপরং তেজঃ স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংস্থিতং॥ ৬২॥

উক্ত কামবীজ, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া শরীরস্থ

প্রতি চক্রে ভ্রমণ করেন। উহা কখন বা উর্দ্ধে কখন বা অধোভাগে প্রবিষ্ট হয়, সূক্ষ্মাকার অগ্নিশিখা যেরূপ জালা বিশিষ্ট, এই বীজও সেই রূপ জালাশালী, আর ইহাই যোনিমণ্ডলস্থিত পরম তেজঃস্বরূপ স্বয়ম্ভূ নামক লিঙ্গের অধিষ্ঠান ॥ ৬২ ॥

আধারপদ্মমেতদ্ধি যোনির্যস্যাস্তি কন্দতঃ।
পরিস্ফুরৎ বাদি সান্তং চতুর্ব্বর্ণং চতুর্দ্দলং ॥ ৬৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে স্থানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার নাম আধারপদ্ম, ইহার মূলে যোনিমণ্ডল আছে, আর আধারপদ্মের চারি দলে ব শ ষ স এই চারিবর্ণ দীপ্তি পাইতেছে ॥ ৬৩ ॥

কুলাভিধং সুবর্ণাভং স্বয়ম্ভূলিঙ্গসঙ্গতং। দ্বিরণ্ডো যত্র সিদ্ধোঽস্তি ডাকিনী যত্র দেবতা। তৎপদ্মমধ্যগা যোনিস্তত্র কুণ্ডলিনী স্থিতা। তস্যা উর্দ্ধে স্ফুরৎ তেজঃ কামবীজং ভ্রমন্মতং। যঃ করোতি সদা ধ্যানং মূলাধারে বিচক্ষণঃ। তস্য স্যাদ্দার্দ্দুরী সিদ্ধি র্ভূমিত্যাগক্রমেণ বৈ॥৬৪॥

উক্ত আধারপদ্মে স্বয়ম্ভূ নামে লিঙ্গ আছেন, উহা সুবর্ণবর্ণ, ঐ পদ্মের অপর নাম কুলস্থান। আর ঐ আধারপদ্মে দ্বিরণ্ডনামে আর সিদ্ধ লিঙ্গ এবং ডাকিনীনামে দেবতা আছেন, এই আধারপদ্মের কর্ণিকামধ্যে যোনিমণ্ডল ইহাই কুণ্ডলীশক্তির আবাস স্থান। ইহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে তেজঃপুঞ্জস্বরূপ কামবীজ দেদীপ্যমান হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। যে বিচক্ষণ সাধক নিরন্তর এই মূলাধারপদ্মের ধ্যান করে, তাহার দর্দ্দুরী সিদ্ধি হইয়া ক্রমত ভূমি ত্যাগের শক্তি জন্মে, অর্থাৎ সেই সাধক আকাশে গমন করিতে পারে॥ ৬৪ ॥

বপুষঃ কান্তিরুৎকৃষ্টা জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং।
আরোগ্যঞ্চ পটুত্বঞ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে ॥ ৬৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত আধারপদ্মের ধ্যান করিলে সাধকের শরীরে উৎকৃষ্ট লাবণ্য ও জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়, শরীরে কোন রোগ থাকিতে পারে না, সর্ব্ব কার্য্যে পটুতা জন্মে এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বেত্তি সর্ব্বং সকারণং।
অশ্রুতান্যপি শাস্ত্রাণি সরহস্যং বদেদ্ধ্রুবং ॥ ৬৬ ॥

আধারপদ্মধ্যানকারী যোগী ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের সমুদায় ঘটনা জানিতে পারে, সেই সাধক সর্ব্বকারণাভিজ্ঞ হয়, আর অশ্রুত শাস্ত্র সকলও সে অনায়াসে ব্যাখ্যা করিতে পারে ॥ ৬৬ ॥

বক্ত্রে সরস্বতী দেবী সদা নৃত্যন্তি নির্ভরা।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জপাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

উক্ত সাধকের বদনে বাগ্দেবী নিয়ত নৃত্য করিতে থাকেন, অর্থাৎ তাহার সমস্ত শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকার হয় এবং উক্ত সাধক মন্ত্র জপ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

জরামরণদুঃখৌঘান্নাশয়েতি গুরোর্ব্বচঃ। ইদং ধ্যানং সদা কার্য্যং পবনাভ্যাসিনা পরং। ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ ॥ ৬৮ ॥

আধারপদ্মধ্যায়ী যোগীর জরা, মরণ এবং দুঃখরাশি বিনাশ পায়, অতএব প্রাণায়ামপরায়ণ সাধক নিরন্তর মূলাধারপদ্মের ধ্যান করিবে। এই পদ্মের ধ্যান করিলে যোগীন্দ্র ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

মূলপদ্মং যদা ধ্যায়েৎ যোগী স্বয়ম্ভূলিঙ্গকং।
তদা তৎক্ষণমাত্রেণ পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবং ॥ ৬৯ ॥

যদি কোন যোগী পুরুষ ক্ষণকাল মাত্র মূলাধার, স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ ও পদ্মের ধ্যান করিতে পারে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই সাধকের পাপরাশি বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

যং যং কাময়তে চিত্তে তং তং ফলমাপ্নুয়াৎ। নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ তং পশ্যতি বিমুক্তিদং। বহিরভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ। ততঃ শ্রেষ্ঠতমং হ্যেতন্নান্যদস্তি মতং মম ॥ ৭০ ॥

উক্ত যোগী পুরুষ যে যে কামনা করে, তৎক্ষণাৎ তাহার সেই সেই কামনা সিদ্ধ হইয়া তাহার ফল পাইয়া থাকে। আর যে সাধক যত্নসহকারে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ ও মূলাধারপদ্মের ধ্যানযোগ অভ্যাস করে, সেই যোগী, বহিরন্তরব্যাপী পরম পূজনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিপ্রদ পরমাত্মাকে অন্তরে ও বাহ্যে দর্শন করে, অতএব এই ধ্যানযোগ সর্ব্বযোগশ্রেষ্ঠ। হে পার্ব্বতি! আমার মতে এই যোগ অপেক্ষা প্রধান যোগ আর নাই ॥৭০

আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া ॥ ৭১ ॥

যে ব্যক্তি আপন হৃদয়স্থিত সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ পরমাত্মার অর্চ্চনা না করিয়া বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অশুদ্ধচিত্ত মলিনাশয় জানিবে। যেমন আপন হস্তস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অন্নার্থী ব্যক্তিরা দেশে দেশে জীবন রক্ষার্থ ভ্রমণ করে, যাহারা অন্তর্যাগ না করিয়া বাহ্য পূজা করে, তাহাদিগেরও সেইরূপ দশা ঘটে ॥ ৭১ ॥

আত্মলিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭২ ॥

যে সাধক প্রতিদিন স্বশরীরস্থ পরমাত্মার উপাসনা করে, তাহারই ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই আমার আজ্ঞা, অতএব এবিষয়ে কোন বিচার করিবে না ॥ ৭২ ॥

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্য বায়ুপ্রবেশোঽপি সুষুম্নায়াং ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ৭৩ ॥

যে ব্যক্তি ছয়মাসকাল নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত যোগসাধনের অভ্যাস করে, তাহারই যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং সেই সাধকের প্রাণবায়ু নিশ্চয় সুষুম্নাছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করে ॥ ৭৩ ॥

মনোজয়ঞ্চ লভতে বায়ুবিন্দুবিধারণং।
ঐহিকামুষ্মিকী সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি মূলাধারপদ্মবিবরণং।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মূলাধারপদ্মের ধ্যান করিলে সেই সাধকের মনোজয়, অর্থাৎ তাহার মন বশীভূত হইয়া থাকে, তাহার বিন্দুপাত হয় না এবং বায়ুধারণের ক্ষমতা জন্মে। আর সেই সাধক ইহলোক ও পরলোকে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৭৪ ॥

দ্বিতীয়ন্তু সরোজং যল্লিঙ্গমূলে ব্যবস্থিতং। তদ্বাদিলান্তষড়্বর্ণং পরিভাস্বরষড়্দলং। স্বাধিষ্ঠানাভিধং তত্তু পঙ্কজং শোণরূপকং। বালাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি দেবী যত্রাস্তি রাকিণী ॥ ৭৫ ॥

মানবের লিঙ্গমূলে যে দ্বিতীয় পদ্ম অবস্থিত আছে, তাহার নাম স্বাধিষ্ঠান চক্র, ব ভ ম য র ল এই ছয় বর্ণ উক্ত পদ্মের সমুজ্জ্বল ষড়্ দল। এই ষড়্দল পদ্ম রক্তবর্ণ, এই পদ্মে বালাখ্য লিঙ্গ ও রাকিণীশক্তি অবস্থিতা আছেন, ইহারাই এই পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৭৫ ॥

যো ধ্যায়তি সদা দিব্যং স্বাধিষ্ঠানারবিন্দকং।
তস্য কামাঙ্গনাঃ সর্ব্বা ভজন্তে কামমোহিতাঃ ॥৭৬॥

যে সাধক উক্ত ষড়্দলান্বিত অতি মনোহর স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ধ্যান করে, কামরূপিণী দেবাঙ্গনারা কামে মোহিত হইয়া তাহার ভজনা করিতে ব্যগ্রা হন ॥ ৭৬ ॥

বিবিধঞ্চাশ্রুতং শাস্ত্রং নিঃশঙ্কো বৈ বদেদ্ধ্রুবং।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো লোকে চরতি নির্ভয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

যে ব্যক্তি উক্ত স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ধ্যান করিতে পারে, সেই সাধক অশ্রুতপূর্ব্ব বিবিধশাস্ত্র নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয়, তাহার শরীরে কোন রোগ থাকিতে পারে না এবং সেই সাধক নির্ভয়ে ত্রিভুবনে ভ্রমণ করিতে পারে ॥ ৭৭ ॥

মরণং খাদ্যতে তেন স কেনাপি ন খাদ্যতে। তস্য স্যাৎ পরমা সিদ্ধিরণিমাদিগুণান্বিতা। বায়ুঃ সঞ্চরতে দেহে রসবৃদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং। আকাশপঙ্কজগলৎপীযূষমপি বর্দ্ধতে ॥ ৭৮ ॥

ইতি স্বাধিষ্ঠানচক্রবিবরণং ॥ ২ ॥

স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ধ্যানকারী সাধক আপন মৃত্যুকে গ্রাস করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে অপরে গ্রাস করিতে পারে না, আর সেই সাধকের অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমন্বিত পরমা সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার সর্ব্বশরীরে প্রাণ বায়ু সঞ্চরণ করিতে থাকে, এইহেতু সেই সাধকের শরীরে সমধিক বলবৃদ্ধি হয় এবং ঐ ব্যক্তি সহস্রার গলিত পরমামৃত পান করিয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

তৃতীয়ং পঙ্কজং নাভৌ মণিপূরকসংজ্ঞকং।
দশারং ডাদিফান্তার্ণং শোভিতং হেমবর্ণকং ॥ ৭৯ ॥

মানবের নাভি মূলে যে তৃতীয় পদ্ম আছে, তাহার নাম মণিপূরচক্র, এই পদ্ম ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশ বর্ণে বিভূষিত, এই দশ বর্ণই উক্ত পদ্মের দশ দল স্বরূপ, এই দশদলপদ্ম স্বর্ণবর্ণ ও অতি সুশোভন ॥ ৭৯ ॥

রুদ্রাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি সর্ব্বমঙ্গলদায়কঃ।
তত্রস্থা লাকিনী নাম্না দেবী পরমধার্ম্মিকা ॥ ৮০ ॥

উক্ত মণিপূরচক্রে রুদ্র নামে সিদ্ধ লিঙ্গ ও লাকিনীনামে পরম ধার্ম্মিকা শক্তি আছেন, উক্ত লিঙ্গ সর্ব্ব মঙ্গলপ্রদ। এই লিঙ্গ ও শক্তি ইহারাই এই মণিপূরচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৮০ ॥

তস্মিন্ ধ্যানং সদা যোগী করোতি মণিপূরকে। তস্য পাতালসিদ্ধিঃ স্যান্নিরন্তরসুখাবহা। ইপ্সিতঞ্চ ভবেল্লোকে দুঃখরোগবিনাশনং। কালস্য বঞ্চনঞ্চাপি পরদেহপ্রবেশনং ॥ ৮১ ॥

যে যোগী উক্ত মণিপূর চক্রের নিরন্তর ধ্যান করেন, তাহার সর্ব্ব সুখাবহ পাতালসিদ্ধি হয়, সেই যোগীর কোন দুঃখ বা কোন প্রকার রোগ থাকে না, সে ইহলোকে আপন অভিলষিত সর্ব্বপ্রকার বস্তু লাভ করে, চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে এবং তাহার পরকায়াপ্রবেশে শক্তি জন্মে ॥ ৮১ ॥

জাম্বূনদাদিকরণং সিদ্ধানাং দর্শনং ভবেৎ।
ঔষধীদর্শনঞ্চাপি নিধীনাং দর্শনং ভবেৎ ॥ ৮২ ॥

ইতি মণিপূরচক্র বিবরণং ॥ ৩ ॥

মণিপূরচক্রের ধ্যানকারী যোগী স্বর্ণোৎপাদন করিতে পারে এবং দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয়, পৃথিবীস্থিত সমস্ত ঔষধি জানিতে পারে ও তাহার মৃত্তিকামধ্যগত ধনদর্শনে শক্তি জন্মে ॥ ৮২ ॥

হৃদয়েঽনাহতং নাম চতুর্থং পঙ্কজং ভবেৎ। কাদিঠান্তার্ণসংস্থানং দ্বাদশচ্ছদশোভিতং। অতিশোণং বায়ুবীজং প্রসাদস্থানমীরিতং ॥ ৮৩ ॥

মানবগণের হৃদয়দেশে যে চতুর্থ পদ্ম আছে, তাহার নাম অনাহতচক্র, এই পদ্মে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশ বর্ণ আছে, এই দ্বাদশ বর্ণই উক্ত অনাহত চক্রের দ্বাদশ দলস্বরূপ, এই চক্র অতিরক্তবর্ণ, ইহার মধ্যস্থলে "যং" এই বায়ুবীজ অবস্থিত আছে, ইহা অতি সুপ্রসন্ন স্থান ॥ ৮৩ ॥

পদ্মস্থং তৎপরং তেজো বাণলিঙ্গং প্রকীর্ত্তিতং।
তস্য স্মরণমাত্রেণ দৃষ্টাদৃষ্টফলং লভেৎ ॥ ৮৪ ॥

এই অনাহত পদ্মে পরম তেজস্বী রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন, ইহাকে স্মরণ করিলে সাধকের দৃষ্টাদৃষ্ট ফললাভ হয়, অর্থাৎ সেই সাধক ইহকালে ও পরকালে শুভফল ভোগ করে ॥ ৮৪ ॥

সিদ্ধঃ পিণাকী যত্রাস্তে কাকিনী যত্র দেবতা। এতস্মিন্ সততং ধ্যানং হৃৎপাথোজে করোতি যঃ। ক্ষুভ্যন্তে তস্য কান্তা বৈ কামার্ত্তা দিব্যযোষিতঃ॥ ৮৫॥

অপর ঐ অনাহত পদ্মে পিণাকীনামে সিদ্ধ লিঙ্গ ও কাকিনীনামে শক্তি আছেন, ইহাঁরাই উক্ত পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যে সাধক আপন হৃদয়মধ্যে ঐ অনাহত চক্রে উক্ত লিঙ্গ ও শক্তির ধ্যান করে, তাহার নিকট দেবাঙ্গনারাও কামার্ত্তা হইয়া চঞ্চলা হয়েন॥ ৮৫॥

জ্ঞানঞ্চাপ্রতিমং তস্য ত্রিকালবিষয়ন্তবেৎ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিঃ স্বেচ্ছয়া খগতাং ব্রজেৎ॥ ৮৬॥

যে সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করে, তাহার অতুল্য জ্ঞান জন্মে। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালজ্ঞান হয় এবং দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন শক্তি লাভ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক আকাশে গমন করিতে পারে॥৮৬॥

সিদ্ধানাং দর্শনঞ্চাপি যোগিনীদর্শনং তথা।
ভবেৎ খেচরসিদ্ধিশ্চ খেচরাণাং জয়স্তথা॥ ৮৭॥

অনাহতচক্রের ধ্যান করিলে দেবগণ ও যোগিনীগণের দর্শন লাভ করিতে পারে, খেচরত্ব শক্তি ও খেচরগণ সন্নিধানে জয় লাভ হয়॥ ৮৭॥

যোধ্যায়তি পরং নিত্যং বাণলিঙ্গং দ্বিতীয়কং।
খেচরী ভূচরীসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ৮৮॥

যে সাধক নিরন্তর দ্বিতীয় বাণলিঙ্গের ধ্যান করে, নিশ্চয় তাহার খেচরী ও ভূচরী সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে॥ ৮৮॥

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা গোপয়ন্তি পরন্ত্বিদং॥ ৮৯॥
ইতি অনাহতচক্রবিবরণং॥ ৪॥

পূর্ব্বোক্ত অনাহতপদ্ম ও বাণলিঙ্গ ধ্যানের মাহাত্ম্য কেহ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই অনাহতচক্রের ধ্যান গোপন করিয়া রাখিয়াছেন॥ ৮৯॥

কণ্ঠস্থানস্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধং নাম পঞ্চমং। সুহেমাভং (ধূম্রবর্ণং) স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতং। ছগলণ্ডোঽস্তি সিদ্ধোঽত্র শাকিনী চাধিদেবতা॥ ৯০॥

কণ্ঠস্থানে ধূম্রবর্ণ অথবা স্বর্ণবর্ণ যে পঞ্চম পদ্ম আছে, তাহার নাম বিশুদ্ধচক্র, এই পদ্মে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণ আছে, এই ষোড়শ স্বর উক্ত পদ্মের ষোড়শ দলস্বরূপ। আর এই পদ্মমধ্যে ছগলণ্ডনামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ ও হাকিনীনামে শক্তি আছেন, ইহারাই উক্ত পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা॥ ৯০॥

ধ্যানং করোতি যো নিত্যং স যোগীশ্বরপণ্ডিতঃ। কিন্তস্য যোগিনোঽন্যত্র বিশুদ্ধাখ্যে সরোরুহে। চতুর্ব্বেদা বিভাসন্তে সরহস্যা নিধেরিব॥ ৯১॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ চক্রের ধ্যান করে, সেই ব্যক্তি পণ্ডিত ও যোগীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর উক্ত যোগী এই চক্রের ধ্যানবলে ঐ পদ্মমধ্যে সরহস্য চতুর্ব্বেদ রত্নবৎ প্রকাশ পাইতেছে দেখিতে পায়॥৯১॥

রহঃস্থানে স্থিতো যোগী যদা ক্রোধবশো ভবেৎ।
তদা সমস্তং ত্রৈলোক্যং কম্পতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯২॥

উক্ত যোগী কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ঐ বিশুদ্ধ চক্রের ধ্যান করিতে করিতে যদি ক্রোধান্বিত হয়, তাহা হইলে ঐ ক্রোধ দর্শনে ত্রিভুবন কম্পিত হয়, ইহার সংশয় নাই॥ ৯২॥

ইহ স্থানে মনো যস্য দৈবাদ্যাতি লয়ং যদা।
তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য স্বান্তরে রমতে ধ্রুবং॥ ৯৩॥

কণ্ঠস্থিত ষোড়শদল বিশুদ্ধ পদ্মে যদি কোন যোগীর মনোলয় হয়, তাহা হইলে সেই যোগী সমস্ত বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শরীরাভ্যন্তরেই রমণ করিতে থাকে। একবার বিশুদ্ধ পদ্মে মনোনিবেশ হইলে সেই সাধকের আর সংসারে মনোনিবেশ হয় না॥ ৯৩॥

তস্য নক্ষতি সায়াতি স্বশরীরস্য শক্তিতঃ।
সংবৎসরসহস্রেপি বজ্রাতিকঠিনস্য বৈ॥ ৯৪॥

যে যোগী বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ধ্যান করিতে সমর্থ হয়, তাহার শরীর বজ্রাপেক্ষাও কঠিন হইয়া থাকে। তাহার শরীরে কোন রোগ হইতে পারে না এবং সেই সাধক বহুসম্বৎসর পর্য্যন্ত সানন্দচিত্তে জীবিত থাকিতে পারে॥ ৯৪॥

যদা ত্যজতি তদ্ধ্যানং যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
তদা বর্ষসহস্রাণি তৎক্ষণং মন্যতে কৃতী॥ ৯৫॥
ইতি বিশুদ্ধচক্রবিবরণং॥ ৫॥

যখন যোগী ব্যক্তি বিশুদ্ধচক্র ধ্যান করিয়া সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক সেই ধ্যান পরিত্যাগ করে, তখন সেই যোগী পুরুষ এই পৃথিবীতে বহুসম্বৎসরকেও ক্ষণকাল জ্ঞান করে, অর্থাৎ তাহার পরমায়ু এইরূপ বৃদ্ধি হয় যে, বহুবৎসর গত হইলেও সে তাহা লক্ষ্য করে না॥ ৯৫॥

আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্ম্মধ্যং হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকং।
শুক্লাখ্যং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী॥ ৯৬॥

মানবের ভ্রূযুগলের মধ্যে শুক্লবর্ণ দ্বিদল পদ্ম আছে, তাহাকে আজ্ঞাপুরচক্র বলে। এই পদ্মে "হ ক্ষ" এই দুই বর্ণ আছে, ইহারা উক্ত পদ্মের দুই দল। এই পদ্মে শুক্লনামে মহাকালরূপী সিদ্ধ লিঙ্গ ও হাকিনী নামে শক্তি আছেন, ইহাঁরাই এই আজ্ঞাপুরচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই লিঙ্গকে তন্ত্রান্তরে অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়াছেন॥ ৯৬॥

শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতং।
পুমান্ পরমহংসোঽয়ং যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদতি॥ ৯৭॥

উক্ত আজ্ঞাপুর পদ্মের কর্ণিকামধ্যে শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শুক্লবর্ণ ঠং এই চন্দ্রবীজ দীপ্তিমান আছে। পরমহংস পুরুষেরা এই বীজ

ধ্যান করিয়া থাকেন এবং এই ধ্যানবলে কদাচ তাঁহারা অবসন্ন হয়েন না ॥ ৯৭ ॥

এতদেব পরং তেজঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু মন্ত্রিণঃ।
চিন্তয়িত্বা পরাং সিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥

তেজঃপুঞ্জস্বরূপ এই আজ্ঞাপুরচক্রের বিষয় সর্ব্বতন্ত্রেই গোপন করিয়াছেন, সাধক ব্যক্তিরা এই চক্রের চিন্তা করিয়াই পরমা সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই ॥ ৯৮ ॥

তুরীয়ং ত্রিতয়ং লিঙ্গং তদাহং মুক্তিদায়কঃ।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৎসমো ভবতি ধ্রুবং ॥ ৯৯ ॥

হে পার্ব্বতি! শিরোপরি সহস্রদলকমলে যে লিঙ্গ আছে, আমিই সেই লিঙ্গরূপী এবং মুক্তিদায়ক। যোগী পুরুষ এই পদ্মের ধ্যান করিলে তৎক্ষণাৎ সারূপ্য লাভ করে ॥ ৯৯ ॥

ইড়াহি পিঙ্গলাখ্যাতা বরণাসীতিহোচ্যতে।
বারাণসী তয়োর্ম্মধ্যে বিশ্বনাথোত্র ভাষিতঃ ॥ ১০০ ॥

মানবের শরীরমধ্যে যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে খ্যাত দুইটি নাড়ী আছে, তাহাদিগকে যথাক্রমে বরণা ও অসি নামে দুই নদী বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই দুই নাড়ীর মধ্যে যে স্থান আছে, তাহার নাম বারাণসী। স্বয়ং বিশ্বনাথ এইরূপ স্বীয় শরীরমধ্যে বারাণসী নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১০০ ॥

এতৎ ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
শাস্ত্রেষু বহুধাঃ প্রোক্তং পরং তত্ত্বং সুভাষিতং ॥১০১॥

পরমতত্ত্বদর্শী ঋষিগণ উক্ত আজ্ঞাপুরচক্রের মাহাত্ম্য নানাশাস্ত্রে নানাপ্রকারে কহিয়াছেন, সুতরাং এই চক্রের মাহাত্ম্য অতি আশ্চর্য্য ॥ ১০১ ॥

সুষুন্না মেরুণা যাতা ব্রহ্মরন্ধ্রং যতোঽস্তি বৈ। ততশ্চৈষা পরাবৃত্ত্যা তদাজ্ঞাপদ্মদক্ষিণে। বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেতি পরিগীয়তে ॥ ১০২ ॥

শরীরমধ্যে যে স্থানে ব্রহ্মরন্ধ্র আছে, সুষুম্নানাড়ী মেরুদণ্ড সহযোগে ঐ স্থানে গমন করিয়াছে, অনন্তর তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আজ্ঞাপুরচক্রের দক্ষিণভাগ দিয়া বামনাসাপুটে গমন করিয়াছে, ইহাকেই গঙ্গানামে উক্ত করিয়াছেন ॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎপদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতং। তত্র কন্দে হি যা যোনি স্তস্যাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ। ত্রিকোণাকারতস্তস্যা সুধা ক্ষরতি সন্ততং। ইড়ায়ামমৃতং তত্র সমঃ স্রবতি চন্দ্রমাঃ। অমৃতং বহতে ধারা ধারারূপং নিরন্তরং। বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেত্যুক্তা হি যোগিভিঃ ॥ ১০৩ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে যে সহস্রদল পদ্ম অবস্থিত আছে, ঐ সহস্রার পদ্মের মূলদেশে যে যোনি আছে, সেই ত্রিকোণাকার যোনিমধ্যে চন্দ্র বর্ত্তমান আছেন, এই চন্দ্র হইতে নিরন্তর সুধা ক্ষরিত হইতেছে। এই অমৃত ইড়ানাড়ীদ্বারা ক্ষরিত হইয়া থাকে এবং ঐ স্রোতোরূপ অমৃতধারা নিরন্তর বামনাসাপুটে গমন করে, এই নিমিত্ত যোগিগণ ঐ ইড়ানাড়ীকে গঙ্গা বলিয়া থাকেন ॥ ১০৩ ॥

আজ্ঞাপঙ্কজদক্ষাংশাদ্বামনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহেতি তত্রেড়া বরণা সমুদাহৃতা ॥ ১০৪ ॥

ইড়ানাড়ী আজ্ঞাপুরচক্রের দক্ষিণভাগ দিয়া বামনাসাপুটে গমন করিয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাকে উত্তরবাহিনী বলা যায়। অপর শাখা ঐ আজ্ঞাপুরচক্রের উত্তরভাগ দিয়া গমন করিয়াছে, ইহার নাম বরণা হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

ততোঽদ্বয়মিহ স্থানে বারাণস্যান্ত চিন্তয়েৎ। তদাকারা পিঙ্গলাপি তদাজ্ঞাকমলান্তরে। দক্ষনাসাপুটে যাতি প্রোক্তাস্মাভিরসীতি বৈ ॥ ১০৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণবশতই মানবশরীরে ইড়া ও পিঙ্গলা এই নাড়ীদ্বয়ের মধ্যগত স্থানকে বারাণসীরূপে চিন্তা করিবে। যেরূপ ইড়ানাড়ী আজ্ঞাপুরচক্রের দক্ষিণাংশ দিয়া বামনাসিকাতে গমন করিয়াছে, পিঙ্গলানাড়ী সেইরূপ আজ্ঞাপুরচক্রের বামাংশ দিয়া দক্ষিণনাসাপুটে আসিয়াছে, এই নিমিত্ত আমরা উক্ত পিঙ্গলাকে অসি নামে কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ১০৫ ॥

মূলাধারে হি যৎপদ্মং চতুষ্পত্রং ব্যবস্থিতং।
তত্র মধ্যে হি যা যোনি স্তস্যাং সূর্য্যো ব্যবস্থিতঃ ॥১০৬

মূলাধারে যে চতুর্দ্দল পদ্ম অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে যে যোনি রহিয়াছে, তাহাতে সূর্য্য অবস্থিত আছেন ॥ ১০৬ ॥

তৎসূর্য্যমণ্ডলদ্বারং বিষং ক্ষরতি সন্ততং।
পিঙ্গলায়াং বিষং যত্র স্বয়ং যাত্যতি তাপনং ॥ ১০৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে সূর্য্যের উল্লেখ আছে, সেই সূর্য্য হইতে বিষময় জলধারা নিয়ত ক্ষরণ হইতেছে, অতি প্রতপ্ত সেই বিষজল পিঙ্গলানাড়ীতে প্রবেশ করে ॥ ১০৭ ॥

বিষং তত্র বহন্তী যা ধারারূপং নিরন্তরং।
দক্ষনাসাপুটে যাতি কল্পিতেয়ন্ত পূর্ব্ববৎ ॥ ১০৮ ॥

পিঙ্গলানাড়ী পূর্ব্বোক্ত বিষজলধারা নিরন্তর বহন করিতেছে। আর যেরূপ ইড়ানাড়ী বামনাসাপুটে গমন করিয়াছে, সেইরূপ পিঙ্গলানাড়ীও দক্ষিণনাসাতে গমন করিয়াছে ॥ ১০৮ ॥

আজ্ঞাপঙ্কজবামস্যাদ্দক্ষনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহা পিঙ্গলাপি পুরাসীতি প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০৯ ॥

পিঙ্গলানাড়ী আজ্ঞাপুরচক্রের বামদিক হইতে দক্ষিণনাসাপুটে উত্তরবাহিনী হইয়া গমন করিয়াছে, এই নিমিত্ত ইহা অসি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ১০৯ ॥

আজ্ঞাপদ্মমিদং প্রোক্তং পত্রং প্রোক্তং মহেশ্বরঃ। পীঠত্রয়ং ততশ্চোর্দ্ধং নিরুক্তং যোগচিন্তকৈঃ। তদ্বিন্দু-নাদশক্ত্যাখ্যো ভালপদ্মে ব্যবস্থিতঃ॥ ১১০॥

পূর্ব্বে যে আজ্ঞাপুর পদ্ম ও তাহার পত্র উক্ত হইয়াছে, তাহার উর্দ্ধে পীঠত্রয় অবস্থিত রহিয়াছে। তত্ত্বচিন্তক যোগিগণ এইরূপে আজ্ঞাপুর-চক্রের বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন। ঐ পীঠত্রয় বিন্দু, নাদ ও শক্তি নামে বিখ্যাত এবং কপালপদ্মে ইহা ব্যবস্থিত আছে॥ ১১০॥

যঃ করোতি সদা ধ্যানমাজ্ঞাপদ্মস্য গোপিতং।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম বিনশ্যেদবিরোধতঃ॥ ১১১॥

যে সাধক নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত সুগোপিত দ্বিদলপদ্মরূপ আজ্ঞাচক্র ধ্যান করে, তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম সকল অবিরোধে বিনাশ পাইয়া থাকে॥ ১১১॥

ইহ স্থিতো যদা যোগী ধ্যানং কুর্য্যান্নিরন্তরং।
তদা করোতি প্রতিমা প্রতিজল্পমনর্থবৎ॥ ১১২॥

যখন যোগী পুরুষ বর্ত্তমান শরীরে যোগনির্ভরচিত্তে নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাপুরচক্রের ধ্যান করেন, তখনই সেই যোগী পুরুষের প্রতিমা পূজাদি জল্পনামাত্র বলিয়া জ্ঞান হইবে। অর্থাৎ যোগিগণ আন্তরিক ধ্যানাদি কার্য্যে নিয়তচিত্ত হইলে তাহাদের বাহ্য পূজাদিতে অনুরাগমাত্রও থাকে না॥ ১১২॥

যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা অপ্সরোগণকিন্নরাঃ।
সেবন্তে চরণন্তস্য সর্ব্বে তস্য বশানুগাঃ॥ ১১৩॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অন্তর্যজন কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরা প্রভৃতি সকলই তাহার বশীভূত হইয়া চরণ সেবা করিয়া থাকেন, সুতরাং উক্ত সাধকের প্রতিমা পূজাদি বাহ্য যাগের কোন আবশ্যক নাই॥ ১১৩॥

করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাং। লম্বি-কোর্দ্ধেষু গর্ত্তেষু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহং। অস্মিন্ স্থানে মনো যস্য ক্ষণার্দ্ধং বর্ত্ততে চলং। তস্য সর্ব্বাণি পাপানি সংক্ষয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ১১৪॥

যোগিগণ মরণাদিভয়াপহারী ধ্যান করিয়া যদি রসনাকে বিপরীত গামিনী ও উর্দ্ধলম্বিকগর্ত্তে অর্থাৎ তালুমূলে প্রবিষ্ট কপতঃ ক্ষণার্দ্ধকাল মাত্র মনকে অচলভাবে রাখিতে পারে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই যোগীর সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে॥ ১১৪॥

যানি যানীহি প্রোক্তানি পঞ্চ পদ্মে ফলানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি সুতরামেতজ্জ্ঞানাদ্ভবন্তি হি॥ ১১৫॥

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ, এই পঞ্চ চক্র ধ্যানের যে সকল ফল আমি নিরূপণ করিয়াছি, একমাত্র এই আজ্ঞাপুর-চক্রের ধ্যান করিলে সেই সমুদায় ফললাভ হইয়া থাকে॥ ১১৫॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসমাজ্ঞাপদ্মে বিচক্ষণঃ।
বাসনায়া মহাবন্ধং তিরস্কৃত্য প্রমোদতে॥ ১১৬॥

যে বিচক্ষণ সাধক আজ্ঞাপুরচক্রে মনঃস্থাপনার্থ সর্ব্বদা যোগ অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি সংসারবাসনা তিরস্কার করিয়া নিরন্তর আনন্দ ভোগ করিতে থাকে॥ ১১৬॥

প্রাণপ্রয়াণসময়ে তৎপদ্মং যঃ স্মরন্ সুধীঃ।
ত্যজেৎ প্রাণান্ স ধর্ম্মাত্মা পরমাত্মনি লীয়তে॥ ১১৭॥

যদি কোন সাধক প্রাণপ্রয়াণের সময় উপস্থিত হইলে এই আজ্ঞাপুরচক্র স্মরণ করিতে করিতে প্রাণবিসর্জন করে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মপরায়ণ সাধক পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়॥ ১১৭॥

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ জাগ্রন্ যোধ্যানং কুরুতে নরঃ।
পাপকর্ম্ম বিকুর্ব্বাণো নহি মজ্জতি কিল্বিষে॥ ১১৮॥

যে সাধক অবস্থান কালে, গমন কালে, শয়ন কালে, নিদ্রা সময়ে ও জাগ্রদবস্থায় নিরন্তর উক্ত চক্র সমূহের ধ্যান করে, সেই ব্যক্তি পাপকর্ম্মে নিরত হইলেও সেই পাপে লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাহাকে ঐ সকল পাপের ফলভোগ করিতে হয় না॥ ১১৮॥

যোগী বন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ স্বীয়য়া প্রভয়া স্বয়ং। দ্বিদল-ধ্যানমাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে। ব্রহ্মাদিদেবতা-শ্চৈব কিঞ্চিন্মত্তোবিদন্তি তে॥ ১১৯॥

ইতি আজ্ঞাপুরচক্রমাহাত্ম্যং॥ ৬॥

দ্বিদল আজ্ঞাপুরচক্রের ধ্যান করিলে সাধক স্বীয়তেজঃপ্রভাবে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। অতএব উক্ত ষট্‌চক্রের ধ্যান করিলে যে, কিরূপ মহাত্মা হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ব্রহ্মাদি দেবগণও ইহার মাহাত্ম্য সম্যক্ জানেন না, তাঁহারা আমার নিকট উপদেশ পাইয়া কিঞ্চিন্মাত্র জানিয়াছেন॥ ১১৯॥

অত উর্দ্ধং তালুমূলে সহস্রারং সুশোভনং।
অস্তি যত্র সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতং॥ ১২০॥

এই আজ্ঞাপুরচক্রের উর্দ্ধে তালুমূলে অতি সুশোভন সহস্রদল পদ্ম আছে, এই সহস্রদল পদ্মে সুষুম্না নাড়ীর সচ্ছিদ্র মূল অবস্থিত রহিয়াছে॥ ১২০॥

তালুমূলে সুষুম্নাস্য অধোবক্ত্রা প্রবর্ত্ততে। মূলাধারণ-যোন্যন্তা সর্ব্বনাড়ীসমাশ্রিতাঃ। তাবীজভূতা তত্ত্বস্য ব্রহ্ম মার্গপ্রদায়িকাঃ॥ ১২১॥

তালুমূলে সুষুম্না নাড়ীর মুখ রহিয়াছে, এই নাড়ী অধোমুখে বর্ত্তমান আছে। ইহা মূলাধারাবধি যোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অন্যান্য নাড়ী সকল এই সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই নাড়ী ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের পথপ্রদর্শিনী এবং তত্ত্বজ্ঞানের মূল কারণ॥ ১২১॥

তালুস্থানে চ যৎপদ্মং সহস্রারং পুরাহিতং।
তৎকন্দে যোনিরেকাস্তি পশ্চিমাভিমুখী মতা॥১২২॥

তালুমূলে যে সহস্রার পদ্ম উক্ত হইয়াছে, তাহার তালু প্রদেশে অধোমুখ ত্রিকোণাকার এক যন্ত্র আছে ॥ ১২২ ॥

তস্যা মধ্যে সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতং।
ব্রহ্মরন্ধ্রং তদেবোক্তমামূলাধারপঙ্কজং ॥ ১২৩ ॥

সহস্রারের মূলে যে যন্ত্র আছে, তাহার মধ্যেই সুষুম্না নাড়ীর মূল, ইহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলে, আর ইহাকে মূলাধার পদ্মও বলা যায় ॥ ১২৩॥

ততস্তদ্রন্ধ্রে তচ্ছক্তিঃ সুষুম্না কুণ্ডলী সদা। সুষুম্নায়াং সদা শক্তিশ্চিত্রাস্যান্মম বল্লভে। তস্যাং মম মতে কার্য্যা ব্রহ্মরন্ধ্রাদিকল্পনা ॥ ১২৪ ॥

উক্ত সুষুম্নানাড়ীর রন্ধ্র মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। হে প্রাণপ্রিয়ে! সুষুম্নানাড়ীতে যে চিত্রা নামে শক্তি আছে, আমার মতে সেই চিত্রাতেই ব্রহ্মরন্ধ্রাদি কল্পনা করা যায় ॥ ১২৪ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ১২৫ ॥

উক্ত সহস্রার পদ্মের স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের ক্ষমতা জন্মে, সকল পাপ ক্ষয় পায় এবং সেই সাধকের পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১২৫ ॥

প্রবেশিতং চলাঙ্গুষ্ঠং মুখে স্বস্য নিবেশয়েৎ।
তেনাত্র ন বহত্যেব দেহচারী সমীরণঃ ॥ ১২৬ ॥

সাধক স্বীয় মুখমধ্যে প্রকাশিত ও প্রচলিত অঙ্গুষ্ঠকে নিবেশিত করিবে, ইহাতে সেই যোগীর দেহগত বায়ু প্রবাহিত হয় না, সর্ব্বদা স্থির হইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥

যেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতীত্যেব সর্ব্বদা। তদর্থং যে প্রবর্ত্তন্তে যোগী ন প্রাণধারণে। তত এবাখিলা নাড়ী বিরুদ্ধা চাষ্টবেষ্টনং। ইয়ং কুণ্ডলিনী শক্তী রন্ধ্রং ত্যজতি নান্যথা ॥ ১২৭ ॥

যে সকল কার্য্য করিলে জীব সর্ব্বদা এই সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে, সকল সময় যাহারা সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, কখনও প্রাণধারণে অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে স্থির রাখিতে যত্ন করে না, তাহাদিগের নাড়ী সকল অষ্ট প্রকার বন্ধনে অবরুদ্ধ থাকে, অর্থাৎ কামক্রোধাদি অষ্ট দোষে আবদ্ধ হয়। অতএব যোগসাধনদ্বারা নাড়ীকে সরল করিবে, তাহা হইলেই কুণ্ডলিনী শক্তি চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তি পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহার অন্যথা হয় না ॥ ১২৭ ॥

যদা পূর্ণাসু সর্ব্বাসু সন্নিরুদ্ধানিলা তদা।
বন্ধত্যাগে কুণ্ডলীস্যা মুখং রন্ধ্রাদ্বহির্ভবেৎ ॥ ১২৮ ॥

যখন প্রাণবায়ুর অবরোধদ্বারা সমস্ত নাড়ীতে বায়ু পূর্ণ হয়, তখন কুণ্ডলিনীর মুখ ব্রহ্মরন্ধ্র পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে বাহির হইয়া যায় ॥ ১২৮ ॥

সুষুম্নায়াং সদৈবায়ং বহেৎ প্রাণসমীরণঃ। মূলপদ্মস্থিতা যোনির্ব্বামদক্ষিণকোণতঃ। ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না যোনিমধ্যগা ॥ ১২৯ ॥

যখন উক্তরূপে সুষুম্নার মুখ ব্রহ্মরন্ধ্র পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন প্রাণবায়ু কেবল সুষুম্নানাড়ীতে বহিতে থাকে এবং মূলাধার পদ্মস্থিত যোনিমণ্ডল ও বামদক্ষিণ কোণ হইতে ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে যোনিমণ্ডলে সুষুম্নার গতি হয় ॥ ১২৯ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রস্তু তত্রৈব সুষুম্নাধারমণ্ডলে।
যো জানাতি স মুক্তঃ স্যাৎ কর্ম্মবন্ধাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৩০ ॥

আধার মণ্ডলে যে সুষুম্না ছিদ্র আছে, তাহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলা যায়। যে বিচক্ষণ যোগী উক্ত ব্রহ্মরন্ধ্র জানেন, তিনিই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন ॥ ১৩০ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে তাসাং সঙ্গমঃ স্যাদসংশয়ঃ।
যস্মিন্ স্নানে স্নাতকানাং মুক্তিঃ স্যাদবিরোধতঃ ॥১৩১॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সঙ্গম হয়, এই সঙ্গম স্থানকে প্রয়াগ বলে, এই স্থানে স্নান করিলে স্নানকারী ব্যক্তিদিগের অবিরোধে মুক্তি লাভ হয় ॥ ১৩১ ॥

গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে বহত্যেবা সরস্বতী।
তাসান্তু সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাং গতিং ॥১৩২॥

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে সরস্বতী নদী বহিতেছে, ইহাদিগের সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে জীব মাত্রই পরমাগতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥

ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যা সরস্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোতি দুর্ল্লভঃ ॥১৩৩॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইড়ানাড়ীকে গঙ্গা, পিঙ্গলাকে যমুনা এবং উক্ত উভয় নাড়ীর মধ্যগতা সুষুম্নানাড়ীকে সরস্বতী বলা যায়, ইহাদিগের সঙ্গমস্থল অতি দুর্ল্লভ ॥ ১৩৩ ॥

সিতাসিতে সঙ্গমে যো মনসা স্নানমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ১৩৪ ॥

উক্ত ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গম স্থানে যে সাধক মানসিক স্নান করে, সেই সাধক সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া সনাতন পরমব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩৪ ॥

ত্রিবেণ্যাং সঙ্গমে যো বৈ পিতৃকর্ম্ম সমাচরেৎ।
তারয়িত্বা পিতৄন্ সর্ব্বান্ স যাতি পরমাং গতিং ॥১৩৫॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলে যে ব্যক্তি পিতৃলোকের তর্পণাদি ক্রিয়া সমাচরণ করে, সেই সাধক সমস্ত পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া স্বয়ং পরমাগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৫ ॥

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
মনসা চিন্তয়িত্বা তু সোঽক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৬ ॥

যে ব্যক্তি উক্ত ত্রিবেণীসঙ্গমে প্রতিদিন নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্মাদি আচরণ করে কিম্বা মনে মনে চিন্তা করিতে পারে, সেই ব্যক্তির অক্ষয় ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩৬ ॥

সকৃদ্যঃ কুরুতে স্নানং স্বর্গে সৌখ্যং ভুনক্তি সঃ।
দগ্ধ্বান্ পাপানশেষান্ বৈ যোগী শুদ্ধমতিঃ স্বয়ং ॥১৩৭॥

যে শুদ্ধাত্মা সাধক একবারমাত্র ত্রিবেণীসঙ্গমস্থলে স্নান করে, সেই ব্যক্তি পাপরাশি দগ্ধ করিয়া স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে পারে ॥ ১৩৭ ॥

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাঙ্গতোপি বা।
স্নানাচরণমাত্রেণ পূতো ভবতি নান্যথা ॥ ১৩৮ ॥

সাধক ব্যক্তি পবিত্রই হউক কি অপবিত্রই হউক অথবা যে কোন অবস্থাপন্নই হউক, উক্ত ত্রিবেণীসঙ্গমস্থলে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সে পবিত্র হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না ॥ ১৩৮ ॥

মৃত্যুকালে প্লুতং দেহং ত্রিবেণ্যাঃ সলিলে সদা।
বিচিন্ত্য যস্ত্যজেৎ প্রাণান্ স তদা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥১৩৯

যদি কোন সাধক মৃত্যুসময়ে এইরূপ চিন্তা করিতে পারে যে, আমি ত্রিবেণীসলিলে আপ্লুত হইতেছি এবং এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মুক্তিপদ পায় ॥১৩৯॥

নাতঃ পরতরং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
গোপ্তব্যং স প্রযত্নেন ন চাখ্যেয়ং কদাচন ॥ ১৪০ ॥

উক্ত ত্রিবেণীসঙ্গম যেরূপ গুহ্যতম তীর্থ, এইরূপ পরম গোপনীয় ও পবিত্র তীর্থ আর নাই, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই তীর্থ গোপন করিয়া রাখিবে, কদাচ সাধারণের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না ॥ ১৪০ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে মনোদত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১৪১ ॥

যদি কোন সাধক ব্রহ্মরন্ধ্রে মনঃস্থাপন করত ক্ষণকালমাত্র স্থির থাকিতে পারে, তাহা হইলে সেই সাধক সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করিতে পারে ॥ ১৪১ ॥

অস্মিন্ লীনং মনো যস্য স যোগী ময়ি লীয়তে।
অণিমাদিগুণান্ ভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৪২ ॥

যাহার মন ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হয়, সেই পুরুষোত্তম যোগী স্বেচ্ছানুসারে ইহলোকে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করত দেহাবসানে আমাতে লয় পাইয়া থাকে ॥ ১৪২ ॥

এতদ্ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রেণ মর্ত্ত্যঃ সংসারেস্মিন্ বল্লভো মে ভবেৎ সঃ। পাপং জিত্বা মুক্তিমার্গাধিকারী জ্ঞানং দত্ত্বা তারয়ত্যদ্ভুতং বৈ ॥ ১৪৩ ॥

যে ব্যক্তি এই সংসারে থাকিয়াও ব্রহ্মরন্ধ্রের তত্ত্ব জানিতে পারে, সেই যোগী আমার অতি প্রিয়পাত্র হয় এবং উক্ত সাধক পাপরাশি জয় করিয়া মুক্তিপদের অধিকারী হইতে পারে। আর উক্ত যোগী অপরাপরকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৪৩ ॥

চতুর্ম্মুখাদিত্রিদশৈ-রগম্যং যোগিবল্লভং।
প্রযত্নেন সুগোপ্যং তদ্ব্রহ্মরন্ধ্রং ময়োদিতং ॥ ১৪৪ ॥

পার্ব্বতি! আমি যে জ্ঞানযোগের উপদেশ করিলাম, ইহা আমার অতি প্রিয় এবং এই জ্ঞানমার্গ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অগম্য, অতএব এই যোগশাস্ত্র সর্ব্বপ্রযত্নে গোপন করিয়া রাখিবে ॥ ১৪৪ ॥

পুরা ময়োক্তা যা যোনিঃ সহস্রারসরোরুহে।
তদধো বর্ত্ততে চন্দ্র স্তদ্ধ্যানং ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ১৪৫ ॥

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সহস্রদলপদ্মমধ্যে যোনিমণ্ডল আছে এবং সহস্রদলপদ্মের অধোভাগে চন্দ্রমণ্ডল রহিয়াছে, যোগিগণ অবশ্য সেই চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান করিবে ॥ ১৪৫ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
পূজ্যো ভবতি দেবানাং সিদ্ধানাং সম্মতো ভবেৎ ॥১৪৬

পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান করিলে যোগী পুরুষেরা পৃথিবীতলে সকলের পূজ্য হইয়া থাকেন এবং তিনি দেবলোক ও সিদ্ধলোকদিগের সম্মত পুরুষ হয়েন ॥ ১৪৬ ॥

শিরঃকপালবিবরে ধ্যায়েদ্দুগ্ধমহোদধিং।
তত্র স্থিতা সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥

শিরঃস্থিত তালুরন্ধ্রমধ্যে যে দুগ্ধসাগর আছে, যোগিগণ ঐ দুগ্ধসমুদ্রের ধ্যান করিবে এবং এইরূপ ধ্যানে অবস্থিত হইয়া সহস্রদলকমল মধ্যে চন্দ্রকে চিন্তা করিবে ॥ ১৪৭ ॥

শিরঃকপালে বিবরে দ্বিরষ্টকলয়া যুতঃ। পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনং। নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাত্রি-দিনে পশ্যতি ধ্রুবং। দৃষ্টিমাত্রেণ পাপৌঘং দহত্যেব স সাধকঃ ॥ ১৪৮ ॥

শিরঃস্থিত কপালমধ্যগতবিবরে ষোড়শকলাযুক্ত নিরঞ্জন [illegible] অমৃতরশ্মি চন্দ্রকে ভাবনা করিবে। তিন দিবস উক্তরূপে [illegible] করিলেই সেই ধ্যেয়দেবকে দেখিতে পায় এবং তাহার [illegible] পাপরাশি দগ্ধ করিয়া পবিত্র হইতে পারে ॥ ১৪৮ ॥

অনাগতঞ্চ স্ফুরতি চিত্তশুদ্ধির্ভবেৎ খলু।
সদ্যঃ কৃত্বাপি দহতি মহাপাতকপঞ্চকং [illegible]

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ধ্যান করিয়া সিদ্ধিলাভ [illegible] চিত্তে সর্ব্বদা অনাগত বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হইয়া [illegible] হয়, আর ক্ষণকালমাত্র উক্তরূপ ধ্যান [illegible] মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ১৪৯ ॥

আনুকূল্যং গ্রহা যান্তি সর্ব্বে নশ্যন্ত্যপদ্রবাঃ। উপসর্গাঃ সমং যান্তি যুদ্ধে জয়মবাপ্নুয়াৎ। খেচরী ভূচরী সিদ্ধির্ভবেচ্ছিরেন্দুদর্শনাৎ। ধ্যানাদেব ভবেৎ সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। সততাভ্যাসযোগেন সিদ্ধো ভবতি নান্যথা। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং মমতুল্যো ভবেদ্‌ধ্রুবং। যোগশাস্ত্রেঽপ্যভিরতং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কং ॥১৫০

ইতি আজ্ঞাপুরচক্রবর্ণনং।

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ধ্যানকারী যোগীর সকল বিরুদ্ধগ্রহ অনুকূল হয়, সমস্ত উপদ্রবের শান্তিহয়, সকল উপসর্গ বিনাশ পায়, যুদ্ধে জয়লাভ হয়, খেচরী ও ভূচরী সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ সে অনায়াসে আকাশে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারে। শিরঃস্থিত চন্দ্রের ধ্যানবলে নিশ্চয় উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে, আর সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে সেই ব্যক্তি সিদ্ধ হইতে পারে, ইহার অন্যথা হয় না। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় সেই সাধক আমার তুল্য হয়। আর এই যোগশাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির কারণ ॥ ১৫০ ॥

অত ঊর্দ্ধং দিব্যরূপং সহস্রারং সরোরুহং।
ব্রহ্মাণ্ডাখ্যস্য দেহস্য বাহে তিষ্ঠতি মুক্তিদং ॥ ১৫১ ॥

আজ্ঞাপুরচক্রের উপরিভাগে তালুমূলের ঊর্দ্ধে দিব্যরূপী সহস্রদলপদ্ম আছে, এই পদ্ম মুক্তিপ্রদ এবং ইহা ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের বহির্ভাগে অবস্থিত ॥ ১৫১ ॥

কৈলাসো নাম তস্যৈব মহেশো যত্র তিষ্ঠতি।
অকুলাখ্যো বিলাসী চ ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৫২ ॥

উক্ত সহস্রদলপদ্মের নাম কৈলাস, এই কৈলাসাখ্য সহস্রদলপদ্ম মহেশ্বরের নিত্য অধিষ্ঠান স্থান, আর যিনি মহেশ্বরাখ্য পরম শিব, তাহাকেই অকুলবলে, তিনি নিত্যবিলাসী, তাঁহার ক্ষয়বৃদ্ধি নাই ॥ ১৫২ ॥

স্থানস্যাস্য জ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং সংসারেঽস্মিন্ সম্ভবো নৈব ভূয়ঃ। ভূতগ্রামং সন্ততাভ্যাসযোগাৎ কর্ত্তুং হর্ত্তুং স্যাচ্চ শক্তিঃ সমগ্রা ॥ ১৫৩ ॥

যে সহস্রারপদ্মের জ্ঞানমাত্র জীবসকলের ইহ সংসারে পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি হয়, যদি কোন সাধক সর্ব্বদা সেই সহস্রারপদ্মের জ্ঞানযোগসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বিশ্বসৃষ্টি ও বিশ্বসংহারের ক্ষমতা জন্মে ॥ ১৫৩ ॥

স্থানে পরে হংসনিবাসভূতে কৈলাসনাম্নীহ নিবিষ্টচেতাঃ। যোগী হতব্যাধিরধঃ কৃতাধিরায়ুশ্চিরং জীবতি মৃত্যুমুক্তঃ ॥ ১৫৪ ॥

যে যোগী কৈলাসাখ্য পরমহংসনিবাসস্বরূপ সহস্রার নামক পরমস্থানে চিত্তনিবেশ করিতে পারে, তাহার শরীরে কখনও কোন পীড়া হইতে পারে না এবং সে মৃত্যুকে জয় করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে॥১৫৪

চিত্তবৃত্তির্যদা লীনঃ কুলাখ্যে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধিসাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ ॥১৫৫॥

যখন কোন সাধকের চিত্তবৃত্তি পরমেশ্বরে বিলীন হয়, তখন সেই যোগীপুরুষের চিত্ত সমাধিদ্বারা সাম্য হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ তাহার চিত্তের চাঞ্চল্য থাকে না, কেবল পরমাত্মাতে অনুরক্ত থাকে ॥ ১৫৫ ॥

নিরন্তরকৃতধ্যানাজ্জগদ্বিস্মরণং ভবেৎ।
তদা বিচিত্রসামর্থ্যং যোগিনো ভবতি ধ্রুবং ॥ ১৫৬ ॥

যোগিগণ নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে তাহার চিত্ত সেই ধ্যেয়পদার্থে এইরূপ অনুরক্ত হয় যে, তখন তাহার সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং সেই যোগীর অতি আশ্চর্য্য সামর্থ্য জন্মে। অর্থাৎ সে যখন যাহা করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাই সম্পাদন করিতে পারে ॥ ১৫৬ ॥

তস্মাদ্গলিতপীযূষং পিবেদ্‌যোগী নিরন্তরং। মৃত্যোর্মৃত্যুং বিধায়াথ কুলং জিত্বা সরোরুহে। অত্র কুণ্ডলিনীশক্তির্লয়ং যাতি কুলাভিধা। তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টির্লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ১৫৭ ॥

সহস্রদলপদ্ম হইতে যে অমৃতরস বিগলিত হইতেছে, যে যোগী ঐ অমৃতরস নিরন্তর পান করে, সেই যোগী আপনার মৃত্যু নিবারণপূর্ব্বক স্বকূল জয় করিয়া চিরজীবী হয়, আর কুলকুণ্ডলিনী শক্তিও ঐ সহস্রদল কমলে লয় পাইয়া থাকেন এবং কুণ্ডলিনীশক্তির লয় হইলে চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিও পরমাত্মাতে লয় পায় ॥ ১৫৭ ॥

যজ্জ্ঞাত্বা প্রাপ্য বিষয়ং চিত্তবৃত্তির্বিলীয়তে।
তস্মিন্ পরিশ্রমং যোগী করোতি নিরপেক্ষকঃ ॥১৫৮॥

যে সহস্রদলকমলের জ্ঞান হইলেই বিষয়াসক্ত চিত্তবৃত্তিও বিলয় পায়, যোগিগণ সেই সহস্রদলকমলের পরিজ্ঞানার্থ নিরপেক্ষভাবে পরিশ্রম ও যত্ন করিবে ॥ ১৫৮ ॥

চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা তস্মিন্ যোগী ভবেদ্ধ্রুবঃ।
তদা বিজ্ঞায়তে খণ্ডজ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ ॥ ১৫৯ ॥

যখন ধ্যানদ্বারা যোগী পুরুষের চিত্তবৃত্তি সেই সহস্রদলকমলে বিলীন হয়, তখন সেই যোগী অখণ্ডানন্দরূপী নিরঞ্জন পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বিষয়ে জয়ী হইতে পারে ॥ ১৫৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ডবাহে সঞ্চিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতং।
তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং চিন্তয়েদবিরোধতঃ ॥ ১৬০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃপ্রদেশে পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রতীক চিন্তা করিয়া তাহাতে চিত্তকে নিবেশিত করিবে, অনন্তর অবিরোধে মহৎ শূন্যস্বরূপ পরমাত্মার চিন্তা করিতে থাকিবে ॥ ১৬০ ॥

আদ্যন্তমধ্যশূন্যন্তৎ কোটিসূর্য্যসমপ্রভং।
চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশমভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬১ ॥

সর্ব্বদা আদি, অন্ত ও মধ্যশূন্য, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্নপ্রকাশ, সেই পরমাত্মার ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলে সাধক পরমা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে ॥ ১৬১ ॥

এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্ব্বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬২ ॥

যে সাধক আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন নিরন্তর সেই পরমাত্মার ধ্যান করিতে পারে, তাহার এক বৎসর মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৬২ ॥

ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র মনোযস্য ভবেদ্ধ্রুবং। স এব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ। তস্য কল্মষসংঘাত স্তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৬৩ ॥

যিনি ক্ষণার্দ্ধকালমাত্র নিশ্চল হইয়া অনন্যচিত্তে সেই পরমপুরুষের ধ্যান করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সাধু এবং তিনিই পরম ভক্ত। সর্ব্বলোকে তাহাকে পরম সাধক বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। আর ক্ষণকালমধ্যে সেই ব্যক্তির সমস্ত পাপ বিনাশ পায় ॥১৬৩॥

যং দৃষ্ট্বা ন প্রবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।
অভ্যসেত্তং প্রযত্নেন স্বাধিষ্ঠানেন বর্ত্মনা ॥ ১৬৪ ॥

যে সাধক পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারে, সেই সাধকের মৃত্যুময় সংসারপথে গতি হয় না, অতএব যত্ন সহকারে স্বাধিষ্ঠান পথে সেই পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে ॥ ১৬৪ ॥

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
যঃ সাধয়তি জানাতি সোঽস্মাকমপি সম্মতঃ ॥ ১৬৫ ॥

হে দেবি! সহস্রারে পরমাত্মতত্ত্ব ধ্যানের মহাত্ম্য বর্ণন করিতে আমার শক্তি নাই, যে ব্যক্তি সেই পরমাত্মার ধ্যান করেন, তিনিই ধ্যানের মহিমা জানিতে পারেন। আর অধিক কি বলিব, সেই সাধক আমার সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৬৫ ॥

ধ্যানাদেব বিজানাতি বিচিত্রে ক্ষণসম্ভবং।
অণিমাদিগুণোপেতো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৬ ॥

ক্ষণকালমাত্র ধ্যান করিলে কিরূপ বিচিত্র মাহাত্ম্য লাভ করে, তাহা সেই ধ্যানবলেই জানিতে পারে। আর উক্ত ধ্যানকারী ব্যক্তি অণিমাদি গুণসম্পন্ন হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৬৬ ॥

রাজযোগো ময়া খ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ।
রাজাধিরাজযোগোঽয়ং কথয়ামি সমাসতঃ ॥ ১৬৭ ॥

ইতি রাজযোগকথনং।

হে দেবি! আমি এই রাজযোগ তোমার নিকট বলিলাম, এই রাজযোগ সর্ব্বতন্ত্রেই গুপ্ত আছে। এইক্ষণ রাজাধিরাজযোগ সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬৭ ॥

স্বস্তিকঞ্চাসনং কৃত্বা সুমঠে জন্তুবর্জ্জিতে।
গুরুং সংপূজ্য যত্নেন ধ্যানমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ১৬৮ ॥

অন্যান্য প্রাণী বর্জিত অতি সুশোভন মঠ মধ্যে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া যত্নসহকারে গুরুদেবের পূজা সমাপনান্তে ধ্যান করিবে ॥১৬৮॥

নিরালম্বং ভবেজ্জীবং জ্ঞাত্বা বেদান্তযুক্তিতঃ।
নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিৎ সাধয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৬৯॥

বেদান্তাদি শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে সাক্ষাৎ পরমাত্মস্বরূপ জীবকে নিরালম্ব জ্ঞান করিয়া মনকেও নিরালম্ব ভাবনা করিবে। নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিবে, সুবুদ্ধি সাধক এতদ্ব্যতীত আর কিছু সাধন করিবে না ॥ ১৬৯ ॥

এতদ্ধ্যানান্মহাসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা পূর্ণরূপং স্বয়ম্ভবেৎ ॥ ১৭০ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ ধ্যানের প্রণালী উক্ত হইল, এইরূপ ধ্যান করিলে নিশ্চয় সাধকের মহাসিদ্ধি লাভ হয়। এবং উক্ত সাধকই ধ্যানবলে মনকে বৃত্তিবিহীন করিয়া আপনি পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ হইতে পারে ॥ ১৭০ ॥

সাধয়েৎ সততং যো বৈ স যোগী বিগতস্পৃহঃ।
অহং নাম ন কোপ্যস্মিন্ সর্ব্বদাত্মৈব বিদ্যতে ॥১৭১॥

যে সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধনা করে, তাহার কোন বিষয়ে স্পৃহা থাকে না এবং তাহার "অহং অপর" ইত্যাদি পার্থক্য জ্ঞান দূর হয়, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা সকলকে আত্মস্বরূপে দর্শন এবং সমস্ত জগৎ তাহার নিকট আত্মস্বরূপে বিদ্যমান থাকে ॥ ১৭১ ॥

কোবন্ধঃ কস্য বা মোক্ষ একং পশ্যেৎ সদা হি সঃ।
এতৎ করোতি যো নিত্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥১৭২

যে সাধক পূর্ব্বোক্ত যোগের অনুষ্ঠান করে, তাহার "বন্ধই বা কি? এবং মোক্ষই বা কাহার হয়"? এইরূপ বিবেচনা থাকে না, সেই সাধক সর্ব্বদা একমাত্র আত্মাকে দর্শন করে এবং জীবন্মুক্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৭২ ॥

স এব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ। অহমস্মীতি চ জপন্ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। অহং ত্বমেতদুভয়ং ত্যক্ত্বা খণ্ডং বিচিন্তয়েৎ। অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং যত্র সর্ব্বং বিলীয়তে। তদ্বীজমাশ্রয়েদ্‌যোগী সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৩ ॥

যে যোগী জীবাত্মার ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞানে ধ্যান করে, সেই যোগী সর্ব্বলোকে পূজিত হয় এবং তাহাকে সদ্ভক্ত বলিয়া জানিবে। আর ঐ সাধক "আমি তুমি" এইরূপ বিভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া অখণ্ডরূপ চিন্তা করিতে থাকে। আর যাহাতে অধ্যারোপ ও অপবাদদ্বারা সকল বিলীন হয়, সর্ব্বসঙ্গবিহীন সাধক সেই জগদ্বীজস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করে ॥ ১৭৩ ॥

অপরোক্ষং চিদানন্দং পূর্ণং ত্যক্ত্বা ভ্রমাকুলং।
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ কৃত্বা মূঢ়া ভ্রমন্তি বৈ ॥ ১৭৪ ॥

মূঢ় ব্যক্তিরা সাক্ষাৎ প্রমাণপ্রতিপদ্য সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ অপরোক্ষ পরমাত্মার ধ্যান না করিয়া পরোক্ষাপরোক্ষ বিচার করত এই সংসারে ভ্রমণ করে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর বশীভূত থাকে ॥ ১৭৪ ॥

চরাচরমিদং বিশ্বং পরোক্ষং যঃ করোতি চ।
অপরোক্ষং পরং ব্রহ্ম ত্যক্তং তস্মিন্ বিলীয়তে ॥১৭৫॥

যে অজ্ঞানী ব্যক্তিরা স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই বিশ্বকে পরোক্ষ জ্ঞান করিয়া অপরোক্ষ পরমাত্মার ধ্যান পরিত্যাগ করে, তাহারা এই বিশ্বেই লীন থাকে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করে ॥ ১৭৫ ॥

জ্ঞানকারণমজ্ঞানং যথা নোৎপদ্যতে ভৃশং।
অভ্যাসং কুরুতে যোগী তদা সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৬ ॥

সাধক ব্যক্তি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের কারণস্বরূপ যোগের অভ্যাস করিবে এবং যাহাতে অজ্ঞানোৎপত্তি না হয়, এইরূপ কার্য্য করিবে ॥ ১৭৬ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বিষয়েভ্যো বিচক্ষণঃ।
বিষয়েভ্যঃ সুষুপ্ত্যেব তিষ্ঠেৎ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৭ ॥

যোগসাধনপটু সাধক সমুদায় ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে সংযত করিয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করিবে ॥ ১৭৭ ॥

এবমভ্যাসতো নিত্যং স্বপ্রকাশং প্রকাশতে। শ্রোতুং বুদ্ধি সমর্থার্থং নিবর্ত্তন্তে গুরোর্গিরঃ। তদভ্যাসবশাদেকং স্বতোজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৭৮ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নিত্য যোগাভ্যাস করিলে স্বয়ংই সাধকের তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়, তখন আর বুদ্ধিপরিপাকার্থ গুরুবাক্য শ্রবণের প্রয়োজন থাকে না, কেবল অভ্যাসবশতই অদ্বৈতজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ১৭৮ ॥

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
সাধনাদমলং জ্ঞানং স্বয়ং স্ফুরতি তদ্ধ্রুবং ॥ ১৭৯ ॥

মন ও বাক্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াও যে পরমাত্মাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, একমাত্র সাধনবলেই সেই পরমাত্মার নির্ম্মলজ্ঞান প্রকাশ পায়। অর্থাৎ জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিলেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে ॥ ১৭৯ ॥

হটং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হটঃ।
তস্মাৎ প্রবর্ত্ততে যোগী হটে সদ্গুরুমার্গতঃ ॥ ১৮০ ॥

হটযোগ ব্যতিরেকে রাজযোগ সিদ্ধ হয় না এবং রাজযোগ ব্যতীত হটযোগের ফললাভ করা যায় না, অতএবই যোগীপুরুষেরা সদ্গুরুর উপদেশানুসারে যোগপথারূঢ় হইয়া হটযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইব ॥ ১৮০ ॥

স্থিতে দেহে জীবতি চ যোধুনান্ ম্রিয়তে ভৃশং।
ইন্দ্রিয়ার্থোপভোগেষু স জীবতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮১ ॥

যে ব্যক্তি দেহের বিদ্যমানে জীবিত থাকিয়াও যোগসাধন না করে, সে কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতার নিমিত্তই জীবিত থাকে, অর্থাৎ বিষয়ের উপভোগ করিয়া তাহার দেহ ও জীবনের শেষ হয় ॥ ১৮১ ॥

অভ্যাস-পাকপর্য্যন্তং মিতান্নং স্মরণং ভবেৎ।
অন্যথা সাধনং ধীমান্ কর্ত্তুং পারয়তীহ ন ॥ ১৮২ ॥

যোগসাধক ব্যক্তি যোগাভ্যাসের আরম্ভকাল হইতে অবসানকাল পর্য্যন্ত পরিমিত আহার করিবে, ইহার অন্যথা করিলে সুবুদ্ধি সাধকও যোগসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না ॥ ১৮২ ॥

অতীব সাধুসংলাপো বদেৎ সংসদি বুদ্ধিমান্। করোতি পিণ্ডরক্ষার্থং বহ্বালাপবিবর্জ্জিতঃ। ত্যজ্যতে ত্যজ্যতে সঙ্গং সর্ব্বথা ত্যজ্যতে ভৃশং। অন্যথা ন লভেন্মুক্তিং সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ ১৮৩ ॥

সুবুদ্ধি সাধক যোগসাধনকালে সভাতেও সাধু আলাপমাত্র করিবে এবং শরীররক্ষার্থ কিছুমাত্র অন্ন ভোজন করিবে, কখনও উক্ত ব্যক্তি বহু আলাপ বা বহু ভোজন করিবে না এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, ইহার বিপরীত আচরণ করিলে সে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না, আমার এই বাক্য সত্য সত্য জ্ঞান করিবে ॥ ১৮৩ ॥

গুহৈব ক্রিয়তেঽভ্যাসঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা তদন্তরে। ব্যবহারায় কর্ত্তব্যো বাহ্যে সঙ্গানুরাগতঃ। স্বে স্বে কর্ম্মণি বর্ত্তন্তে সর্ব্বে তে কর্ম্মসম্ভবাঃ। নিমিত্তমাত্রং করণে ন দোষোঽস্তি কদাচন ॥ ১৮৪ ॥

যোগসাধক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গোপনভাবে যোগসাধন করিতে থাকিবে। কিন্তু সংসারী যোগী সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সংসারের অনুরাগানুসারে কদাচিৎ জনসঙ্গ করিবে, কখনও সংসারে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিবে না, আপন আপন আশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কদাচ স্বাশ্রমোক্ত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু যোগসাধন জন্য জ্ঞানও কর্ম্মসম্ভব, অতএব কর্ম্মের ফল কামনা না করিয়া জ্ঞানের নিমিত্তীভূত কর্ম্ম করিলে কোন প্রকার দোষ হইতে পারে না ॥ ১৮৪ ॥

এবং নিশ্চিত্য সুধিয়া গৃহস্থোঽপি যদাচরেৎ।
তদা সিদ্ধি মবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৮৫ ॥

যেরূপ যোগসাধনের প্রণালী উক্ত হইল, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সুবুদ্ধি গৃহস্থ ব্যক্তিও যদি যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি সে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। এই বিষয়ে কোন বিবেচনা নাই ॥ ১৮৫ ॥

পাপপুণ্যবিনির্ম্মুক্তঃ পরিত্যক্তাঙ্গসাধকঃ। যো ভবেৎ স বিমুক্তঃ স্যাদ্গৃহে তিষ্ঠন্ সদা গৃহী। পাপপুণ্যৈর্ন

লিপ্যেত যোগযুক্তঃ সদা গৃহী। কুর্ব্বন্নপি তদা পাপং স্বকার্য্যে লোকসংগ্রহে ॥ ১৮৬ ॥

যে সাধক পুণ্যপাপে অনাশক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক যোগসাধন করে, সেই যোগী গৃহী হইলেও গৃহে থাকিয়াই মুক্তিলাভ করিতে পারে। যে গৃহী ব্যক্তি যোগসাধনে অনুরক্ত হয়, সে কদাচ পাপ অথবা পুণ্যে লিপ্ত হয় না। গৃহস্থ যোগী লৌকিক ব্যবহারার্থ পাপজনক কর্ম্ম করিলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১৮৬ ॥

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসাধনমুত্তমং।
ঐহিকামুষ্মিকসুখং যেন স্যাদবিরোধতঃ ॥ ১৮৭ ॥

এইক্ষণ উত্তম মন্ত্রসাধন কহিতেছি, এই মন্ত্র সাধন করিলে সাধকমাত্রই ইহকালে ও পরকালে নির্ব্বিরোধে পরম সুখ লাভ করিতে পারে ॥ ১৮৭ ॥

যস্মিন্মন্ত্রবরে জ্ঞাতে যোগসিদ্ধির্ভবেৎ খলু।
যোগেন সাধকেন্দ্রস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যসুখপ্রদা ॥ ১৮৮ ॥

যে মন্ত্রের পরিজ্ঞানমাত্রই নিশ্চয় সাধকের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে, আর যোগসিদ্ধি হইলেই সেই ব্যক্তির সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও সুখলাভ হয় ॥ ১৮৮ ॥

মূলাধারেঽস্তি যৎপদ্মং চতুর্দ্দলসমন্বিতং।
তন্মধ্যে বাগ্ভবং বীজং বিস্ফুরন্তং তড়িৎপ্রভং ॥১৮৯॥

মানবশরীরের মূলাধারে যে চতুর্দ্দলসমন্বিত পদ্ম আছে, ঐ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্ত ও অতিশয় সমুজ্জল বাগ্বীজ (ঐঁ) বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৮৯ ॥

হৃদয়ে কামবীজন্তু বন্ধুককুসুমপ্রভং। আজ্ঞারবিন্দে শক্ত্যাখ্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভং। বীজত্রয়মিদং গোপ্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদং। এতন্মন্ত্রত্রয়ং যোগী সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ ॥ ১৯০ ॥

মনুষ্যদেহের হৃদয়দেশে কামবীজ (ক্লীঁ) বিদ্যমান আছে, ঐ কামবীজ বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, আর আজ্ঞাচক্রে কোটিচন্দ্রের প্রভাসম্পন্ন, শক্তিবীজের (হ্রীঁ) অবস্থিতি জানিবে। এই ত্রিবিধ বীজ অতি গোপনীয় এবং ইহকালে ভোগ ও পরকালে মোক্ষপ্রদান করে। যে যোগী ব্যক্তির যোগসিদ্ধির কামনা থাকে, তিনি উক্ত বীজত্রয় সাধন করিবেন ॥ ১৯০ ॥

এতন্মন্ত্রং গুরোর্লব্ধ্বা ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং।
অক্ষরাক্ষরসন্ধানং নিঃসন্দিগ্ধমনা জপেৎ ॥ ১৯১ ॥

যোগসাধক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রত্রয় গুরুর নিকট লাভ করিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে জপ করিবে, পরন্ত জপকালে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে, জপকার্য্য যেন অতি দ্রুত কিম্বা অতি বিলম্বে না হয়, আর মন্ত্রের অক্ষরগুলি যাহাতে সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয় তাহাই করিতে হইবে ॥ ১৯১ ॥

তদ্গতশ্চৈকচিত্তশ্চ শাস্ত্রোক্তবিধিনা সুধীঃ।
দেব্যাস্তু পুরতোলক্ষং হুত্বা লক্ষত্রয়ং জপেৎ ॥ ১৯২ ॥

সুবুদ্ধি সাধক একাগ্রচিত্তে ও তদ্গতমানসে দেবীর সমীপে উপবেশন করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানে দেবীর অর্চ্চনা করতঃ উক্ত মন্ত্র তিন লক্ষ জপ ও এক লক্ষ হোম করিবে ॥ ১৯২ ॥

করবীরপ্রসূনন্তু গুড়ক্ষীরাজ্যসংযুতং।
কুণ্ডযোন্যাকৃতং ধীমান্ জপান্তে জুহুয়াৎ সুধীঃ ॥ ১৯৩॥

ধীমান সাধক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জপ করিয়া জপ সমাপনান্তে ত্রিকোণাকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া গুড়, দুগ্ধ ও ঘৃতসংযুক্ত করবীর পুষ্পদ্বারা হোম করিতে হইবে ॥ ১৯৩ ॥

অনুষ্ঠানে কৃতে ধীমান্ পূর্ব্বসেবা কৃতা ভবেৎ।
ততো দদাতি কামান্ বৈ দেবী ত্রিপুরভৈরবী ॥১৯৪॥

সুবুদ্ধি সাধক পূর্ব্বোক্তপ্রকার অনুষ্ঠান করিলে ত্রিপুরভৈরবী দেবী সেই সাধকের প্রতি প্রসন্না হন এবং সাধকের সকল অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ১৯৪ ॥

গুরুং সন্তোষ্য বিধিবল্লব্ধ্বা মন্ত্রবরোত্তমং।
অনেন বিধিনা যুক্তো মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি ॥১৯৫॥

প্রথমত গুরুদেবের সন্তোষসাধনপূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত মন্ত্রোত্তম বিধানক্রমে গ্রহণ করিয়া যদি সাধক বিধিপূর্ব্বক সাধন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মন্দভাগ্য হইলেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ॥ ১৯৫ ॥

লক্ষমেকং জপেদ্যস্তু সাধকো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। দর্শনাত্তস্য ক্ষুভ্যন্তে যোষিতো মদনাতুরাঃ। পতন্তি সাধকস্যাগ্রে নির্লজ্জা ভয়বর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯৬ ॥

যে সাধক ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া বিধানক্রমে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র এক লক্ষ জপ করে, সেই সাধককে দর্শন করিলেই যুবতীগণ মদনাতুরা হইয়া চঞ্চল হয় এবং তাহারা ভয় ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সাধকের নিকট উপস্থিত হয় ॥ ১৯৬ ॥

জপ্তেন চেদ্দিলক্ষেণ যে যস্মিন্ বিষয়ে স্থিতাঃ। আগচ্ছন্তি যথা তীর্থং বিমুক্তকুলবিগ্রহাঃ। দদতে তস্য সর্ব্বস্বং তস্যৈব চ বশে স্থিতাঃ ॥ ১৯৭ ॥

যে সাধক উক্ত মন্ত্র দুই লক্ষ জপ করে, তাহাকে দর্শন করিবামাত্র কামিনীগণ যে যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা সেই সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সাধকের নিকট আগমন করে। যেমন কোন তীর্থস্থানে গমন করিতে হইলে যুবতীগণও কৌলিক লজ্জা ও ভয় পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত তীর্থে গমন করে, সেইরূপ যুবতীগণ কুলশীল বিসর্জ্জন দিয়া সাধকের বশীভূতা হয় এবং তাহারা আপন আপন সর্ব্বস্ব সেই সাধককে প্রদান করে ॥ ১৯৭ ॥

ত্রিভির্লক্ষৈ স্তথা জপৈর্ম্মণ্ডলীকং সমণ্ডলং।
বশমায়াতি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৯৮ ॥

যদি কোন সাধক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করে, তাহা হইলে রাজা ও রাজ্যস্থ লোক সকল সেই সাধকের বশীভূত হয়, ইহার অন্যথা হয় না ॥ ১৯৮ ॥

ষড়্ভির্লক্ষৈর্ম্মহীপাল স এব বলবাহনঃ ॥ ১৯৯ ॥

যে সাধক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক ছয় লক্ষ জপ করে, সেই ব্যক্তি বলবাহনযুক্ত সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হয় ॥ ১৯৯ ॥

লক্ষৈর্দ্বাদশকৈর্জ্জপ্তৈর্যক্ষরক্ষোরগেশ্বরাঃ।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে আজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ ॥২০০॥

যদি কোন ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বাদশ লক্ষ জপ করে, তাহা হইলে যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণ তাহার বশীভূত হইয়া নিরন্তর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে ॥ ২০০ ॥

ত্রিপঞ্চলক্ষজপ্তৈস্তু সাধকেন্দ্রস্য ধীমতঃ। সিদ্ধবিদ্যাধরাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাপ্সরসোগণাঃ। বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা। হটাৎ শ্রবণবিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে ॥ ২০১ ॥

কোন যোগ সাধক যদি বিধানক্রমে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পঞ্চদশ লক্ষ জপ করে, তাহা হইলে সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ ও অপ্সরোগণ সেই সাধকের বশীভূত হইয়া থাকে, আর হটাৎ তাহার শ্রবণবিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ সে যাহা শ্রবণ করে, তাহাই অনায়াসে বুঝিতে পারে এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে ॥ ২০১ ॥

তথাষ্টাদশভির্লক্ষৈর্দ্দেহেনানেন সাধকঃ। উত্তিষ্ঠন্ মেদিনীং ত্যক্ত্বা দিব্যদেহস্তু জায়তে। ভ্রমতে স্বেচ্ছয়া লোকে ছিদ্রাং পশ্যতি মেদিনীং ॥ ২০২ ॥

যদি কোন সাধক পূর্ব্ব কথিত মন্ত্র অষ্টাদশ লক্ষ জপ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সশরীরে উর্দ্ধে গমন করিয়া দেবদেহ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে সর্ব্বলোকে গমন করিতে পারে এবং পৃথিবীকেও সচ্ছিদ্রা দর্শনকরে, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে গমন করিয়া পৃথিবীর মধ্যগত সকল পদার্থ জানিতে পারে ॥ ২০২ ॥

অষ্টাবিংশতিভির্লক্ষৈর্ব্বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ। সাধকস্তু ভবেদ্ধীমান্ কামরূপো মহাবলঃ। ত্রিংশল্লক্ষৈ স্তথা জপৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুসমো ভবেৎ। রুদ্রত্বং ষষ্টিভির্লক্ষৈ রমরত্বমশীতিভিঃ। কোট্যৈকয়া মহাযোগী লীয়তে পরমে পদে। সাধকস্তু ভবেদ্‌যোগী ত্রৈলোক্যে সোতিদুর্ল্লভঃ ॥ ২০৩ ॥

কোন যোগসাধক যদি অষ্টাবিংশতি লক্ষ মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কামরূপী ও বিদ্যাধরগণের অধিপতি হয়। ত্রিশলক্ষ মন্ত্র জপ করিলে সেই সাধক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর তুল্য শক্তিশালী হয়। ষষ্টিলক্ষ জপ করিলে রুদ্রত্ব লাভ করে। অশীতিলক্ষ জপ করিলে সর্ব্বলোকের অভিরক্ষক হয়। এককোটি মন্ত্র জপ করিলে সেই ব্যক্তি মহাযোগী হইয়া পরম পদে লয় পায়, আর যাবৎ সে দেহধারণ করে, তাবৎ পরম যোগী ও জীবন্মুক্ত হইয়া ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে পারে এবং সে ত্রৈলোক্যের অতি দুর্ল্লভ হয় ॥ ২০৩ ॥

ত্রিপুরে ত্রিপুরন্ত্বেকং শিবং পরমকারণং। অক্ষয়ং তৎপদং শান্তমপ্রমেয়মনাময়ং। লভতেঽসৌ ন সন্দেহো ধীমান্ সর্ব্বমভীপ্সিতং ॥ ২০৪ ॥

দেবি ত্রিপুরে! ত্রিপুরসংজ্ঞক শিবই সাধকের পরম পদ প্রাপ্তির কারণ, সেই শিবপদই অক্ষয়, অপ্রমেয়, শান্ত ও অনাময়। যোগিগণ সতত এই পদই বাঞ্ছা করেন। সুবুদ্ধি সাধক সেই শিবপদই লাভ করেন, তাহাতেই তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২০৪ ॥

শিববিদ্যা মহাবিদ্যা গুপ্তা চাগ্রে মহেশ্বরি।
মদ্ভাষিতমিদং শাস্ত্রং গোপনীয়মতোবুধৈঃ ॥ ২০৫ ॥

মহেশ্বরি! এই শিববিদ্যারই নাম মহাবিদ্যা। সাধক প্রথমত এই বিদ্যা গোপন করিয়া রাখিবে, আর আমি যে শাস্ত্র কহিলাম, ইহাও গোপন করিবে ॥ ২০৫ ॥

হটবিদ্যা পরং গোপ্যা যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
ভবেদ্বীর্য্যবতী গুপ্তা নির্ব্বীর্য্যা চ প্রকাশিতা ॥ ২০৬ ॥

যে যোগী যোগসাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ ইচ্ছা করেন, তিনি এই হট বিদ্যা গোপনে রাখিবেন। এই বিদ্যা গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেই তাহা বীর্য্যবতী হয়, আর এই বিদ্যা প্রকাশ করিলে তাহার বীর্য্যহানি হইয়া থাকে ॥ ২০৬ ॥

য ইদং পঠতে নিত্যমাদ্যোপান্তং বিচক্ষণঃ। যোগসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ক্রমেণৈব ন সংশয়ঃ। স মোক্ষং লভতে ধীমান্ য ইদং নিত্যমর্চ্চয়েৎ ॥ ২০৭ ॥

যে বিচক্ষণ সাধক প্রতিদিন এই শিবসংহিতাগ্রন্থ আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত পাঠ করে, ক্রমত তাহার যোগসিদ্ধি হয়। ইহার কোন সংশয় নাই, আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই গ্রন্থের পূজা করে, সেই ব্যক্তি অন্তকালে মোক্ষপদ লাভ করিতে পারে ॥ ২০৭ ॥

মোক্ষার্থিভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সাধুভ্যঃ শ্রাবয়েদপি।
ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ ॥ ২০৮ ॥

যাহারা মোক্ষার্থী ও সাধুশীল তাহাদিগকে এই মহাবিদ্যা শ্রবণ

করাইবে। কারণ যাহারা এই মহাবিদ্যা শ্রবণ করিয়া ক্রিয়া করে, তাহাদিগেরই সিদ্ধি হয়, আর যাহারা ক্রিয়াবিহীন, তাহাদিগের কদাচ সিদ্ধি হয় না॥ ২০৮॥

তস্মাৎ ক্রিয়া বিধানেন কর্ত্তব্যা যোগিপুঙ্গবৈঃ। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ সন্ত্যক্তান্তরসংজ্ঞকঃ। গৃহস্থঃ সকলা শেষো মুক্তঃ স্যাদ্‌যোগসাধনে॥ ২০৯॥

যেহেতু ক্রিয়াদ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, অতএব যোগিপ্রবরেরা বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রিয়া করিবে। যাহার চিত্ত যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণ নহে এবং গৃহস্থ, অথচ গৃহোচিত কার্য্যে আশক্ত নহে, সেই ব্যক্তিই যোগ সাধন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে॥২০৯॥

গৃহস্থানাং ভবেৎ সিদ্ধিরীশ্বরাণাং জপেন বৈ।
যোগক্রিয়াভিযুক্তানাং তস্মাৎ সংযততে গৃহী॥ ২১০॥

গৃহস্থব্যক্তি যোগযুক্ত ও বিষয়াসক্ত হইলেও কেবল জপ করিলেই তাহাদিগের সিদ্ধি হয়, অতএব গৃহস্থ ব্যক্তিও যোগসাধনে যত্ন করিবে॥ ২১০॥

গেহে স্থিত্বা পুত্রদারাদি-পূর্ণো সঙ্গং ত্যক্ত্বা চান্তরে যোগমার্গে। সিদ্ধেশ্চিহ্নং বীক্ষ্য পশ্চাৎ গৃহস্থঃ ক্রীড়েৎ সোবৈ সম্মতং সাধয়িত্বা॥২১১॥

ইতীশ্বরবিরচিতা শিবসংহিতা সমাপ্তা॥

যে গৃহস্থব্যক্তি পুত্রদারাদিযুক্ত হইয়া গৃহে থাকিলেও ঐ পুত্রদারাদির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ পরিত্যাগ করত যোগপথে প্রবৃত্ত হয়, সেই গৃহী পরে আপন যোগসিদ্ধির চিহ্ন দর্শন করিয়া সর্ব্বদা যোগসাধনে ক্রীড়িত হয়॥ ২১১॥ ইতি শিবসংহিতা সমাপ্তা।

ইতি ঢাকা জিলার অন্তর্গত বুতুনীগ্রামনিবাসী শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত অরুণোদয়নামক মাসিকপত্রিকায় শিবসংহিতা সমাপ্ত।

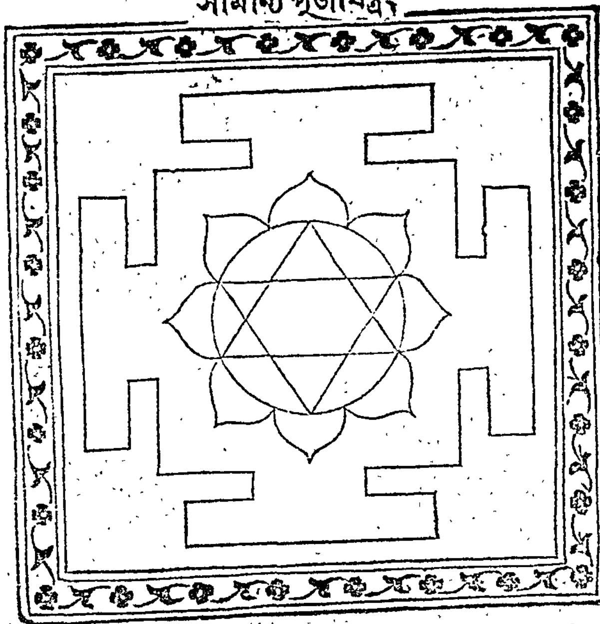
—



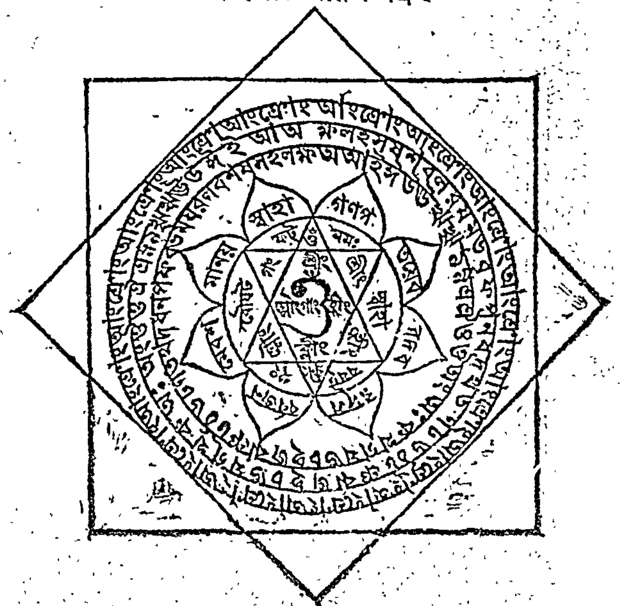




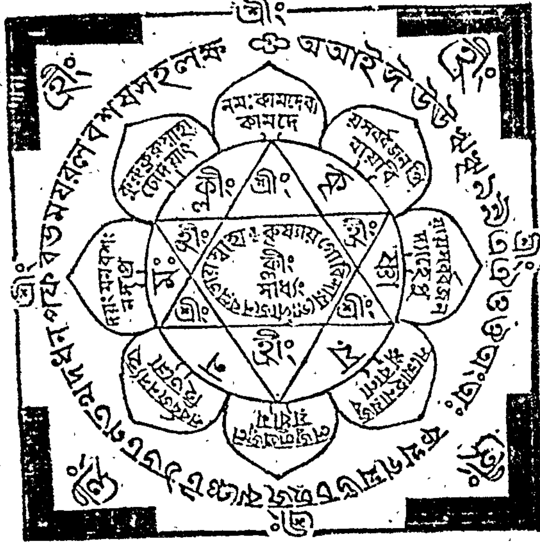
সামান্য পূজাযন্ত্রং



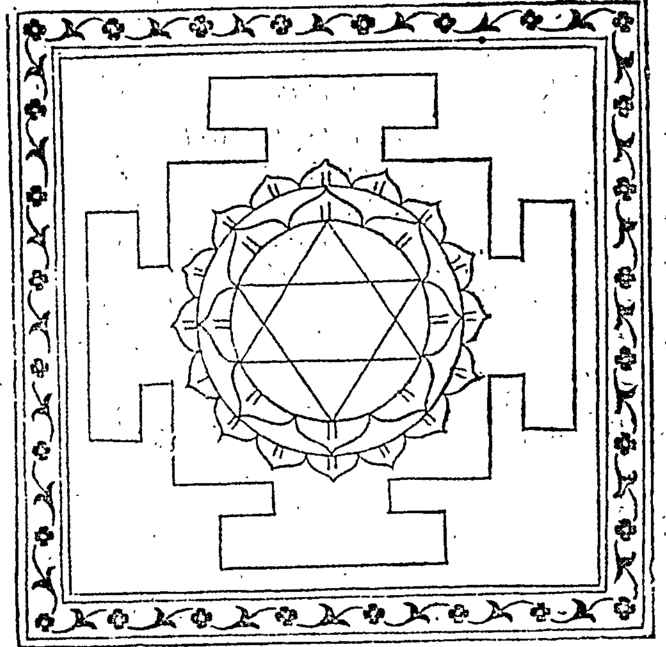
গণেশস্য ধারণ যন্ত্রং



শ্রীকৃষ্ণস্য যন্ত্রং।



ভুবনেশ্বরীযন্ত্রং



এই অরুণোদয় মাসিকপত্রিকায় যোগ, জ্যোতিষ, (গণিত ও ফলিত) তন্ত্র, মন্ত্র, নানাদেবতাসাধন, তন্ত্রোক্তষট্‌কর্ম্ম, ইন্দ্রজালকৌতুক, প্রেততত্ত্ব, বৈশ্যতন্ত্র অর্থাৎ মিসমেরিজম, সামুদ্রিক, বৈদ্যক, সঙ্গীত, দায়ভাগ, মিশ্রশাস্ত্র অর্থাৎ কৌলীন্যবিষয়, স্মৃতি, ন্যায়দর্শন, বেদ, পুরাণ ইত্যাদি বিষয় প্রকাশ করিবার মানস করিয়া ঐ সকল গ্রন্থ মধ্যে কি কি বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা পাঠকবর্গের প্রদর্শনার্থ ঐ সকল গ্রন্থ হইতে কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া ক্রমে অরুণোদয়ের চারিখণ্ডে প্রকাশ করিয়াছি। এইক্ষণ যে যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া উক্ত বিষয় সকল প্রকাশ করিয়াছি এবং যে যে গ্রন্থের বিষয় লিখিতে বক্রী আছে, তাহা ঐরূপ প্রকাশ না করিয়া সেই সেই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত কতক গ্রন্থ টীকা ও বঙ্গানুবাদ ও কতক কেবল মূলবঙ্গানুবাদ সহিত এই অরুণোদয়ের পঞ্চমখণ্ড হইতে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অরুণোদয়ে যে যেপুস্তক প্রকাশ করিতেছি তাহার কতক নাম নিম্নে লিখিতেছি।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।
সিদ্ধান্তশিরোমণি (ভাস্করাচার্য্যকৃত)
বৃহজ্জাতক, বৃহৎসংহিতা } (বরাহমিহিরকৃত)
দিনচন্দ্রিকা অর্থাৎ পঞ্জিকার তিথি-বারাদিগণনা, (রাঘবানন্দকৃত)
বৃহৎ পঞ্চাঙ্গসাধন
নানামতে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণগণনা
ইংরাজিমতে গ্রহস্ফুট ও গ্রহণ এবং তিথি গণনা
হায়নরত্ন
মকরন্দ উপপত্তি ইত্যাদি
বিবিধ সিদ্ধান্ত
নানামতে গণিত ও ফলিতশাস্ত্র
ষট্‌কর্ম্মদীপিকা
সিদ্ধনাগার্জ্জুন কক্ষপুট

ইন্দ্রজাল
ভূতডামর
বৃহদ্ভূতডামর
যক্ষডামর রসায়ন
উড্ডীশ
ক্রিয়োড্ডীশ
শাবর
কামরত্ন
দত্তাত্রেয়
উন্মত্তভৈরবীতন্ত্র
মালিনীতন্ত্র
কালোত্তরতন্ত্র
সিদ্ধযোগীশ্বরতন্ত্র
যোগিনীজালসম্বৎসর
শম্ভুযামল
মৌলশাস্ত্র

কৌলেয়ডামর
স্বচ্ছন্দতন্ত্র
রাজতন্ত্র
মৃতেশ্বরতন্ত্র
বাতুলতন্ত্র
কিঙ্কিনীতন্ত্র
মেরুতন্ত্র
কালচণ্ডেশ্বরতন্ত্র
শাকিনীতন্ত্র
ডাকিনীতন্ত্র
শাল্যতন্ত্র
হরমেখলা
রসার্ণব
ইত্যাদি
যে যে পুরাণ ও তন্ত্র ছাপিয়াছি ও অপরে ছাপিয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য তন্ত্র ও পুরাণ

স্বরোদয়, উড্ডামরেশ্বর
যোগশাস্ত্র
হঠযোগ
পাতঞ্জল
বিবিধদর্শন
বেদ
স্মৃতি (নব্য ও প্রাচীন)
পূজাপদ্ধতি
বৈষয়িক কার্য্যের লেখাপড়া, যথা—কওলাদি ও জমিদারি সেরেস্তার কার্য্যাদির ফারম্।
এটর্নির বাড়ির ও বাঙ্গালা লেখাপড়া, এতদ্ভিন্ন নানা কার্য্যের প্রণালী ও ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি ক্রমে এই অরুণোদয় মাসিকপত্রে লিখিত হইবে।

এই অরুণোদয় নামক মাসিকপত্রিকা কলিকাতা ৫ নং শিবনারাইট্রিট, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে প্রতি মাসে রয়েল চারিপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশ হইতেছে। গ্রাহকমহোদয়গণের পক্ষে বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ তিন টাকা, ডাকমাশুল ৸৹ বার আনা, ষাণ্মাসিক ২৲ দুই টাকা, ডাকমাশুল ।৶৹ ছয় আনা। ত্রৈমাসিক ১।৹ এক টাকা চারি আনা, ডাকমাশুল ৶৹ তিন আনা, নগদমূল্য প্রতিখণ্ড ১৲ এক টাকা ও ডাকমাশুল ৵৹ এক আনা।

ডামর ছয়প্রকার—যোগডামর, শ্লোকসংখ্যা—২৩৫৩৩ শিবডামর, শ্লোকসংখ্যা—১০০৭ দুর্গাডামর, শ্লোকসংখ্যা—১১৫০৩ সারস্বতডামর, শ্লোকসংখ্যা ৯৯০৫ ব্রহ্মডামর, শ্লোকসংখ্যা—৭১০৫ গন্ধর্ব্বডামর, শ্লোকসংখ্যা—১০৬৭০ এই সকল বারাহীতন্ত্রে উল্লেখ আছে, অনুসন্ধান করিতেছি, পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেই মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিব।

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত কৃষ্ণানন্দকৃত বৃহত্তন্ত্রসার ও বিবিধ তন্ত্র ডাকমাশুল ভিন্ন ৩২৲ টাকা। গরুড়পুরাণ ৬৲ টাকা। দশকর্ম্মপদ্ধতি ১৷৹ এক টাকা আট আনা ফলিতজ্যোতিষ তৃতীয় খণ্ড ২৷৹ দুই টাকা আট আনা। ইংরাজি, বাঙ্গলা ও সংস্কৃতভাষায় লিখিত সামুদ্রিক ৫৲ পাঁচ টাকা। ইংরাজি জ্যোতিষ দুই ভালম ১০৲ দশ টাকা।

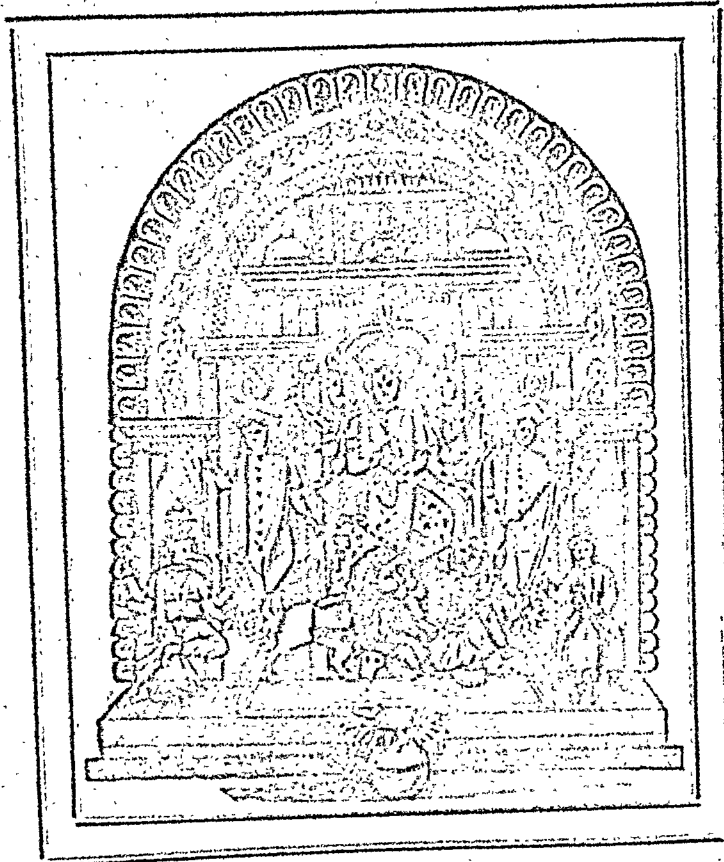
জ্যোতিষকল্পদ্রুম ৫০ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে, এইক্ষণ ৩৭ সাইত্রিশখণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রাহকদের পক্ষে প্রতিখণ্ডের মূল্য ৷৹ আনা, মাশুল ৵৹ এক আনা। অপরের পক্ষে ১৲ এক টাকা।

গণিত—লগ্নস্ফুট, গ্রহস্ফুট, গ্রহবলসাধন ৩ তিনখণ্ডের মূল্য ৩।৵৹ তিন টাকা নয় আনা। উপরের লিখিত পুস্তকগুলি ডাকে গেলে পৃথক্ মাশুল দিতে হইবে।

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ফলিতজ্যোতিষ, জ্যোতিষকল্পদ্রুম, বিবিধ জ্যোতিষগ্রন্থ, তন্ত্রসার, বিবিধ তন্ত্র, ইন্দ্রজালাদিসংগ্রহ, গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ইংরাজি জ্যোতিষ দুই ভালম্, সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজি সামুদ্রিক ইত্যাদি প্রকাশক।

বশ্যতন্ত্র-মেস্মেরিজম্।



বশ্যতন্ত্রের প্রক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি প্রক্রিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির * বশিত্বনামক সিদ্ধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বশ্যতন্ত্রের গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে, বহু অনুসন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না, এই বশ্যতন্ত্র যদিও কোন কোন যোগির নিকট আছে কিন্তু তাঁহারা প্রাণান্তেও তাহা কাহাকে দেখিতে কিম্বা শিক্ষা করিতে দেন না, কারণ এই তন্ত্রগ্রন্থের প্রক্রিয়াসকলে যেরূপ পরোপকার করা যায় তদ্রূপ পরের অনিষ্টও ঘটাইতে পারা যায়। এই বশ্যতন্ত্র পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে এতাদৃশ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রায় সর্ব্বসাধারণ-লোকেই এই শাস্ত্র বিলক্ষণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ইহার প্রক্রিয়াসকলে

---

* অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির যেরূপ ব্যাখ্যা পাতঞ্জলদর্শনের টীকাকার করিয়াছেন তাহা অনুবাদসহ উদ্ধৃত করা গেল।—

১। অণিমা;—"মহানপি ভবত্যণুঃ অণিমা।" অর্থাৎ আয়তনে বড় হইলেও যোগবলে সূক্ষ্ম হইবার শক্তি।

২। লঘিমা;—"মহানপি লঘুর্ভূত্বেষীকাতূলবদাকাশে বিহরতি" ইতি অর্থাৎ পদার্থ ভারী হইলেও তুলার ন্যায় লঘু হইয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা।

৩। মহিমা বা গরিমা,—"অল্পোঽপি নাগনগগগনপরিমাণঃ" অর্থাৎ ক্ষুদ্র হইয়াও হস্তী, পর্ব্বত ও আকাশের সমান শরীরকে বৃহৎ করিবার সামর্থ্য।

৪। প্রাপ্তি;—"সর্ব্বে ভাবাঃ সন্নিহিতা ভবন্তি যোগিনস্তদ্যথা ভূমিষ্ঠ এবাঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমসং।" অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়া দূরের বস্তুকে নিকটে পাওয়ার শক্তি, যথা—ভূমিষ্ঠ হইয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা চন্দ্র স্পর্শ করার শক্তি।

৫। প্রাকাম্য;—"ইচ্ছানভিঘাতঃ" অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির ব্যাঘাত না হওয়া। যথা—পর্ব্বতের কিম্বা পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইলে তাহাও সিদ্ধি করিবার ক্ষমতা।

৬। বশিত্ব;—"ভূতানি ভৌতিকানি চ বশীভূতানি ভবন্তীতি বশিত্বং তে যানি যথা ব্যবস্থাপয়তি তানি তথৈবাবতিষ্ঠন্তি।" অর্থাৎ যে শক্তিদ্বারা যোগী ভূত ও ভৌতিক পদার্থসকলকে বশীভূত অর্থাৎ আজ্ঞাকারী করিয়া রাখে।

৭। ঈশিত্ব;—"তেষাং ভূতভৌতিকানাং বিজিতমূলপ্রকৃতিঃ সন্ প্রভবাপ্যয়ে, যথাবস্থানং।" অর্থাৎ ভূত ও ভৌতিক পদার্থসকলের সৃষ্টির, বিনাশের এবং যথাবস্থানের অর্থাৎ যে পদার্থ যে ভাবে রাখিতে ইচ্ছা সেইরূপ রাখিবার শক্তি।

৮। কামাবসায়িত্ব;—"সত্যসঙ্কল্পতা বিদিতপদার্থবলো হি যোগী যদ্যদর্থতয়া সঙ্কল্পয়তি তৎ তস্মৈ প্রয়োজনায় কল্পতে।" অর্থাৎ যোগিগণ ভূত ও ভৌতিকপদার্থকে যখন যেরূপ করিতে ইচ্ছা করেন তখনই সেইরূপ করিবার শক্তি। যথা—ইচ্ছার প্রভাবে বিষকে অমৃত, মৃতজীবকে জীবিত ও জীবিত জীবকে মৃত করিতে পারা

কর্ম্ম করিত, অবশেষে দুষ্টলোকেরা এই তন্ত্র শিক্ষা করিয়া ইহার সহুবলে শত শত সতী স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট এবং শত শত প্রাণির প্রাণ বধ ইত্যাদি নানাবিধ অনিষ্টজনক কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, পরে যখন এই শাস্ত্রের প্রক্রিয়ামতে দেশে উক্তরূপ অনিষ্ট আরম্ভ হইল তখন সাধু ও অসাধু সকল লোকেই এই শাস্ত্রের কুফল দেখিয়া তাহাদের নিকট যে সকল বশ্যতন্ত্রের পুস্তক ছিল, তাহা গোপন করিয়া রাখিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা পোড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, এই কারণ বশতই কালক্রমে এই তন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া পড়িল এবং স্ত্রীলোকদিগকেও অন্দর-মহলের নির্জ্জনস্থানে রাখার একটী কারণ হইল। কেবল এইশাস্ত্রের প্রক্রিয়া মধ্যে বিবাহকালে বর ও কন্যা এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে বশীভূত করার জন্য মুখচন্দ্রিকার অর্থাৎ বর ও কন্যা উভয়ের পরস্পরের নেত্রে নেত্রে দর্শন করার প্রথা, যৌটক ও বরণ ইত্যাদি স্ত্রীয়াচার, রোগ-আরোগ্যার্থে ঝাড়া ইত্যাদি কার্য্য শুভ বলিয়া প্রচলিত ছিল ও অদ্যাবধি আছে কিন্তু ঐসকল কার্য্যের যথার্থ উপদেশ অভাবে ক্রমে ফলেরও বৈষম্য হইয়া আসিয়াছে। এই বশ্যতন্ত্রের প্রক্রিয়ামতে একমনুষ্য বিনা ঔষধে ও বিনা মন্ত্রে অন্য মনুষ্যকে অতি সহজে এইরূপ বশীভূত করিতে পারে যে তাহার বাহ্যজ্ঞান ও সদসৎ বিবেচনার শক্তি থাকে না, সে একেবারে বশ্যকারকের বশতাপন্ন হইয়া পড়ে, ইহাকেই অনেকে মোহিনী-শক্তি বলিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন এই তন্ত্রের অনুবলে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ামতে ভিন্ন ভিন্ন রোগ বিনা ঔষধে অতি অল্পসময়ের মধ্যে ও অতি সহজে উপশমিত হইয়া থাকে।

এই বশ্যতন্ত্র যোগশাস্ত্রের একটী অঙ্গ, ইংরাজীতে ইহাকে মেস্‌মেরিজম্ (Mesmerism) বা এনিম্যাল ম্যাগ্‌নাটিসম্ (Animal Magnetism) বলে, ইয়োরোপ (Europe) খণ্ডে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফাদার (Father Hehl) হেল নামক জারম্যান (German) দেশীয় একজন পণ্ডিত, এই বশ্যতন্ত্রের প্রক্রিয়ামতে রোগ আরোগ্যের একপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তৎপরে ঐ দেশীয় মেঃ মেস্‌মার সাহেব প্রথমতঃ হেল্ সাহেবের ঐ মত অবলম্বন করিয়া রোগ-সমূহ আরোগ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরিশেষে এই শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া এই শাস্ত্রের উন্নতিসাধন করেন, সেই জন্য তাঁহার নাম হইতেই এইশাস্ত্রের নাম মেস্‌মেরিজম্ হয়, মেস্‌মার সাহেবের রোগ আরোগ্য করাই প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, পরে ক্রমে আলোচনা করিতে করিতে বশীকরা ও অপ্রত্যক্ষ দর্শনাদি এই শাস্ত্র হইতে আবিষ্কার করেন। এই রোগাদি আরোগ্যের শাস্ত্র ইংলণ্ড ও ফরাসিপ্রদেশে কিরূপে মেঃ মেস্‌মার সাহেব কর্তৃক প্রচারিত হয় তাহা নিম্নে কোন ইংরাজী পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইল। ইহা পাঠে ইংরাজী মেস্‌মেরিজম্ যে কিরূপে প্রকাশ হইল তাহা জানা যাইবেক।

"Animal Magnetism, a sympathy lately supposed by some persons to exist between the magnet and the human body; by means of which the former became capable of curing many diseases in unknown way, something resembling the old magicians."

"The fanciful system, to call it by no worse name, of animal magnetism, appears to have originated, in 1774, from a German philosopher named Father hehl, who greatly recommended the use of the magnet in medicine. M. Mesmer, a physician of the same country, by adopting the principles of Hehl, became the direct founder of the system; but, afterwards deviating from the tenets of his instructor, he lost his patronage, as well as that of Dr Ingenhousz, which he had formerly enjoyed. Mesmer had already distinguished himself by "Adiffertation on the influence of the Stars upon the human body," which he publicly defended in a thesis before the university of Vienna; but he was so unable to stand before the opposition of Hehl and Ingenhousz, that his system fell almost instantly into disrepute. Mesmer appealed to the academy of sciences at Berlin; but they rejected his principles as destitute of foundation, and unworthy of the smallest attention. He then made a tour through Germany, publishing every where the great cures he performed by means of his animal magnetism, while his enemies every where pursued him with detections of the falsehood of his assertions."

Mesmer, still undaunted by so many defeats, returned to Vienna; but meeting there with no better success than before, he retired to Paris in the beginning of the year 1778. Here he met with a very different reception. He was first patronised by the author of the Dictionnaire des Merveilles de la nature; in which work a great number of his cures were published, Mesmer himself receiving likewise an ample testimony of his candour and solid reasoning. Our physician soon collected some patients; and in the month of April 1778. retired with them to Creteil, from whence he in a short time returned with them perfectly cured. His success was now as great as his disappointment had been before. Patients increased so rapidly that the Doctor was soon obliged to take in pupils to assist him in his operations. These pupils succeeded equally well as Mesmer himself; and so well did they take care of their own emolument, that one of them, named M. Deflon, realized upwards of L.100,000 Sterling. In 1779 Mesmer published a memoir on the subject of Animal Magnetism, promising afterwards a complete work upon the same, which should make as great a revolution in philosophy as it had already done in medicine."

The new system now gained ground daily; and soon became so fashionable, that the jealousy of the faculty was thoroughly awakened, and an application concerning it was made to government. In consequence of this a committee was appointed to inquire into the matter, consisting partly of physicians and partly of members of the royal academy of sciences, with Dr Benjamin Franklin at their head. This was a thunderstroke to the supporters of the new doctrine.—Mesmer himself refused to have any communication with the

committee; but his most celebrated pupil Deflon was lesss cru-pluous, and explained the principles of his art in the follow-ing manner :

1. Animal magnetism is an universal fluid constituting an absolute plenum in nature, and the medium of all mutual influence between the celestial bodies and betwixt the earth and animal bodies.

2. It is the most subtile fluid in nature ; capable of a flux and reflux, and of receiving, propagating, and continuing all kinds of motion.

3. The animal body is subjected to the influences of this fluid by means of the nerves, which are immediately affected by it.

4. The human body has poles and other properties analo-gus to the magnet.

5. The action and virtue of animal magnetism may be communicated from one body to another, whether animate or inanimate.

6. It operates at a great distance without the intervention of any body.

7. It is increased and reflected by mirrors ; communicated, propagated, and increased by sound ; and may be accumulat-ed, concentrated, and transported.

8. Notwithstanding the universality of this fluid, all animal bodies are not equally affected by it ; on the other hand, there are some, though but few in number, the presence of which destroys all the effects of animal magnetism.

9. By means of this fluid nervous disorders are cured immediately, and others mediately ; and its virtues, in short, extend to the universal cure and preservation of mankind.

From this extraordinary theory, Mesmer, or M. Deflon, had fabricated a paper, in which he stated that there was in nature but one disease and one cure, and that this cure was animal magnetism ; and lastly, M Deflon engaged, 1. To prove to the commissioners, that such a thing as animal mag-netism existed ; 2. To prove the utility of it in the cure of diseases ; after which he was to communicate to them all that he knew upon the subject. The commissioners accordingly attended in the room where the patients underwent the magnetical operations. the apparatus consisted of a circular platform made of oak, and raised about a foot and an half from the ground ; which platform was called the banquet. At the top of it were a number of holes, in which were iron rods with moveable joints for the purpose of applying them to any part of the body. The patients were placed in a circle round, each touching an iron rod, which he could apply to any part of the body at pleasure ; they were joined to one another by a cord passing round their bodies, the design being to increase the effect by communication. In the corner of the room was a piano forte, on which some airs were played, occasionally accompanied with a song. Each of the patients held in his hand an iron rod ten or twelve feet long ; the intention of which, as Deflon told the commissioners, was to concentrate the magnetism in its point, and thus to render its effects more feasible. Sound is another conductor of this magnetism ; and in order to communicate the magnetism to the piano forte, nothing more is necssary than to bring the iron rod near it. Some magnetism is also furnished by the person who plays it ; and this magnetism is transmitted to the patients by the sounds. The internal part of the platform was said to be so contrived as to concentrate the magnetism and was the reservoir whence the virtue diffused itself among the patients. Its structure, however, is not mentioned ; but the committee satisfied themselves, by means of a needle and electrometer, that neither common magnetism nor electricity was concerned.

Besides the different ways of receiving the magnetism al-ready mentioned, viz, by the iron, cord, and piano forte, the patients also had it directly from the Doctor's finger, and a rod which he held in his hand, and which he carried about the face, head, or such parts of the patient as were diseased ; ob-serving always the direction of what he called the poles. The principal application of magnetism, however, was by pressure of the hands or fingers on the hypochondria or lower regions of the stomach.

এক মানব অন্য মানবকে বিনা ঔষধ ও মন্ত্রে যে অনায়াসে আপনার আয়ত্ব অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারে তাহা মানসিক তাড়িতের কর্ম্ম, (Mental Electricity) যেহেতু এক মানব তাহার নিজের মনকে অন্য মানবের মন ও শরীরের মধ্যে বেগে চালনা দ্বারা আলোড়িত করিয়া যে ক্রিয়া করে সেই ক্রিয়াকে মানসিক তাড়িতের ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছু বলা যাইতে পারে না। কোন ইংলণ্ডদেশীয় পণ্ডিত এই বিষয়ের বক্তৃতা করেন, ঐ বক্তৃতাকালিন বলিয়াছেন যে; "I consider Animal magnetism a very improper name it should be called spiritualism or Mental electricity because it is the direct impulse of mind upon the minds and bodies of others."

এইক্ষণ দেখিতে হইবে যে এই তাড়িত-ক্রিয়া কেন এবং কিরূপে বা কি শক্তি দ্বারা হইয়া থাকে—ইহার কারণ এই যে জগদীশ্বর তাঁহার সৃষ্ট সমুদায় জগতে একটী সাধারণ বিধি করিয়াছেন, তাঁহার নাম সমতা, (Law of Equilibrium) এই বিধি অনুসারে স্বভাবের সমতাকার্য্য (Nature) নিয়ত ঘাৎ (Action) এবং প্রতিঘাৎ (Reaction) রূপে চলিতেছে। যথা—

বর্ষাকালে কোন নদ কি নদীর পাহাড়ি জলে প্লাবিত হইয়া যখন তন্নিম্নস্থ ভূমিতে কিম্বা কোন নদীর সংলগ্ন খালে কি বিলে অথবা ঐ খালের কি বিলের সংলগ্ন কোন পুষ্করিণীতে পড়িতে আরম্ভ হয় তখন দেখা যায় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ জল পাহাড়ির কিম্বা খালের ও বিলের এবং পুষ্করিণীর জলের সহিত সমান না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমাগত সতেজে এক দিক্ হইতে পড়িতে থাকে এবং অন্য দিক হইতে জল উঠিতে থাকে।

আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, একটী পাত্রস্থিত উষ্ণ দুগ্ধ যদি

অপর একটী পাত্রস্থিত শীতল জল মধ্যে রাখিয়া হস্তাঙ্গুলি দ্বারা ক্রমে ঐ উষ্ণ দুগ্ধ এবং শীতল জল স্পর্শ করি তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, যে পর্য্যন্ত ঐ উষ্ণত্ব এবং শীতলত্ব পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমতা প্রাপ্ত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ দুগ্ধের উষ্ণত্ব শীতল জল মধ্যে প্রবেশ এবং শীতল জলের শীতলত্ব উষ্ণ দুগ্ধমধ্যে চালনা হইতেছে।

সমতা প্রাপ্ত হওয়ার জন্যই ঝড়ের উৎপত্তি যথা—পৃথিবীর উপরিস্থ কোন স্থানের গাঢ় শীতল বায়ু হঠাৎ উষ্ণ কর্ত্তৃক পাতলা হইতে হইতে ঐ স্থান এক রকম শূন্য অর্থাৎ খালি হইয়া পড়ে তাহাতে ঐস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী গাঢ় শীতল বায়ু শূন্যস্থানে সজোরে আসিয়া প্রবেশ করিতে থাকে, যে পর্য্যন্ত ঐ শূন্যস্থানে প্রবিষ্ট বায়ুর সহিত পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুর সমতা না হয়। প্রচলিত কথায় এই কালকেই ঝড় বহিতেছে এইরূপ বলা হইয়া থাকে। (The tempest seem to arise from a sudden rerefaction of the air, which produces a kind of vacuum and the cold dense air rushing in to supply the place, which will continue until the equilibrium of density is attained. Then, not before, Nature having gained her end, will be at rest.)

মনুষ্য এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর মধ্যেও এবিষয় দেখা যায় যথা;—কোন ব্যক্তির উষ্ণ হস্তপাঞ্জা কোন এক শীতলস্থানে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির শীতল হস্ত পাঞ্জায় কিয়ৎক্ষণ স্পর্শ করাইয়া রাখিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির উষ্ণ হস্তপাঞ্জার উষ্ণত্ব শীতলস্থানে কি শেষোক্ত ব্যক্তির শীতল হস্ত পাঞ্জা মধ্যে ক্রমে প্রবেশ করে এবং শীতল হস্তপাঞ্জার শীতলত্ব ঐ উষ্ণ হস্তপাঞ্জার মধ্যে চালনা হইতে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয় হস্তপাঞ্জার উষ্ণত্ব এবং শীতলত্ব পরস্পরের মধ্যে চালনা হইয়া সমতা প্রাপ্ত না হয়।

যদি অত্যন্ত জরা-জীর্ণা এবং পিতামহির সমান বয়সা দুইটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মধ্যে একটী হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ তিন চারি বৎসরের বালককে দুই বৎসর কাল প্রত্যহ শয়ন করাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে ঐ বালক ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইবেক, পরে যদি উক্ত বালককে ঐ বৃদ্ধাদ্বয়ের নিকট হইতে সরাইয়া লওয়া না হয় তাহা হইলে ঐ বালকের জীবন সংশয় অর্থাৎ ঐ বালক মৃত্যু মুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে ঐ বালক বৃদ্ধাদ্বয়ের মধ্যে শয়ন করাতে উক্ত বালকের দেহের কোমল তরল পদার্থ বৃদ্ধাদ্বয়ের দেহে প্রবেশ এবং বৃদ্ধাদ্বয়ের দেহের উষ্ণ পদার্থ ঐ বালকের দেহে চালনা হওয়াতে ঐ বালক শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে। *

উক্ত দৃষ্টান্তগুলিদ্বারা পরস্পর সংলগ্নজন্য উষ্ণত্ব ও শীতলত্ব পরস্পরের মধ্যে যে প্রবিষ্ট হয় তাহাই দেখান হইল ; এইক্ষণ বিনা স্পর্শে কিরূপে এক মানবের মনকে অন্যমানবের মনের ও দেহের উপর চালনা করিয়া ক্রিয়া করিতে পারা যায় তাহা বলিবার অগ্রে বিনাস্পর্শে যে একবস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে তাহা বলা যাইতেছে।

সকলেই দেখিতেছেন যে চুম্বকপাথর বিনাস্পর্শে লোহাকে আকর্ষণ করিয়া আনে, ঐরূপ বৈদ্যুতিক অর্থাৎ তাড়িতশক্তিদ্বারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা বস্তু বিনাস্পর্শে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—একখণ্ড কাঁচ, তৈলস্ফটিক, (Amber) অথবা গালা অর্থাৎ লাবাতি, এই সকলের মধ্যে যে কোন একটীকে শুষ্কহস্ত, ফ্লানেল, রেশম কিম্বা রোম ইহাদের কোন একটী দ্বারা ঘর্ষন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে টুক্‌রা টুক্‌রা কাগজ, তৃণ, কেশ, পালক, সূত্র বা অন্য কোন সূক্ষ্ম ও লঘু পদার্থ ধরিলে আকৃষ্ট হইয়া উড়িয়া আসিয়া কিয়ৎক্ষণ উহাতে লাগিয়া থাকিবে।

If a poice of glass, amber or sealing wax be rubed with the dry hand, or with flannel, silk or far and then held near small light bodies, such as straws hairs or threads these bodies will fly towards the glass, amber or wax thus rubbed, and for a moment will adhere to them, the substance having this power of attraction, are called electrics, and the agency by which this power is exerted is called electricity. Some bodies such as certain crystals exert the same power when heated and others become electric by pressure.

ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে কোন বস্তুকে ঘর্ষণ করিলে তাহাহইতে এবং তাড়িতশক্তির উৎপত্তি হয় যে, সেই শক্তি অন্য বস্তুকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া আনে।

ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে ইলেক্‌ট্রিসিটীর অর্থাৎ বৈদ্যুতিক পদার্থের বিলক্ষণ আকর্ষণশক্তি আছে, এই মেস্‌মেরিজমও বৈদ্যুতিক শক্তির আকর্ষণ দ্বারা হইয়া থাকে।

আত্মার ইচ্ছাশক্তিদ্বারা মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া তাড়িতপদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই তাড়িতপদার্থদ্বারাই মানব অন্যের মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, ইহাই বশ্যতন্ত্রের অর্থাৎ মেস্‌মেরিজমের মূল কারণ, যেরূপ লাবাতি ইত্যাদি ঘর্ষণ করিলে কিম্বা কোন কাঁচ পদার্থকে উষ্ণ করিলে তাহা হইতে তাড়িৎ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া তৃণাদি লঘু বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া রাখে সেইরূপ ইচ্ছাশক্তিক্রমে অপরের মনকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় মনের সহিত যোগ করিয়া রাখে। এইরূপ অন্যান্য কার্য্যও আত্মা বুদ্ধিরসহিত যুক্ত হইয়া মনের দ্বারা শরীরস্থ কার্য্যবিশেষের সিরাকে

* জল, বায়ু, আহার ও পরিচ্ছেদের তারতম্যে শরীরের ও মনের তেজ ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত হিন্দুজাতি বিশেষ ব্রাহ্মণজাতি অপর জাতিকে স্পর্শ করিতেন না, কারণ অপর জাতি স্পর্শ করিলে তাহাদিগের তেজের হ্রাস হয় এই আশঙ্কায় যবনাদি জাতি অর্থাৎ যাহাদিগের আহার ও আচারাদি ভিন্নরূপ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেন না, সকলেই অবগত আছেন যে কতকগুলি রোগও এইরূপ আছে যে ঐ সকল রোগগ্রস্থ রোগীকে স্পর্শ করিলে কিংবা তাহাদের সহিত একাসনে উপবেশনাদি করিলে শরীরে ঐসকল রোগের বীজ সংক্রমিত হয়, এইরূপ সংক্রামক রোগকেই প্রচলিত কথায় ছুতিস্পর্শ রোগ বলে। এতদ্ভিন্ন একত্র উপবেশনাদিতেও বুদ্ধিবৃত্তি এবং শরীরের তেজ পর্য্যন্ত পরস্পরে সংক্রমিত হইয়া থাকে এই নিমিত্ত আর্য্যঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে "সংসর্গ যা দোষা গুণা ভবন্তি"। কি নিমিত্ত ঐরূপ সংক্রমিত হয় তাহার কারণ উপরে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্যই এস্থানে বিস্তার করিয়া লিখা হইল না।

ও ধমনীকে উত্তেজনা করে এবং সেই সিরা ও ধমনী দ্বারা যথা প্রক্রিয়ামতে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের ইচ্ছা হইলেই যে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য একবারে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা নহে। শিক্ষা নামক গ্রন্থেও দেখা যায় যে, দেহমধ্যে অনেকগুলি কার্য্যের পর মন্দ্রস্বরের উৎপত্তি হয়। ঐ শিক্ষাগ্রন্থ বেদের ছয়টী অঙ্গ মধ্যে একটী অঙ্গ, অর্থাৎ যাহাতে বৈদিক-মন্ত্রের বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণজন্য উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতাদি স্বরব্যঞ্জনাত্মক বর্ণের উচ্চারণবিশেষের জ্ঞান লিখিত আছে। ঐ শিক্ষাগ্রন্থে মন্দ্রস্বর শরীরের কোন স্থান হইতে কিরূপে উচ্চারিত হয় তাহা লিখিত আছে, প্রসঙ্গত তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথা—

"আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্‌ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি সংপ্রেরয়তি মারুতং॥
মারুতস্তুরসি চরন্‌ মন্দ্রং জনয়তি স্বরং।
প্রাতঃসবনযোগং তং ছন্দো গায়ত্রমাশ্রিতং॥
কণ্ঠে মধ্যদিনযুগং মধ্যমং ত্রৈষ্টুভানুগং।
তারতার্তীয়সবনং শীর্ষণ্যং জাগতানুগং॥
সোদীর্ণো মূর্দ্ধোহভিতো বক্ত্রমাপাদ্য মারুতঃ।
বর্ণাঞ্জনয়তে প্রাজ্ঞঃ * * * *॥

অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া মনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে নিয়োগ করে, পরে নিযুক্ত মন শরীরস্থ অগ্নিকে উত্তেজিত করে, অনন্তর উদ্রিক্ত অগ্নি বায়ুকে চালনা করে, এইরূপে চালিত বায়ু বক্ষঃস্থলে বিচরণ করত মন্দ্রনামক স্বরকে উৎপন্ন করে। (১) * * * *

দর্শন শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে;

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ।
ক্রিয়াজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা কৃতী ভবেৎ॥"

অর্থাৎ প্রথমত আত্মাতে ইচ্ছা জন্মে, পরে ইচ্ছা হইতে ক্রিয়া জন্মে, অনন্তর ঐক্রিয়া হইতে ক্রিয়াসম্পন্ন করিবার চেষ্টা জন্মে এবং চেষ্টা হইতে কার্য্য হইয়া থাকে।

এই সকল বচন দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে কোন কার্য্য আমরা হঠাৎ করিতে পারিনা ঐ কার্য্য করিবার অগ্রে আত্মা, মন, বায়ু, সিরা ও ধমনী এবং তাড়িত দ্বারা ক্রমে প্রক্রিয়ামতে উক্ত অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ আত্মা যাহা করিতে মানস করে তাহা ইচ্ছাশক্তিক্রমে শরীরস্থ সিরা ও ধমনী দ্বারা হইয়া থাকে। যথা—

অগ্রে কোন একটী বস্তু উত্তোলন করিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু ঐ ইচ্ছা হওয়ামাত্রেই যে সেই বস্তু উত্তোলন করা যাইতে পারে তাহাও নহে। প্রথমত ইচ্ছা জন্মে, ঐ ইচ্ছা যে একেবারে জন্মে তাহাও নহে, আত্মা বুদ্ধির সহিত যোগে প্রক্রিয়ামতে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে।

(1) "The soul comprehends the means of its faculty of knowledge of what is wanted, and, desirous of speaking out, enjoins the mind. The mind upon this excites the bodily heat, and this heat puts the wind in motion; this wind, moving in the cavity of the chest; produces a sound which is recognized as Mandra, or chest voice."

মানবের ব্রহ্মরন্ধ্র (Brain *) কেবল স্নায়ুতে গঠিত, ঐ স্নায়ু শুভ্রবর্ণ কোমল রসাল পদার্থ, ইহাতেই জীবনীশক্তি বিদ্যমান আছে; ইংরাজীতে ইহাকে নারভো ভাইটেল ফ্লুইড (*Nervo vital fluid*) বলিয়া থাকে। ঐ স্নায়ু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত তন্মধ্যে প্রথম বা স্পর্শানুবোধক স্নায়ু। নার্ভ্‌স অব সেন্‌সেসন্‌ (Nerves of sensation) অর্থাৎ যে সকল স্নায়ু দ্বারা মন স্পর্শ-জ্ঞান চালনা করে। (১)। দ্বিতীয় ইচ্ছানুসারে চলাচলকারক স্নায়ু (নার্ভ্‌স অব ভলেণ্টারি মোসন (Nerves of Voluntary motion) অর্থাৎ জীবের শরীরের মধ্যে যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ইচ্ছাশক্তির অধীন সেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যে সকল স্নায়ু দ্বারা মনের চালনাক্রমে কার্য্য করে। (২)। তৃতীয় ইচ্ছানুসারে চলাচল করিবার শক্তিবিহীন স্নায়ু (নারর্ভ্‌স অব ইন্‌ভলেণ্টারি মোসন (Nerves of involuntary motion) অর্থাৎ জীবের শরীরের মধ্যে যেসকল স্থান ইচ্ছা শক্তির অধীন নহে, সেই সকল স্থানে যে সকল সিরা ক্রমাগত ক্রিয়া করে। (৩)। যথা,—

—হৃৎপিণ্ডে রক্তের চলাচল, পাকস্থলীর ক্রিয়া এবং হৃৎপিণ্ডস্পন্দন, ইত্যাদির কার্য্য যে সকল স্নায়ু দ্বারা নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং এই সকল স্নায়ু ইচ্ছার অধীন নহে বলিয়াই জাগ্রত অবস্থায় কি নিদ্রিতাবস্থায় ইহাদিগের ক্রিয়া অনবরত চলিতেছে, ইচ্ছা করিলেও কিছুতেই ইহাদিগের কার্য্য বন্ধ করা যাইতে পারে না। ইত্যাদি।

ব্রহ্মরন্ধ্রে (Brain) ঘৃতের ন্যায় একপ্রকার কোমল পদার্থ আছে তাহাকেমস্তিষ্ক বলে, ঐ মস্তিষ্কে রক্ত নাই কিন্তু মস্তিষ্কের চতুষ্পার্শে স্তরে স্তরে রক্তের স্থান আছে, ঐ সকল রক্ত সিরার মধ্য দিয়া চলাচল করে, মস্তিষ্কের মধ্যে চলাচল করে না, কিন্তু ঐ মস্তিষ্কে তাড়িতপদার্থ আছে, অতএব মস্তিষ্ক ও রক্তচলাচলের সিরা ও ধমনী প্রত্যেকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কোন ইংরাজিগ্রন্থে লিখিত আছে যে "Once more: there is in the nervous system no blood. By the NERVOUS SYSTEM I mean the brain and all its ramifications. The blood belongs exclusively to the circulating system, which embraces the veins and arteries. I grant *that the blood-vessels pass round the convolutions of the* brain, but in the nerve itself there is no blood, and the whole mass of brain is but a congeries of nerves. These are charged with a nervo-vital fluid, which is manufactured from electricity. Hence, the circulating system containing the

* Brain is that soft whitest mass enclosed in the *cranium or skull*, wherein all the organs of sense terminate, and the soul is supposed principally to reside.

(1) The nerves of sensation are those by which feeling is conveyed to the mind.

(2) The Voluntary nerves are those through which the mind gives motion to those parts of the body that are under the control of will.

(3) The involuntary nerves are those that give motion to such parts of our system as are not under the control of the will.

None but the involuntary nerves pass to the heart, stomach, and Lever.

blood, and the nervous system containing the magnetic fluid, are not to be blended, but distinctly considered." যেরূপ কোন মানবের রক্ত চলাচলের ধমনীতে কোন কোন সময় রক্তের অভাব হইতে পারে তদ্রূপ মস্তিকের তাড়িত সঞ্চালনেরও অভাব হইতে পারে। যখন কোন মানব হঠাৎ কোন শুভ কি অশুভ সমাচার শ্রবণে অত্যন্ত উত্তেজিত, ভীত বা ব্যাকুলিত হয়, তখনই জানা যায় যে তাহার মস্তিকে তাড়িতপদার্থের পরিমাণ ন্যূন হইয়াছে। এইক্ষণ মনে কর কোন এক ব্যক্তির মস্তিকে তাড়িত পদার্থ পরিপূর্ণ আছে এবং অন্য আর এক ব্যক্তির মস্তিকে তাড়িত পদার্থের পরিমাণ ন্যূন, এমত অবস্থায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহার মনকে একধ্যানে একজ্ঞানে ধীরে ধীরে যে ব্যক্তির মস্তিকে তড়িত পদার্থের অল্পতা, তাহার মনের সহিত সংলগ্ন করে তাহা হইলে ইচ্ছাশক্তিক্রমে তাড়িত পূর্ণ মস্তিক হইতে তাড়িতপদার্থ ন্যূনতাড়িতমস্তিকে ক্রমে চালনা হইতে থাকে। যে পর্য্যন্ত উভয় মস্তিকের তাড়িতপদার্থ সমতাপ্রাপ্ত না হয়। ইহাতে ঐ ন্যূনতাড়িতমস্তিক-ব্যক্তি অচৈতন্য হইয়া পড়ে; এইরূপ প্রক্রিয়ার নামই ম্যাগ্ন্যাটীজম। (Magnetism) এই ম্যাগ্ন্যাটীজমই বশ্যতন্ত্রের (মেসমরিজমের) মূল কারণ। পরস্পরের মস্তিকে তাড়িতের ন্যূনাধিক্য হইলেই মেসমেরিজ করিবারও সময়ের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। যদি উভয়ের মস্তিকে তাড়িতপদার্থের পরিমাণ সমান হয় তাহা হইলে ক্রমে কয়েক দিবসের বৈঠকে মেস্‌মেরিজ করা যাইতে পারে।

এইক্ষণে কোন বস্তু উত্তোলনের ইচ্ছা হইলে কি কি প্রক্রিয়ার পর বস্তু উত্তোলন করা যায় তাহা বলা যাইতেছে ;—

প্রথমত আমরা ইচ্ছা করিবামাত্র (Nerves of voluntary motion) ইচ্ছাশক্তি ঐচ্ছিকস্নায়ুর মধ্যে যে তাড়িত পদার্থ আছে তাহাকে আলোড়ন করিলে ঐ তাড়িতপদার্থ আলোড়িত হইয়া ইচ্ছানুসারে রক্তসঞ্চালনকারিণী ধমনী সমূহকে কম্পিত করিয়া তোলে, পরে ঐ কম্পিতরক্তসঞ্চালনকারিণী ধমনী মাংসপেশী সমূহকে সঙ্কুচিত করে, পরে মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া বাহুকে উত্তোলন করে এবং ঐ বাহু উত্থিত হইয়া ইপ্সিতবস্তুকে উত্তোলন কিম্বা আনয়ন করে। ইহাতেই স্পষ্টজানা যাইতেছে যে, এই প্রকারে শৃঙ্খলামতে মনের কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু মনে কার্য্যের উদয় হওয়া মাত্রই কার্য্য হইতে পারে না। কোন ইংরাজী গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—We put forth a will. That will stirs the nervo vital fluid in the voluntary nerves to vibrate. The galvanic vibration of these nerves contracts the muscles. The muscles contracting, raise the arm, and that arm raise foreign matters. So we perceive that it is through this concatenation, or chains, that the mind comes in contact with the grossest matter in the univers. It is evident that there is no direct contact between mind and gross matter :—

এই সিদ্ধান্তানুসারে জানা যাইতেছে যে একমানব অন্য মানবের উপর তাহার মনের একাগ্রতা দ্বারা এবং ইচ্ছার শক্তি ক্রমে উপরোক্ত তাড়িত পদার্থ (Fluid) অপর ব্যক্তির উপর চালনা করিয়া দিতে পারে, এই কার্য্যের নামই মেস্‌মেরিজম্। যথা—কোন, ইংরাজি গ্রন্থকার বলিয়াছেন, যে—"That by the concentration of the mind upon an individual, and by the action of the will, this fluid can be thrown upon another person till his nervous system is fully charged. This is mesmerism.

মেস্‌মেরিজম্ করিতে যে, আত্মা, ইচ্ছা, মন, মস্তিকের তাড়িত ও ইচ্ছার শক্তিক্রমে তাড়িতপদার্থের চালনা ইত্যাদির আবশ্যক তাহা সঙ্ক্ষেপে বলা হইল, এইক্ষণ হস্ত ও হস্তাঙ্গুলীর প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারাও যে মেস্-কার্য্য হয় তাহা বলা হইতেছে। হস্তাঙ্গুলীসমূহের নাম যথা,—অঙ্গুষ্ঠ, মেরিজমের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই সকলের গঠন ইত্যাদি অত্যাশ্চর্য্য, এই হস্তাঙ্গুলির শেষভাগদ্বারা নানাবিধ অদ্ভূত কার্য্য করা যায়, এই হস্তাঙ্গুলিদ্বারা ঝাড়িয়া বেদনা প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার প্রতিকার করা যায়, এই হস্তাঙ্গুলি দ্বারা বলবান্ ব্যক্তিকে ক্লোরাফরম্ অপেক্ষাও অধিক অচৈতন্য করিয়া অক্লেশে ও বিনাকষ্টে অস্ত্র-চিকিৎসা করা যায়। অনেকেই অবগত আছেন যে যৎকালে ডাক্তার মেঃ এলিয়টসন্ (Dr. Elliotson) সাহেব কলিকাতায় আসিয়া গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালে অস্ত্র চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন তৎকালে তিনি মেস্‌মেরিজ করিয়া শত শত জলদোষের রোগীর কোঁষ এবং অস্ত্র-চিকিৎসার উপযুক্ত রোগ সকল অক্লেশে অস্ত্র করিয়া আরোগ্য করিতেন। যদি ক্লোরাফরম্ ও ইথার আবিষ্কার না হইত তাহা হইলে মেস্‌মেরিজমের বিলক্ষণ উন্নতি দেখা যাইত। ফলত মেস্‌মেরিজমের দ্বারা অনেক সময় পর্য্যন্ত রোগিকে অজ্ঞান করিয়া রাখা যায় কিন্তু ক্লোরাফরম দ্বারা তাহা হয় না, বিশেষত যাহাদের হৃদ্রোগ আছে ক্লোরাফরম্ তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকারী, এমৎ কি উহাতে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু মেস্‌মেরিজমে সে আশঙ্কা থাকে না।

হস্তাঙ্গুলির এমৎ ক্ষমতা আছে যে ক্রূর, হিংসক ও ভীষণ বন্যপশুকে পর্য্যন্ত দমন ও বশীভূত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে আর্য্য মুনিঋষি-গণের এই সকল ক্ষমতা ছিল, এইক্ষণও শুনা যায় যে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে কোন কোন সন্ন্যাসীর নিকটও ব্যাঘ্রাদি বশীভূত হইয়া আছে; ফলত বশ্যতন্ত্রের অনুবলে এই সকল বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইংরাজী গ্রন্থেও লিখিত আছে যে পিতাগোরাস (Pithagoras) যিনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি একটী বন্য ভল্লুককে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং আকাশবিহারী বাজপক্ষীর গতিরোধ করিয়াছিলেন। যথা;—(Pithagoras who visited India is said to have tamed, bythe influence of his will or word, a furious bear, prevented an ox from eating beans and stopped an eagg in its flight.)। বাইবেলেও লিখিত আছে যে, (Lay thy Hands upon the sick and they shall recover) অর্থাৎ পীড়িত ব্যক্তির উপর হস্তচালনা কর সে তাহাতে আরোগ্য লাভ করিবে। যেরূপ আমাদের দেশের বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণেরা মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, সেইরূপ পূর্ব্বকালে ইংরাজদিগের মধ্যেও পাদ্রিরা (Bishop) শিষ্যের মস্তকে হস্তদ্বারা আশীর্ব্বাদ করিতেন, ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে হস্তাঙ্গুলীর গুণ অপরাপর দেশেও জানিত।

অস্মদ্দেশের তন্ত্র-শাস্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুলিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্নভিন্ন কার্য্যে ব্যবহার করার যে ক্রম দেখাইছেন তাহাকে মুদ্রা বলে।

ঐ সকল মুদ্রার মধ্যে কোন কোন মুদ্রাদ্বারা দেবতাদি বশীকরণ, কোন মুদ্রাদ্বারা আকর্ষণ, কোন মুদ্রাদ্বারা আবাহন, কোন মুদ্রাদ্বারা বিসর্জন কোন মুদ্রাদ্বারা উন্মাদ, কোন মুদ্রাদ্বারা সংহার ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; ইহার তাৎপর্য্য এই যে অঙ্গুলি বিরচন দ্বারা নানাবিধ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। এই সকল মুদ্রা অতিশয় গোপনীয়, তাহার কারণ এই যে, যাহাতে দুষ্ট লোকেরা শিক্ষা করিয়া কোন অনিষ্ট ঘটাইতে না পারে।

গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে "মোদনাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবনাৎ পাপসন্ততেঃ। মুদ্রাস্তাঃ কথিতাঃ সদ্ভিঃ দেবসান্নিধ্যকারিকাঃ। অর্চ্চনে জপকালে চ ধ্যানে কাম্যে চ কর্ম্মণি। স্নানে চাবাহনে শঙ্খে প্রতিষ্ঠায়াঞ্চ রক্ষণে॥ নৈবেদ্যে চ তথান্যত্র তত্তৎকল্পপ্রকাশিতে; স্থানে মুদ্রাঃ প্রকর্ত্তব্যাঃ স্বস্ব লক্ষণলক্ষিতাঃ॥" অর্থাৎ দেবতাদিগের আনন্দ উৎপাদন ও পাপরাশি বিনাশ করার জন্য সাধুগণ দেবতাদিগের সান্নিধ্যকারক যেসকল মুদ্রা বলিয়াছেন সেই সকল মুদ্রার বিষয় কথিত হইতেছে। অর্চ্চনা ও জপকালে এবং ধ্যান, কাম্যকর্ম্ম, স্নান, আবাহন, শঙ্খপ্রতিষ্ঠা এবং নৈবেদ্য দেওয়া কালে যে যেরূপ মুদ্রা অর্থাৎ যে যেরূপে অঙ্গুলিবিরচিত করিতে হয় সেই সেই রূপ করিয়া কার্য্য করিবে, তাহাহইলেই মানসিক কার্য্য অতি সত্বরে সম্পন্ন ও সিদ্ধ হইয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে। বশ্যতন্ত্রের মতে বশীকরণকার্য্যে যেরূপে অঙ্গুলী বিরচিত করিয়া মুদ্রা সকল করিতে হয় তাহার মধ্যে একটী মুদ্রা দৃষ্টান্তস্বরূপ মূল ও অনুবাদসহ পাঠকবর্গের বিদিতার্থে বলা হইতেছে, ইহার দ্বারা মুদ্রা কিরূপে গঠিত হয় এবং অঙ্গুলিসমূহকে কিরূপে বিরচিত করিলে সর্ব্ববশ্যকরী মুদ্রা হয় তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। যথা—"পুটাকারৌ করৌ কৃত্বা তর্জ্জন্যাবঙ্কুশাকৃতী পরিবর্ত্তক্রমেণৈব মধ্যমে তদধোগতে। ক্রমেণ দেবি! তেনৈব মধ্যমানামিকাদ্বয়ঃ। সংযোজ্য নিবিড়াঃ সর্ব্বাঃ অঙ্গুষ্ঠাবগ্রদেশতঃ। মুদ্রেয়ং পরমেশানি! সর্ব্ববশ্যকরী মতাঃ।" অর্থাৎ প্রথমত হস্তদ্বয়কে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ ও বামহস্তের তর্জ্জনীদ্বয়কে অঙ্কুশাকৃতি করিবে, পরে উভয় হস্তের মধ্যমা, আনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলিত্রয় পরিবর্ত্তক্রমে অর্থাৎ বাম হস্তের মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই তিনটী অঙ্গুলীকে দক্ষিণহস্তের ঐ তর্জ্জনীর নিম্নে এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, আনামিকা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলী তিনটীকে বামহস্তের ঐ তর্জ্জনীর অধোভাগে সংযুক্ত করিয়া পরিশেষে উভয় অঙ্গুষ্ঠ অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন করিয়া সমুদায় অঙ্গুলী নিবিড় অর্থাৎ দৃঢ় রূপে করিলেই সর্ব্ববশ্যকরী মুদ্রা হইবেক। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য মুদ্রাসকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে অঙ্গুলী বিরচিত করিয়া হইয়া থাকে। তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে যে কয়েকটী মুদ্রা প্রয়োজনীয় তাহার নাম লিখিত হইতেছে।

বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসকের জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম, বেণু, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, জ্ঞান, বিশ্ব, গরুড়, নরসিংহ, বারাহ, হয়গ্রীব, ধনু, বাণ, পরশু, জগন্মোহনিক এবং কামমুদ্রা। শিবমন্ত্রের উপাসকের জন্য লিঙ্গ, যোনি, ত্রিশূল, মালা, ইষ্টা, বর, অভয়, মৃগ, খট্টাঙ্গ, কপাল, এবং ডমরুমুদ্রা। সূর্য্যের উপাসনার জন্য পদ্মমুদ্রা; গণেশের উপাসনার জন্য দণ্ড, পাশ, অঙ্কুশ, বিঘ্ন, পরশু, লড্ডুক এবং বীজপুরমুদ্রা। শক্তিমন্ত্রের উপাসকের জন্য পাশ, অঙ্কুশ, বর, অভয়, খড়্গ, চর্ম্ম, ধনু, শর, মৌষলী এবং দৌর্গী। লক্ষ্মীর অর্চ্চনে লক্ষ্মীমুদ্রা। বাগাদিপূজার নিমিত্ত অক্ষমালা, বীণা, ব্যাখ্যা এবং পুস্তকমুদ্রা। বহ্নিপূজনে সপ্তজিহ্বামুদ্রা। সর্ব্বকর্ম্মে মৎস্য, কূর্ম্ম, লেলিহা এবং মুণ্ডমুদ্রা। এতদ্ভিন্ন শক্তির অর্চ্চনে মহাযোনি। শ্যামা প্রভৃতির অর্চ্চনে মুণ্ড, মৎস্য, কূর্ম্ম, এবং লেলিহা মুদ্রা। তারার অর্চ্চনে যোনি, ভূতিনী, বীজাখ্যা, দৈত্যধূমিনী, এবং লেলিহা মুদ্রা। সংক্ষোভিণী, দ্রাবনী, আকর্ষণী, বশ্যা, উন্মাদিনী, মহাঙ্কুশা, খেচরী, বীজ, যোনি, ত্রিখণ্ডমুদ্রা এবং কুম্ভমুদ্রা, পদ্মমুদ্রা, কালকর্ণী ও গালিনীমুদ্রা। শ্রীগোপাল অর্চ্চনে বেণুমুদ্রা। নরসিংহ পূজনে নারসিংহীমুদ্রা, বরাহপূজনে বারাহী মুদ্রা; হয়গ্রীব অর্চ্চনে ধনুর্ব্বাণ মুদ্রা, পরশুরাম পূজনে পরশুমুদ্রা। বাসুদেব পূজনে আবাহনীমুদ্রা। রক্ষাবিষয়ে কুম্ভমুদ্রা। প্রার্থনা বিষয়ে প্রার্থনামুদ্রা, এতদ্ভিন্ন অনেক মুদ্রা আছে। যথা সংহার মুদ্রা ইত্যাদি। মূলবচন যথা—"একোনবিংশতির্মুদ্রা বিষ্ণোরুক্তা মনীষিভিঃ। শঙ্খচক্রগদাপদ্মবেণুশ্রীবৎসকৌস্তুভাঃ। বনমালা তথা জ্ঞানমুদ্রা বিশ্বাহ্বয়া তথা। গরুড়াখ্যা পরা মুদ্রা বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী। নারসিংহী চ বারাহী হয়গ্রীবী ধনুস্তথা। বাণমুদ্রা ততঃ পশু জগন্মোহনিকা পরা। কামমুদ্রা পরা খ্যাতা শিবস্য দশমুদ্রিকাঃ। লিঙ্গযোনি ত্রিশূলাখ্যা মালেষ্টাভীমৃগাহ্বয়াঃ। খট্টাঙ্গা চ কপালাখ্যা ডমরুঃ শিবতোষদাঃ। সূর্য্যস্যৈকৈব পদ্মাখ্যা সপ্তমুদ্রা গণাধিপে। দণ্ডপাশাঙ্কুশাবিঘ্নপর্শুলড্ডুকসংজ্ঞিতাঃ। বীজপূরাহ্বয়া মুদ্রা বিজ্ঞেয়া বিঘ্নপূজনে। পাশাঙ্কুশবরাভীতিখড়্গচর্ম্মধনুঃশরাঃ। মৌষলী মুদ্রিকা দৌর্গী মুদ্রাঃ শক্তেঃ প্রিয়ঙ্করাঃ। লক্ষ্মী মুদ্রার্চ্চনে লক্ষ্ম্যা বাগ্বাদিন্যাশ্চ পূজনে। অক্ষমালা তথা বীণা ব্যাখ্যা পুস্তকমুদ্রিকা। সপ্তজিহ্বাহ্বয়া মুদ্রা বিজ্ঞেয়া বহ্নিপূজনে। মৎস্যমুদ্রা চ কূর্ম্মাখ্যা লেলিহা মুণ্ডসংজ্ঞিতা। মহাযোনিরিতিখ্যাতা সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিদা। শক্ত্যর্চ্চনে মহাযোনিঃ শ্যামাদৌ মুণ্ডমুদ্রিকা। মৎস্যকূর্ম্মলেলিহা স্যান্মুদ্রা সাধারণী মতা। তারার্চ্চনে বিশেষাস্তু কথ্যন্তে পঞ্চমুদ্রিকাঃ। যোনিশ্চ ভূতিনী চৈব বীজাখ্যা দৈত্যধূমিনী। লেলিহা চেতি সংপ্রোক্তাঃ পঞ্চমুদ্রাঃ বিলোকিতাঃ। দশমা মুদ্রিকা জ্ঞেয়া ত্রিপুরায়াঃ প্রপূজনে। সংক্ষোভদ্রাবণাকর্ষবশ্যোন্মাদমহাঙ্কুশাঃ। খেচরী বীজযোন্যাখ্যা ত্রিখণ্ডা পরিকীর্ত্তিতা। কুম্ভমুদ্রাভিষেকে স্যাৎ পদ্মমুদ্রাসনে তথা। কালকর্ণী প্রকর্ত্তব্যা বিঘ্নপ্রশমকর্ম্মণি। গালিনী চ প্রকর্ত্তব্যা জলশোধনকর্ম্মণি। শ্রীগোপালার্চ্চনে বেণুর্নৃহরের্নারসিংহিকী। বরাহস্য তু পূজায়াং বারাহাখ্যাং প্রযোজয়েৎ। হয়গ্রীবার্চ্চনে চৈব হয়গ্রীবাখ্য দর্শয়েৎ। রামার্চ্চনে ধনুর্ব্বাণমুদ্রা পশুস্তথার্চ্চনে। পরশুরামস্য বিজ্ঞেয়া জগন্মোহনসংজ্ঞিকা। বাসুদেবাহ্বয়াহ্বানে কুম্ভমুদ্রা চ রক্ষণে। সর্ব্বত্র প্রার্থনে চৈব প্রার্থনাখ্যাং প্রযোজয়েৎ।" ইহাদ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে অস্মদ্দেশে বশ্যতন্ত্র এতাধিক প্রচলিত ছিল যে, প্রায় সর্ব্বসাধারণেই ইহার প্রক্রিয়া জানিত।

মেস্‌মেরিজম্ করিতে হস্তের ও হস্তাঙ্গুলির বিশেষপ্রয়োজন, হস্ত দ্বারা ঝাড়িয়া (Pass) অর্থাৎ হস্তের অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া উপর হইতে বিনা স্পর্শে নিম্নে চালনা দ্বারা বশীকরণ, অজ্ঞানকরণ, রোগ আরোগ্য করণ এবং ভেদ দৃষ্টি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষদর্শন (clairovoyance) ইত্যাদি কার্য্য হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশে বহুপ্রাচীনকাল হইতে ঝাড়িয়া, আরোগ্য

করা এবং বিবাহকালে হস্ত ও হস্তাঙ্গুলি দ্বারা বরণ করার প্রথা চলিয়া আসিতেছে, ঐ বরণ করাও একপ্রকার মেস্‌মেরিজ।

হস্তাঙ্গুলির'ও মুদ্রার প্রত্যক্ষ ফল দেখানের জন্য একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে, পাঠকবর্গ তাহা সহজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। রাত্রিকালে যখন গুব্‌রা পোকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ গৃহমধ্যস্থিত প্রদীপ নির্ব্বাণের চেষ্টা করে তৎকালে ঐ গৃহমধ্যে যে যে ব্যক্তি বসিয়া থাকিবেন তাঁহারা সকলেই সজোরে আপন আপন হস্তমুষ্টি বদ্ধ করিলে কিঞ্চিৎকাল পরেই দেখিবেন যে সেই গুব্‌রে পোকার উড়িবার শক্তি রহিত হইবে এবং ধপ্‌ করিয়া পড়িয়া যাইবে, ইহা কেবল অঙ্গুলি-গুলির গুণ।

অঙ্গুলীগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিলে গুব্‌রে পোকার পতন দেখান হইল এইক্ষণ আবার অঙ্গুলী টিপিয়া চিনাজোঁকের ভয় নিবারণের উপায় দেখান হইতেছে। যেখানে জোঁকের ভয় দেখা যায় সেই খানে বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা তর্জ্জনী কিম্বা কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ সজোরে টিপিয়া রাখিলে চিনাজোঁক নিকটে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকে; ইহাও মেসমেরিজম্‌। মেঃ সার উইলিয়ম বেল মানবের হস্ত (Human hand) সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

Sir William Bell wrote his treatise on the "Human Hand" and exhibited its admirable and ingenious mechanism, he left altogether unnoticed by far the most wonderful and adorable feature of its structure, its power of transmitting at the fingers' ends the life forces of the system, to the alleviation of pain, and even the eradication of disease, in others, Its power of throwing strong men into a torpor in which the most frightful surgical operations can be performed without pain, its power of quelling the fierceness of maniacs and wild beasts, its power of exalting poor minds to the Illumined condition of Prophets and Hierophants.—

হস্ত ও হস্তাঙ্গুলির গুণে যে মেস্‌মেরিজ কার্য্য হয় তাহা দেখান হইল, এইক্ষণ চক্ষে চক্ষে তাকাইয়া যে ইচ্ছাশক্তিক্রমে মেস্‌মেরিজ করা যায় তাহা বলা হইতেছে। অনেকেই অবগত আছেন যে সর্পজাতির বিশেষ শাকৃনি সাপ বা অজাগর সাপ আপনি শরীর লইয়া গমনাগমন করিতে পারেনা, ইহারা কেবল দৃষ্টিক্রমে মেস্‌মেরিজ দ্বারা আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া থাকে। যেরূপে ঐপ্রকার কার্য্য সাধন করিয়া থাকে তাহা বলা হইতেছে।—প্রথমত শাকৃনি বা অজাগর সর্প পক্ষী প্রভৃতি কোন প্রাণি দেখিয়া তাহার উপর ইচ্ছাশক্তি প্রবল করিয়া একমনে একধ্যানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, যখন ঐ পক্ষীর নেত্র বৃক্ষের উপর হইতে সর্পের নেত্রের সহিত মিলিত হইয়া পড়ে, তখন ঐ পক্ষী উক্ত বৃক্ষের একডাল হইতে অন্যডালে উড়িয়া উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সর্প এইকালে মুখ বিস্তারিত করিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি করিলে ঐ পক্ষী উক্ত উচ্চতর বৃক্ষ হইতে জ্ঞান হারা ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া চিৎকার অর্থাৎ ট্যাঁ ট্যাঁ করিতে করিতে একবারে সর্পের মুখের নিকট আসিয়া পড়ে, তৎকালে ঐ সর্প তাহার মুখ বিস্তার করত ঐ পক্ষীকে গ্রাসকরিয়া থাকে। পরন্তু অজাগরসর্পের মুখমধ্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পগুলিও ঐপ্রকারে অনায়াসে প্রবেশ করিয়া থাকে, কাট্‌-বিড়াল প্রভৃতিও উহাদের দৃষ্টি হইতে এড়াইতে পারে না। এই বিষয় কোন ইংরাজি গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা দৃষ্টান্তসহ ইংরাজী পাঠক-বর্গের জ্ঞাতার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

The fascinating power ascribed to serpents, especially to rattlesnakes, by which they are said to draw animals to them, is very curious. It has been described by so many *different persons, who affirmed that they had seen instances* of it, and has been believed by so many men of penetration and discernment, that it deserves at least to be mentioned. The rattlesnake fixes its eyes upon any animal, such as a bird or squirrel. When the animal spies the snake, it skips from spray to spray, hovering and approaching nearer the enemy; descending, with distracted gestures and cries, from the top of the loftiest trees to the mouth of the snake, who opens his jaws, and in an instant swallows the unfortunate animal.

The following instances of fascination have so much the appearance of fiction, that it would require a very uncommon degree of evidence to render them credible. *They are extracted from a paper in the Gentleman's Magazine* for the year 1765, p. 511. which was communicated by Mr, Peter Collinson from a correspondent in Philadelphia.

"A person of good credit was travelling by the side of a creek or small river, where he saw a ground squirrel running to and fro between the creek and a great tree a few yards distant; the squirrel's hair looking very roughly, which showed he was scared, and his returns being shorter and shorter, the man stood to observe the cause, and soon spied the head and neck of a rattlesnake pointing at the squirrel through a hole of the great tree, it being hollow; the squirrel at length gave over running, and laid himself quietly down with his head close to the snake's; the snake then opened his mouth wide, and took in the squirrel's head upon which the man gave the snake a whip across the neck, and so the squirrel being released, he ran into the creek.

"When I was about 13 years old, I lived with William Atkinson, an honest man in Bucks county, who, returning from a ride in warm weather, told us, that while his horse was drinking at a run, he heard the cry of a blackbird, which he spied on the top of a sapling, fluttering and straining the way he seemed unwilling to fly, and holding so fast the sprigs he was perched upon that the sappling top bent. Aftar he had viewed the bird a few minutes, it quitted the place and made a circle or two higher in the air, and then resumed its former standing, fluttering and crying. Thereupon William rode the way the bird strained and soon spied a larg black snake in coil, steadily eyeing the bird. He gave the snake a lash with his whip, and this taking off the snake's eye from his prey, the charm was broken, and away fled the bird, changing its note to a song of joy.

"Mr Nicholas Scull, a surveyor, told me, that when

His strength should be that of confirmed manhood, anterior to its decline with the approach of age."

বশ্যকারকের লক্ষণ।

যে বশ্যকারকের বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, মস্তক বৃহৎ এবং যে বশ্যকারক বলবান্ সেই বশ্যকারক শীঘ্র মেস্‌মেরিজ করিতে পারে, সাধারণতঃ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ শীঘ্র মেস্‌মেরিজ করিতে ক্ষমবান্ হইয়া থাকে।

"In addition to the foregoing, we may add, that a fine active temperament, and a physical structure rather above the average in strength and stature, will possess advantages of great importance. In general, persons of superior muscular development, of broad shoulders and large heads, will mesmerize more powerfully than individuals not so distinguished, and males will usually mesmerize more effectually than females. *Mr. Davis.*"

যে বশ্যকারক (মেস্‌মেরিজার) বহুদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, শুচি, নম্র, দয়াশীল, অপরিশ্রান্ত, অনুরক্ত, হিতাভিলাষী, কার্য্যকুশল, প্রতারণা-হীন, ধার্ম্মিক, সর্ব্বদা তৎপর এবং ক্রোধ, কার্কশ্য, মাৎসর্য্য, মত্ততা ও আলস্য বর্জ্জিত এবং যিনি বশ্যরোগির জিহ্বা, নেত্র ও অন্যান্য বাহ্যলক্ষণ দৃষ্টে রোগ সহজে নিরূপণ করিতে পারেন এইরূপ গুণযুক্ত বশ্যকারকই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে এবং অল্পসময়ের মধ্যে প্রশংসার সহিত মেস্‌মেরিজ ও রোগ আরোগ্য করিতে পারেন।

ইদানীং যদিচ ভিন্ন ভিন্ন দেশের মেস্‌মেরিজ কার্য্যাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্নরূপে আহারাদি করিয়া বশ্যাদিকার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশের মুনিঋষিগণ যে অতি অল্পসময় ও অনায়াসে এবং উৎকৃষ্টরূপে বশ্য ও আরোগ্যাদি কার্য্য করিতে পারিতেন, সেইটী কেবল তাঁহাদিগের মিতাহার ও সুপথ্যের জন্যই হইয়া থাকিত। অতএব এতদ্দেশে যাঁহারা মেস্‌মেরিজ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে যোগশাস্ত্রের লিখিত যোগিদিগের আহারাদির পথ্যাপথ্যের নিয়মানুসারে চলাই কর্ত্তব্য, ফলতঃ ঐরূপ পথ্যাপথ্যের নিয়ম এবং অন্যান্য কার্য্যদ্বারা মস্তিষ্কে তাড়িতপদার্থের আধিক্য হইয়া থাকে ঐ তাড়িতপদার্থের আধিক্যেই বশ্যাদি কার্য্য সহজে ও অতি অল্পসময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রের লিখিত যেসকল যোগিদিগের পথ্য ও যাহা বর্জ্জনীয় তাহা আমার প্রকাশিত হঠযোগপ্রদীপিকা, ঘেরণ্ডসংহিতা এবং শিবসংহিতা প্রভৃতিতে বাহুল্যরূপে লিখিত আছে, পাঠকবর্গের বিদিতার্থে ঐ সকল গ্রন্থ হইতে কতিপয় মূল বচন, টীকা ও বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

সুস্নিগ্ধমধুরাহারশ্চতুর্থাংশবিবর্জ্জিতঃ।
ভুজ্যতে শিবসম্প্রীত্যৈ মিতাহারঃ স উচ্যতে॥

যোগিনাং কীদৃশো মিতাহার ইত্যপেক্ষায়ামাহ—সুস্নিগ্ধেতি। সুস্নিগ্ধোঽতিস্নিগ্ধঃ স চাসৌ মধুরশ্চ তাদৃশ আহারশ্চতুর্থাংশবিবর্জ্জিতশ্চতুর্থভাগরহিতঃ। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ। দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ। বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় চতুর্থমবশেষয়েদিতি। "শিবো জীবঃ ঈশ্বরো বা। ভোক্তা দেবো মহেশ্বর-ইতি বচনাৎ"। তস্য সম্প্রীত্যৈ সম্যক্‌-প্রীত্যর্থং যো ভুজ্যতে স মিতাহার ইত্যুচ্যতে॥

যাহার মিতাহার করিবার মানস আছে, সেই ব্যক্তি সুস্নিগ্ধ ও মধুর দ্রব্য ভোজন করিবে, কদাচ উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিবে না, উদরের চতুর্থাংশ শূন্য রাখিবে। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, অন্নদ্বারা উদরের দুই ভাগ পরিপূর্ণ করিয়া একভাগ জলদ্বারা পূরণ করিবে, অবশিষ্ট চতুর্থভাগ বায়ুসঞ্চারণার্থ শূন্য রাখিবে। যে ব্যক্তি জীবের প্রীতির নিমিত্ত উক্তরূপে ভোজন করে তাহাকে মিতাহারী বলা যায়॥

কট্বম্লতীক্ষ্ণলবণোষ্ণহরীতশাকসৌবীরতৈলতিলসর্ষপমদ্যমৎস্যান্। আজাদিমাংসদধিতক্রকুলত্থকোলপিণ্যাকহিঙ্গুলশুনাদ্যমপথ্যমাহুঃ॥

অথ যোগিনামপথ্যমাহ দ্বাভ্যাং। কট্বিতি। কটু কারবেল্ল ইত্যাদি, অম্লং চিঞ্চাফলাদি। তীক্ষ্ণং মরীচাদি, লবণং প্রসিদ্ধং, উষ্ণং গুড়াদি, হরীতশাকং পত্রশাকং, সৌবীরং কাঞ্জিকং, তৈলং তিলসর্ষপাদিস্নেহঃ, তিলাঃ প্রসিদ্ধাঃ, সর্ষপাঃ সিদ্ধার্থাঃ। মদ্যং সুরা, মৎস্যো, ঝষঃ। এষামিতরেতরদ্বন্দ্বঃ। এতানপথ্যানাহুঃ। অজস্যেদমাজং তদাদির্যস্য সৌকরাদেস্তদাজাদি তচ্চ তন্মাংসং চাজাদিমাংসং, দধি দুগ্ধপরিণামবিশেষঃ, তক্রং গৃহীতসারং দধি, কুলত্থো দ্বিদলবিশেষঃ, কোলং কোল্যাঃ ফলং বদরং। কর্কন্ধূর্বদরী কোলিরিত্যমরঃ। পিণ্যাকং তিলপিণ্ডং, হিঙ্গু রামঠং, লশুনং, এষামিতরেতরদ্বন্দ্বঃ। এতাস্যাদ্যানি যস্য তত্তথা। আদ্যশব্দেন পলাণ্ডুগৃঞ্জনমাদকদ্রব্যমাষান্নাদিকং গ্রাহ্যং। অপথ্যমহিতং। যোগিনামিতি শেষঃ। আহুর্যোগিন ইত্যধ্যাহারঃ॥

করলা প্রভৃতি কটু দ্রব্য, তেঁতুলাদি অম্ল বস্তু, মরীচাদি তীক্ষ্ণ পদার্থ, গুড়াদি উষ্ণ বস্তু, পত্র, শাক, কাঁজি, তৈল, সর্ষপ, মদ্য, মৎস্য, ছাগাদির মাংস, দধি, ঘোল কুলত্থাদি দ্বিদল (ডাইল), বদরীফল, তিলপিণ্ড, হিঙ্গু, রসুন, পলাণ্ডু এবং গৃঞ্জনাদি মাদকদ্রব্য এই সকল যোগিদিগের অভক্ষ্য। যোগসিদ্ধিকামী ব্যক্তি যোগসাধন-কালে উক্ত দ্রব্যসকল ভোজন করিবে না॥

ভোজনমহিতং বিদ্যাৎ পুনরস্যোষ্ণীকৃতং রুক্ষম্।
অতিলবণমম্লযুক্তং কদশনশাকোৎকটং বর্জ্জ্যম্॥

ভোজনমিতি। পশ্চাদগ্নিসংযোগেনোষ্ণীকৃতং যদ্ভোজনং সূপোদনরোটিকাদি, রুক্ষং ঘৃতাদিহীনং অতিশয়িতং লবণং যস্মিংস্তদতিলবণং যথা লবণমতিক্রান্তমতিলবণং চাকুবা ইতি লোকে প্রসিদ্ধং শাকং যবক্ষারাদিকং চ। লবণস্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়ত্বাদুত্তরপক্ষঃ সাধুঃ। তথা চ দত্তাত্রেয়ঃ। "অথ বর্জ্যানি বক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরাণি চ। লবণং সার্ষপং চাম্লমুগ্রং তীক্ষ্ণং চ রুক্ষকং। অতীবভোজনং ত্যাজ্যমতিনিদ্রাতিভাষণমিতি"। স্কন্দপুরাণেঽপি। "ত্যজেৎ কট্বম্ললবণং ক্ষীরভোজী সদা ভবেদিতি"। অম্লযুক্তমম্লদ্রব্যেণ যুক্তং। অম্লদ্রব্যেণ যুক্তমপি ত্যাজ্যং কিমুত সাক্ষাদম্লং। অত্র তৃতীয়পাদং পললং বা তিলপিণ্ডমিতি কেচিৎ পঠন্তি, তস্যায়মর্থঃ—পললং মাংসং, তিলপিণ্ডং পিণ্যাকং, কদশনং কদন্নং, যাবনালকোদ্রবাদি শাকং বিহিতেতরশাকমাত্রং। উৎকটং বিদাহি মিরচীতি লোকে প্রসিদ্ধং। মিরচা ইতি হিন্দুস্থানভাষায়াং। কদশনাদীনাং সমাহারদ্বন্দ্বঃ। অতিলবণাদিকং বর্জ্যং বর্জনার্হং। দুষ্টমিতি পাঠে দুষ্টং পূতি পর্য্যুষিতাদি। অহিতমিতি যোজনীয়ং॥

যে সকল দ্রব্য পাকের পরে অগ্নি সংযোগে পুনর্ব্বার উষ্ণ করা হইয়াছে, যোগিগণ যোগসাধনকালে সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিবে না এবং ঘৃতবিহীন সূপাদি, রুটি, অধিক লবণাক্ত দ্রব্য ও যবক্ষারাদি এই সকল দ্রব্য যোগিগণের পক্ষে অহিতকর জানিবে। দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন যে, লবণ, সর্ষপ, অম্ল, উগ্র ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিবে না এবং অতি ভোজন, অতিনিদ্রা ও অতি ভাষণ, যোগিগণ এইসকল পরিবর্জ্জন করিবে। স্কন্দপুরাণে

লিখিত আছে যে, কটু, অম্ল ও লবণ এইসকল দ্রব্য যোগসাধনকালে পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ ভোজন করিবে। আর যোগীরা অম্লযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিবে না। কোন কোন যোগীর মতে মাংস ও তিলের তৈল অবশ্য বর্জ্জন করিবে। যাবক (যাউ) কোদ্রবাদি কদন্ন, উৎকট * এবং পূতিগন্ধযুক্ত দ্রব্য, এই সকল অবশ্য বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য॥

বহ্নিস্ত্রীপথিসেবানামাদৌ বর্জ্জনমাচরেৎ। তথাহি গোরক্ষবচনং—বর্জ্জয়েদ্দুর্জ্জনপ্রান্তং বহ্নিস্ত্রীপথিসেবনম্‌। প্রাতঃস্নানোপবাসাদি কায়ক্লেশবিধিং তথা॥

এবং যোগিনাং সদা বর্জ্যান্যুক্ত্বাভ্যাসকালে বর্জ্যান্যাহার্দ্ধেন॥ বহ্নীতি॥ বহ্নিশ্চ স্ত্রী চ পন্থাশ্চ তেষাং সেবা বহ্নিসেবনস্ত্রীসঙ্গতীর্থযাত্রাগমনাদিরূপাস্তাসাং বর্জ্জনমাদাবভ্যাসকাল আচরেৎ। সিদ্ধে ত্বভ্যাসে তু কদাচিৎ। শীতে বহ্নিসেবনং, গৃহস্থস্য ঋতৌ স্বভার্য্যা-গমনং, তীর্থযাত্রাদৌ মার্গগমনঞ্চ ন নিষিদ্ধমিত্যাদিপদেন সূচ্যতে। তত্র প্রমাণং গোরক্ষবচনমবতারয়তি॥ তথাহীতি॥ তৎপঠতি বর্জ্জয়েদিতি, দুর্জ্জনপ্রান্তং দুর্জ্জনসমীপবাসং। দুর্জ্জনপ্রীতিমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। বহ্নিস্ত্রীপথিসেবনং ব্যাখ্যাতং প্রাতঃস্নানং উপবাসশ্চাদির্যস্য ফলাহারাদেঃ তচ্চ তয়োঃ সমাহারদ্বন্দ্বঃ। প্রথমাভ্যাসিনঃ প্রাতঃস্নানে শীতবিকারোৎপত্তেঃ। উপবাসাদিনা পিত্তাদ্যুৎপত্তেঃ। কায়ক্লেশবিধিং কায়ক্লেশকরং বিধিং ক্রিয়াং বহুসূর্য্যনমস্কারাদিরূপং বহুভারোদ্বহনাদিরূপাং চ। তথা সমুচ্চয়ে। অত্র প্রতিপদং বর্জ্জয়েদিতি ক্রিয়াসম্বন্ধঃ॥

যোগসাধনকালে যে যে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে। যোগিগণ যোগসাধনকালে অগ্নিসেবা, স্ত্রীসম্ভোগ ও পথপর্য্যটন, এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। পরন্তু, যোগসাধন শেষ হইলে কখন কখন শীতকালে অগ্নিসেবা, গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ঋতুকালে স্বভার্য্যাগমন এবং তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পথপর্য্যটন করিতে পারে। এই বিষয়ে গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন যে, দুর্জ্জনের নিকট বাস, দুর্জ্জনের সহিত প্রণয়, অগ্নিসেবা, স্ত্রীসংসর্গ, পথপর্য্যটন, প্রাতঃস্নান, উপবাস, ফলাহার, সূর্য্যনমস্কার ও অধিক ভারবহনাদি কায়ক্লেশজনক কার্য্য, যোগসাধনকালে যোগিগণ এই সকল ত্যাগ করিবে। যোগসাধনকালে প্রাতঃস্নান করিলে শীতবিকার, উপবাস করিলে পিত্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রাতঃস্নানাদি অবশ্য বর্জ্জনীয়॥

গোধূমশালিযবষষ্টিকশোভনান্নং। ক্ষীরাজ্যখণ্ডনবনীতসিতামধূনী। শুণ্ঠী পটোলকফলাদিকপঞ্চশাকং মুদ্গাদিদিব্যমুদকঞ্চ যমীন্দ্রপথ্যম্‌॥

অথ যোগিপথ্যমাহ॥ গোধূমেত্যাদিনা॥ গোধূমাশ্চ শালয়শ্চ যবাশ্চ ষাষ্টিকাঃ ষষ্ট্যা দিনৈর্যে পচ্যন্তে তণ্ডুলবিশেষাস্তে শোভনমন্নং পবিত্রান্নং শ্যামাকনীবারাদি তচ্চৈতেষাং সমাহারদ্বন্দ্বঃ ক্ষীরং দুগ্ধমাজ্যং ঘৃতং খণ্ডঃ শর্করা নবনীতং মথিতদধিসারং সিতা তীব্রপাকা খণ্ডশর্করেতি লোকে প্রসিদ্ধা, মিসরীতি হিন্দুস্থানভাষায়াং। মধু ক্ষৌদ্রং এষামিতরেতরদ্বন্দ্বঃ। শুণ্ঠী প্রসিদ্ধা পটোলফলং পরবর ইতি ভাষায়াং প্রসিদ্ধং, শাকং তদাদির্যস্য যোগাচার্য্যস্তৎপটোলকফলাদিকং সেবাম্বিতাস্তেতি কথ্যতাং। পঞ্চানাং শাকানাং সমাহারঃ পঞ্চশাকং। তদুক্তং বৈদ্যকে। সর্ব্বশাকমচাক্ষুষ্যং চাক্ষুষ্যং শাকপঞ্চকং। জীবন্তীবাস্তুমূল্যাক্ষীমেঘনাদপুনর্নবা ইতি। মুদ্গাদিরন্নবিশেষা আদির্যস্য আঢ়কী প্রভৃতিঃ। আদিপদেন আঢ়কী গ্রাহ্যা। দিব্যং নির্দ্দোষমুদকং জলং। যম এষামস্তীতি যমিনঃ তেম্বিন্দ্রো শ্রেষ্ঠো যো যোগীন্দ্রস্তস্য পথ্যং হিতং॥

* হিন্দুস্থানীয় ভাষায় ইহাকে মিরচা বলে।

কোন্‌ কোন্‌ কার্য্য যোগসিদ্ধির সাধক, এইক্ষণ তাহাই বলিতেছেন। গোধূম, শালিধান্য, যব ও ষষ্টিধান্য * ইহাদিগের পবিত্র অন্ন, শ্যামাক-নীবারাদি, দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা, নবনীত, খণ্ডশর্করা (মিছরি) মধু, শুণ্ঠী, পটোলফল, পঞ্চশাক † এই সকল দ্রব্য যোগীর পক্ষে হিতকর জানিবে। আর কোন সূপ অর্থাৎ অরহড় ডাইল ও নির্দ্দোষ জল এই সকল যোগসাধনকালে যোগির পক্ষে পথ্য অর্থাৎ হিতরকর ভোজ্যদ্রব্য॥

পুষ্টং সুমধুরং স্নিগ্ধং গব্যং ধাতুপ্রপোষণম্‌।
মনোঽভিলষিতং যোগ্যং যোগী ভোজনমাচরেৎ॥

অথ যোগিনো ভোজননিয়মমাহ॥ পুষ্টমিতি॥ পুষ্টং দেহপুষ্টিকরমোদনাদি। সুমধুরং শর্করাদিসহিতং, স্নিগ্ধং সঘৃতং গব্যং গোদুগ্ধঘৃতাদিযুক্তং গব্যাভাবে মাহিষং দুগ্ধাদি গ্রাহ্যং। ধাতুপ্রপোষণং লড্ডুকাপূপাদি মনোঽভিলষিতং পুষ্টাদিষু যন্মনোরুচিকরং তদেব যোগিনা ভোক্তব্যং। মনোঽভিলষিতমপি কিমবিহিতং ভোক্তব্যং নেত্যাহ যোগ্যমিতি। বিহিতমেবেত্যর্থঃ। যোগী ভোজনং পূর্ব্বোক্তবিশেষণবিশিষ্টমাচরেৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ন তু সক্তুভর্জ্জিতান্নাদিনা নির্ব্বাহং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ॥

দেহের পুষ্টিকর তণ্ডুলাদি, শর্করাযুক্ত ঘৃতমিশ্রিত দ্রব্য, গব্যদুগ্ধ, (গব্যদুগ্ধের অভাবে মহিষদুগ্ধ ও মহিষঘৃত গ্রহণ করা যাইতে পারে) ধাতুপোষণ দ্রব্য, লড্ডুকাপূপাদি মনোঽভিলষিত দ্রব্য, যোগী এই সকল বস্তু ভোজন করিবে, কিন্তু মনোভিলষিত দ্রব্যের মধ্যেও যাহা হিতকর তাহাই ভোজন করিবে, অহিতকর ও নিষিদ্ধ বস্তু যোগীরা ভোজন করিবে না॥

অন্যমতে।

মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভঞ্চ কারয়েৎ।
নানারোগো ভবেত্তস্য কিঞ্চিদ্‌যোগো ন সিদ্ধ্যতি॥

যে ব্যক্তি পরিমিত আহার ব্যতিত যোগসাধন আরম্ভ করে, তাহার নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে এবং কিঞ্চিৎ যোগও সিদ্ধ হয় না॥

মিতাহারং তন্নিয়মঞ্চ।

শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধমুদরাধানবর্জ্জিতং। ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং বিদুঃ॥ অন্নেন পূরয়েদর্দ্ধং তোয়েন তু তৃতীয়কং। উদরস্য তুরীয়াংশং সংরক্ষেৎ বায়ুচালনে॥

মিতাহার কাহাকে বলে এবং মিতাহারের নিয়ম কথিত হইতেছে। দোষরহিত, সুপরিষ্কৃত, মধুররস বিশিষ্ট, ঘৃতাদিদ্বারা স্নিগ্ধ ও অতীক্ষ্ণ অর্থাৎ মৃদুব্যঞ্জন এবং যে সকল দ্রব্য যে পরিমাণে আহার করিলে পেটফুলা প্রভৃতি উদ্বেগ উপস্থিত না হয়, মনের সন্তোষের সহিত এইরূপ অন্নব্যঞ্জনাদি আহার করাকে মিতাহার বলে। মিতাহারের নিয়ম এই যে, যে পরিমাণে ক্ষুধা হইবে তাহাকে চারিভাগ করিয়া তাহার দুইভাগ

* যাহা ষাইট দিবসে পরিপক্ব হয়।

† বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সকল প্রকার শাকই অহিতকর কিন্তু পঞ্চশাক অর্থাৎ জীবন্তী (জীয়াশাক), বাস্তুক (বেথোশাক), হিঞ্চাশাক, নটেশাক, ও পুনর্নবাশাক এই পঞ্চবিধ শাকই পঞ্চশাক নামে বিখ্যাত, এই পঞ্চ শাক হিতসাধন করিয়া থাকে।

অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা, একভাগ জল ও দুগ্ধাদি পানীয় দ্রব্যদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে, আর অপর একভাগ বায়ুর গমনাগমনের নিমিত্ত খালি রাখিবে॥

যোগিনাং পথ্যং।

শাল্যন্নং যবপিণ্ডং বা গোধূমপিণ্ডকং তথা। মুদ্গং মাষচণকাদি শুভ্রঞ্চ তুষবর্জ্জিতম্। পটোলং পনসং মানং কক্কোলঞ্চ শুকাশকং। দ্রাঢ়িকাং কর্ক টীং রম্ভাং ডুম্বরীং কণ্টকণ্টকং। আমরম্ভাং বালরম্ভাং রম্ভাদণ্ডঞ্চ মূলকং। প্রায়োমূলং তথাঝিঙ্গী যোগী ভক্ষণমাচরেৎ। বার্ত্তাকীং মূলকং ঋদ্ধিং যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥

শ্বেতবর্ণ ও তুষবর্জ্জিত শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গোধূমের পিণ্ড, মুগের ডাউল, মাষকড়াই ও ছোলা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ এবং ঝিঙ্গে পটোল, কাঁটাল, মানকচু, কাঁকুড়, বদরী, করঞ্জ, কদলী, ডুমুর, কাঁচাকলা, ঠটিয়াকলা, কদলীদণ্ড অর্থাৎ থোঁর, মূলা, আলু এবং বেগুন ও ঋদ্ধি এই সকল দ্রব্য যোগী ভক্ষণ করিবে॥

বালশাকং কালশাকং তথা পটোলপত্রকং।
পঞ্চশাকং প্রশংসীয়াদ্বাস্তুকং হিলমোচিকাং॥

বালশাক, কালশাক, পলতা, বেথুয়া ও হিঞ্চা এই পঞ্চপ্রকার শাক যোগির ভোজনে প্রশংসনীয়॥

এলাজাতিলবঙ্গঞ্চ পৌরুষং জম্বুজাম্বুলং। হরীতকীং খর্জ্জূরঞ্চ যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥ লঘুপাকং প্রিয়ং স্নিগ্ধং যথা ধাতুপ্রপোষণং। মনোহভিলষিতং যোগ্যং যোগী ভোজনমাচরেৎ॥

এলাচি, জায়ফল, লবঙ্গ, তেজস্করদ্রব্য, জাম, হরীতকী ও খর্জ্জূর যোগী ভক্ষণ করিবে। লঘুপাক, স্নিগ্ধ অর্থাৎ যে দ্রব্য রুক্ষ নহে (স্নেহময়) ও যে দ্রব্যে ধাতু পুষ্ট হয় এইরূপ বাঞ্ছিত, প্রিয় ও যোগসাধনের উপযুক্ত দ্রব্যসমূহ যোগী ভক্ষণ করিবে॥

নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং গুড়ং শর্করাদিচৈক্ষবং। পকরম্ভা নারিকেরং দাড়িম্বমশিবাসবং। দ্রাক্ষান্ত লবণী ধাত্রী রসমম্লবিবর্জ্জিতং॥

নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড়, ইক্ষুচিনি, পাকাকাঁটাল, পাকাকলা, নারিকেল, দাড়িম, আঙ্গুর, মনক্কা, লোণা, আমলকী এবং অম্লবর্জ্জিত দ্রব্য যোগিদিগের ভোজনে হিতকর॥

অথ যোগিনামপথ্যানি।

অথ বর্জ্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরং। অম্লং রুক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সর্ষপং কটু॥ বাহুল্যভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলং বিদাহকং। স্তেয়ং হিংসা পরদ্বেষঞ্চাহঙ্কারমনার্জ্জবং॥ উপবাসমসত্যঞ্চ মোহঞ্চ প্রাণীপীড়নং। স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ং। অতীবভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতং॥

যে সকল দ্রব্য যোগাভিলাষী ব্যক্তির পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য তাহা বলা যাইতেছে॥ যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত এবং রুক্ষ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। অত্যন্ত পথভ্রমণ, অতিশয় কথা বলা, প্রাতঃস্নান তৈল ও বিদাহী (ঝাল) দ্রব্যের ব্যবহার, পরহিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, উপবাস, মিথ্যাচার ও মিথ্যাব্যবহার, মোহ, প্রাণীপীড়ন, স্ত্রীসংসর্গ, অগ্নিসেবা, বহুলোকের সহিত আলাপ, অপ্রিয়াচরণ, এবং বহুভোজন এইসকল পরিত্যাগ করিবে॥

ঘেরণ্ডসংহিতায়াং।

কটম্ললবণং তিক্তং ভ্রষ্টঞ্চ দধিতক্রকং। শাকোৎকটং তথা মদ্যং তালঞ্চ পনসন্তথা॥ কুলোত্থং মসূরং পাণ্ডুং কুষ্মাণ্ডং শাকদণ্ডকং। তুম্বীং কোলং কপিত্থঞ্চ কণ্টবিল্বং পলাশকং॥ বিল্বং কদম্বং জম্বীরং লকুচং লশুনং বিষং। কামরঙ্গং পিয়ালঞ্চ হিঙ্গুং শাল্মলীকেমুকং॥ যোগারম্ভে বর্জ্জয়েচ্চ পরস্ত্রী বহ্নিসেবনং॥

ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে—কটু, অম্ল, লবণ, তিক্ত, ভাজাদ্রব্য, দধি, ঘোল, কঠিনদ্রব্য, অধিকপরিমাণে শাক, মদ্য, তাল, কাঁচাকাঁটাল, কুলথিকলাই, মসুর, পলাণ্ডু (পেয়াজ), কুমড়ো শাকের ডাঁটা, লাউ, কুল, কৎবেল, কণ্টবিষ, শাকপত্র, বেল, কদম্ব, জাম্বীর, ডহুয়া, লশুন, পদ্মবীজ, কামরাঙ্গা, পিয়াল, হিঙ, মণিকেত ও গাব এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ এবং পরস্ত্রী সংসর্গ ও অগ্নিসেবা যোগী যোগাভ্যাসকালে পরিত্যাগ করিবে॥ ২॥

কাঠিন্যং দূরিতঞ্চৈব সূক্ষং পর্য্যুষিতন্তথা। অতিশীতঞ্চাতিচোগ্রং ভক্ষ্যং যোগী বিবর্জ্জয়েৎ। প্রাতঃস্নানোপবাসাদি কায়ক্লেশবিধিস্তথা। একাহারং নিরাহারং প্রাণান্তে চ ন কারয়েৎ॥

কর্কশব্যবহার, পাপকার্য্য, অতিশয় উষ্ণ ও অতিশয় শীতলদ্রব্য এবং বাসি জিনিস, অত্যন্ত তীক্ষ্ণখাদ্য, প্রাতঃস্নান, উপবাস, অবৈধকায়ক্লেশ, একাহার ও অনাহার এইসকল যোগশিক্ষার্থী প্রাণান্তেও সেবা করিবে না॥

বশী বা মেস্‌মেরিজ করিবার বিশেষ স্থান।

বাটীর মধ্যে যে কুঠুরীটী পরিষ্কার ও উপদ্রব শূন্য সেই কুঠুরীটী মেস্‌মেরিজ করিবার উপযুক্ত স্থান, কারণ মেস্‌মেরিজকালে যদি ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শে গাড়ী, ঘোড়া, ঢাক, ঢোল এবং অন্যান্য বাদ্য প্রভৃতির শব্দ ও বালকের ক্রন্দনধ্বনি, কলহ, বায়ু কর্ত্তৃক কপাটের প্রতিঘাৎ শব্দ প্রভৃতি হয় তাহাহইলে বশ্যব্যক্তির নিদ্রাকর্ষণের [illegible]িয়া থাকে। অথবা মেস্‌মেরিজ করিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় কিংবা মেস্‌মেরিজ কার্য্য একেবারেই নিস্ফল হইয়া যায়, এইজন্য নিঃশব্দস্থানে মেস্‌মেরিজ করা আবশ্যক।

যে কুঠুরীটী মেস্‌মেরিজ করিবার নিমিত্ত স্থির হইবে, সেই কুঠুরীর

দৃষ্টিকালে চক্ষুর পলক না পড়িলেই ভাল হয় তবে অভাব পক্ষে ঐ পলক বারে যত কম হয় ততই ভাল, কারণ ঐরূপ পলক পড়িলে কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অতএব বশ্যব্যক্তি স্থির হইয়া একভাবে দৃষ্টি করিবে এবং বশ্যকারকও তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ইচ্ছাশক্তির চালনাদ্বারা বশ্যের চক্ষুর উপর দৃষ্টি রাখিবে। এইরূপ করিলে শীঘ্রই মেস্‌মেরিজমের ফল হইয়া থাকে। এইরূপ প্রক্রিয়া মতে ঝাড়িতে ঝাড়িতে (পাস্ দিতে পাস্ দিতে) বশ্য ব্যক্তির চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিবে। চক্ষু মুদ্রিত হইলে বশ্যকারক বশ্যের কপালে ও মুদ্রিত চক্ষুতে দৃষ্টি রাখিবে, ইহাতে ঐ নিদ্রা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, যখন বশ্য এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তৎকালে বশ্যকারক বশ্যের মস্তকের উপর বাহু উত্তোলন করিয়া এবং অঙ্গুলি বশ্যের দিকে সামান্তরূপে বিস্তার করিয়া উভয়হস্ত একস্থানে করত বশ্যের মুখ এবং শরীর হইতে দুই তিন ইঞ্চি ফাক্ রাখিয়া মস্তক হইতে বক্ষস্থলের নীচ পর্য্যন্ত ঝাড়িতে থাকিবে, এইরূপ ঝাড়িতে ঝাড়িতে বশ্যব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিদ্রাভিভূত করিবে।

উপরে যে বক্ষস্থল পর্য্যন্ত পাসের বিষয় বলা হইল ঐ পাস্ করিবার কালে মধ্যে মধ্যে মস্তক হইতে পা-পর্য্যন্ত দ্বাদশবার পাস্ করিয়া লইতে হইবে, তাহাহইলেই সমস্ত শরীরের মধ্যে মেস্‌মেরিক ফ্লুইড্ সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইবে, কিন্তু এইরূপ কার্য্য করা কালে অতিশয় সাবধান হইতে হইবে যেন গলার নলী অর্থাৎ যদ্দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় তাহার উপর মেস্‌মিরিজ্ না হয়, কারণ ঐ গলার নলী মেস্‌মেরিজ্ হইলে বশ্যের শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হইবে, যদি ঐ স্থানে কোনরূপ বেদনা বা কোন কষ্টবোধ হয় তবে তাহার প্রতিকারের নিয়ম এই যে বশ্যের বক্ষস্থলের উপর যেস্থানে বেদনা বা কষ্ট অনুভূত হইবে সেই-স্থান উভয়হস্তদ্বারা পাস্ করিয়া (ঝাড়িয়া) ঐ ব্যক্তির দুইপার্শ্বে ছাড়িয়া দিবে, তাহাহইলেই ঐস্থানের বেদনা বা স্ফীতি নিবারণ হইবে এবং ঐ পাস্ দেওয়া কালে যেস্থানে শ্বাসবদ্ধ হয় বলিয়া বোধ হইবে সেই স্থানে ফু দিবে তাহাহইলেই উপরোক্ত কষ্ট দূরীভূত হইবে।

উপরে দুইপ্রকার পাসের কথা যে বলা হইল তাহার নিয়ম এই যে, মস্তক হইতে বক্ষঃস্থলের নীচপর্য্যন্ত যে পাস্ করিতে হইবে তাহা প্রতি-মিনিটে ১০।১২ বার করিবে, আর মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত যে পাস্ করিবে তাহা প্রতিমিনিটে ৫।৭ বার করিতে হইবে। ঐ পাস্ এমৎ মৃদুভাবে করিতে হইবে যে প্রতিপাসের সহিত যেন ইচ্ছাশক্তির চালনা হইতে পারে। পরন্তু মস্তকের উপর হইতে বশ্যের শরীর ঘেষিয়া হস্তদ্বারা নিম্নে ঝাড়িয়া আনিয়া ঐ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিবে, পরে পুনরায় ঐ মুষ্টিবদ্ধ-হস্ত মস্তকের উপর লইয়া হস্তাঙ্গুলি মেলিয়া পাস্ করিতে আরম্ভ করিবে অথবা নিম্ন হইতে যখন হস্তপাঞ্জা পুনরায় মস্তকে লইয়া যাইবে তৎকালে ঐ হস্তদ্বয় বশ্যের শরীর হইতে দূরে রাখিয়া মস্তকের উপরে লইয়া পুনঃ পুনঃ ঐরূপ পাস্ করিতে থাকিবে।

অন্যপ্রকার ;—বশ্য * বা নিদ্রাভাজন ইজিচেয়ারের উপরে হেলানভাবে বসিবে অথবা কোন কোচের উপরে শয়ন করিবে তৎপর বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক ঐ বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের বিপরীতদিগে দণ্ডায়মান হইয়া কিম্বা বসিয়া নিদ্রাভাজনের গাত্রস্পর্শ না করিয়া মস্তক ও কপাল-দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে মুখের উপর দিয়া উদর কিম্বা পদ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে সাবধানে এইরূপে অঙ্গুলী বিস্তারপূর্ব্বক হস্তসঞ্চালন করিবে, যেন তাহার কোন অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ঐ বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের শরীর স্পর্শ না করে ; অথচ হস্তচালনার সময় ঐ বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের গাত্র ঘেষিয়া যায়, আর মস্তক হইতে কপাল ও শরীরের উপর দিয়া হস্তচালনা করিয়া অর্থাৎ ঝাড়িয়া আনিয়া হস্তাঙ্গুলি মুট করিয়া ঐ হস্ত মস্তকোপরি লইয়া পুনর্ব্বার হস্তাঙ্গুলি মেলিয়া চালনা করিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে ; আর ঐরূপ চালনা করিতে করিতে এক একবার বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের চক্ষু হস্তাঙ্গুলিদ্বারা আচ্ছাদিত করিলে ভাল হয়। কোন কোন মতে বশ্যকারকের বা মেস্‌মেরিজারের হস্তচালনাকালে নিদ্রাভাজন নিদ্রা-কারকের নেত্রের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে এবং বশ্যকারক বা নিদ্রাকারকও বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

---

* মেস্‌মেরিজম্ সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স্‌নিবাসী অনেক অনেক পণ্ডিত অনেকপ্রকার উপদেশ দান ও পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডক্টর গ্রিগরি (Doctor Gregory), ডক্টর জে, বোবী ডড্‌স্ (Dr. J. Boveo Dods), কাপ্তেন জন জেম্‌স্ (Captain John James), মিঃ উইলিয়ম্ ডেবিস্ (Mr. William Davey), জেম্‌স্ ভিক্টর উইল্‌সন্ (James Victor Wilson), আড্‌ল্‌ফ্ ডিডিয়ার (Adolphe Didier) প্রভৃতি সাহেবগণ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বোবী ডড্‌স্ ও কাপ্তেন জেম্‌স্ সাহেবের কৃত মেস্‌মেরিজম্ পুস্তক হইতে কতিপয় উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের বিদিতার্থে নিম্নে লিখিত হইল।—

"It is recommended that the mesmeriser should direct his patient either to place himself in an easy chair, or to lie down on a couch, so that he may be perfectly at ease. The mesmeriser then, either standing or seated opposite his patient, should place his hand, with extended fingers, over the head, and make passes slowly down to the extremities; as near as possible, to the face and body without touching the patient taking care at the end of each pass to close his hand until he returns to the head, when he should again extend his fingers and proceed as before. It is also useful after making several of these passes to point the fingers close to the patient's eyes, which procedure, in many cases, has more effect than the passes. This simple process should be continued for about twenty minutes at the first *seances*, and may be expected to produce more or less effect according to the susceptibility of the patient. Should the operator perceive any signs of approaching sleep, he should persevere with the passes until the eyes close, and should he then observe a quivering of the eyelids, he may be pretty certain that his efforts will be successful."

"Some very susceptible subjects, in the course of ten minutes, or even less time, will suddenly fall back, apparently insensible, in which case the following tests will prove whether or no the real mesmeric coma has been produced.

মিঃ ডেবিস্‌সাহেবও ঐরূপ বলেন যথা—যাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া বশ্যকারক একাগ্রচিত্তে তাহার চক্ষুর প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবে। পরে বশ্যকারক আপনার উভয়হস্তের অঙ্গুলিগুলি মেলিয়া বশ্যব্যক্তির কপালের উপর হইতে নাভি পর্য্যন্ত কিংবা পাদদ্বয়ের পাতা পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে ও ধীরে ধীরে পাস্ দিবে, এই বিষয় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে এই যে, পাস্ দেওয়াকালীন যেন বশ্যকারকের হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ বশ্যব্যক্তির শরীরের কোন স্থানে না লাগে অথচ বশ্যব্যক্তির শরীরের অতিশয় নিকট দিয়া হস্তচালনা করিবে। অনন্তর অঙ্গুলিগুলি মুঠা করিয়া পুনর্ব্বার হস্তদ্বয় মস্তকের উপরিপর্য্যন্ত লইয়া পরে পূর্ব্বের ন্যায় অঙ্গুলি মেলিয়া চালনা করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে অল্পসময়ের মধ্যেই বশ্যব্যক্তির চক্ষুর পাতা আপনা আপনি বুজিয়া আসিবে অবশেষে আর খুলিতে পারিবে না, পরে গাঢ় নিদ্রা আসিবে।

অন্যপ্রকার;—বশ্যকারক বশ্যব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপবেশন করাইয়া নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা বশ্যব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া একাগ্রচিত্তে ও একদৃষ্টে বশ্যের চক্ষুর প্রতি তাকাইয়া থাকিবে। এইরূপ করিবার কিছুক্ষণ পরেই বশ্যের নিদ্রা আকর্ষণ হইবে।

অন্যপ্রকার;—কোন একটী দ্রব্য চক্ষুর সমসূত্রে নিকটে বা কিঞ্চিৎ উপরে রাখিয়া সেই দিকে একদৃষ্টে ক্রমশঃ চাহিয়া থাকিলে ঐরূপ নিদ্রা হইয়া থাকে। পরন্তু যেদ্রব্য ঐরূপে ধরিবে সেইটী বিশেষ সাদা বা চাক্‌চিক্য হইলে শীঘ্রই মেস্‌মেরাইজ হইয়া থাকে।

অন্যপ্রকারে—ইজিচেয়ার বা কোচের অভাবে যেরূপে মেস্‌মেরিজ্ করিতে হইবে তাহা লিখিত হইতেছে। যথা—ইজি চেয়ার বা কোচ্ অভাবে কোন স্থানে নিদ্রাভাজনকে হেলানভাবে বসাইয়া কিম্বা কোন শয্যার উপরে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া তাহার কপালদেশ হইতে পাদদেশপর্য্যন্ত অথবা উদর পর্য্যন্ত নিদ্রাভাজনের মুখের উপর দিয়া নিদ্রাকারক তাহার দুই হস্ত এইরূপে সঞ্চালিত করিবে যে, কোন প্রকারে তাহার উভয়হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নিদ্রাভাজনের গাত্রস্পর্শ না করে, কিন্তু উহার গাত্র ঘেঁসিয়া হস্তচালনা করিতে হইবে; অথবা বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের ঐপ্রকারে কপালের উভয়পার্শ্বদেশের উপরিভাগ দিয়া নাবিয়া বাহুযুগলের উপর দিয়া সঞ্চালিত করিলে ঐরূপ কার্য্য হইয়া থাকে।

নিদ্রাকারক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্থিরচিত্ত হইয়া এইসকল কার্য্য করিবে এবং নিদ্রাভাজনও তাহাতে বিরক্তিপ্রকাশ না করিয়া সহ্য করিয়া থাকিবে; আর ঐ কার্য্যকালে তৎস্থলে কোন গোলযোগ বা কোন শব্দ না হয়, এইরূপ সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। হস্তচালনা হইলে নিদ্রাভাজনের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিবে এবং চক্ষু শিবনেত্রবৎ হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। তৎপরে নিদ্রাভাজন অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। ঐ শক্তিদ্বারা নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষার্থ নিদ্রাভাজনের হস্ত উত্থিত করিলে যদি ঐ হস্ত মৃতব্যক্তির হস্তের ন্যায় পতিত হয় ও চক্ষুর পাতা তুলিয়া যদি দেখা যায় যে, উর্দ্ধনয়ন হইয়া চক্ষুর মণি ঘুরিতেছে, তাহা হইলে জানা যাইবে যে মেস্‌মেরিজমের কার্য্য হইয়াছে। কখন কখন কপালে ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ বা হস্তস্পর্শ করিলে নিদ্রা গভীর হইয়া আইসে। কিন্তু নূতনশিক্ষার্থী ব্যক্তি প্রথম প্রথম এই কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া মস্তক হইতে পদপর্য্যন্ত হস্তচালনাদ্বারা ক্রিয়া করিবে। এইরূপ নিদ্রাদ্বারা নানাপ্রকার রোগের শান্তি বা উপশম এবং বেদনার নিবৃত্তিও হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, হস্তচালনার সময় নিদ্রাভাজনের স্বীয় প্রকৃতি অতি গরম বা শীতল বোধ হয় এবং তাহার শরীরে সূচীবিদ্ধের ন্যায় বেদনা, শড়্‌শড়ানি ও অসাড়তা বোধ হয়। তৎপরে নিদ্রাভাজন ক্রমে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ঐরূপ নিদ্রিতব্যক্তির হস্তে আলপিন্ বিদ্ধ করিলেও তাহার কোন বেদনা বোধ হয় না।

Raise the patient's hand, and should it fall immediately as a dead weight, it is a good sign; then raise one of the eyelids, and should the eyeball be observed to be turned upwards and wandering in its orbit, there can be little doubt of the operator's success. In some rare cases the eyeball will be found in its natural position but with the pupil much dilated, no contraction taking place on the approach of a lighted candle. Even at this early stage the patient may bear the prick of a pin on the back of his hand without betraying any symptom of pain."

"Supposing sleep to be at length induced, the next and very important question is, how to awaken the patient. with most sensitives this is a very easy process, for merely blowing or fanning over the head and face with a few transverse passes will at once dispel the sleep. Should, however, the patient experience a difficulty in opening his eyes, then with the tips of his thumbs the operator should rub firmly and briskly over the eyebrows from the root of the nose outwards towards the temples, and finish by blowing or fanning, taking special care, before leaving the patient, that—judging from the expression of his eyes and other signs—he has evidently returned to his normal state; *as a rule, the patient* should not be left until the operator is perfectly satisfied that he is wide awake.

—"Should there be a difficulty in arousing the patient, the mesmeriser may frequently bargain with him as to how long the sleep is to last, and should he promise to awake in the course of one or two hours, he will generally fulfil his promise by awaking almost at the very minute named; the mesmeriser may also insist that his patient should awake at a certain time, and will in most cases be obeyed."

—"In some rare cases the sleep is so prolonged, in spite of all the operator's efforts to dispel it, that he is alarmed, and the patient becomes infected by his fears. Above all things, the mesmeriser shoud preserve his presence of mind, and he may be assured that the longest sleep will end spontaneously."

—"It may as well be observed in this place that the patient should not be touched by any one but his mesmeriser, unless he wishes it, or at least gives his consent. He can;

বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক কখন কখন কোন কোন বশ্যের বা নিদ্রা-ভাজনের উপর নিদ্রাকারিণীশক্তিদ্বারা নিদ্রার আবির্ভাব করিতে অশক্ত হইয়া থাকেন। এজন্য প্রথমশিক্ষার্থী বশ্যকারকের বা নিদ্রাকারকের হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে, বরং পুনঃ পুনঃ দৃঢ়যত্নের সহিত যথাপ্রণালী ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ঐ কার্য্য সফল হইবে।

কিরূপে নিদ্রাভাজনের নিদ্রা ভঙ্গকরা যাইতে পারে, তাহার প্রণালী।

নিদ্রাভাজনের মস্তকের উপরে পাখা বা অন্য উপায়দ্বারা বাতাস দেওয়া এবং বিপরীতরূপে অর্থাৎ নিম্ন হইতে উর্দ্ধে যথা পদ হইতে মস্তকে হস্ত চালন করিলে নিদ্রাভঙ্গ হইবে। তাহাতেও যদি নিদ্রাভাজন তাহার চক্ষু উন্মীলিত করিতে কষ্ট বোধ করে, তাহাহইলে নিদ্রাকারক স্বীয় দুইহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা নিদ্রাভাজনের নাসামূল হইতে উভয় ভ্রূর উপর দিয়া ভ্রূর শেষভাগ (রগ) পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ দৃঢ়রূপে ঘর্ষণ করিবে এবং শেষে পাখাদ্বারা বাতাস দিয়া বা অন্য কোন পন্থায় বায়ুসঞ্চালন করিলেই নিদ্রাভঙ্গ হইবে। কিন্তু যতক্ষণপর্য্যন্ত বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের নিদ্রা সুন্দররূপে ভঙ্গ না হইবে, ততক্ষণপর্য্যন্ত বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবে না। কোন কোন ঘটনায় দুইতিন ঘণ্টার মধ্যে নিদ্রাভাজনের বা বশ্যের নিদ্রাভঙ্গ করা উচিত নহে। কোন কোন স্থলে বশ্যকারকের বা নিদ্রাকারকের ইচ্ছানুযায়ী সময়ে বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া থাকে।

কোন কোন সময়ে কদাচিৎ বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের নিদ্রা দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়, ঐরূপ অবস্থায় রোগীকে নিদ্রা হইতে সহসা বিমুক্ত করিতে বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক অপারগ হইয়া থাকেন। কিন্তু এমত ঘটনায় বশ্যকারকের বা নিদ্রাকারকের কিম্বা বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের ভীত হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঐরূপ দীর্ঘনিদ্রা শেষে আপনা আপনিই ভঙ্গ হইয়া থাকে।

এইরূপ দীর্ঘনিদ্রিত বশ্য বা নিদ্রাভাজনকে বশ্যকারী বা নিদ্রাকারী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে তাহার বিশেষ ইচ্ছা বা অনুমতি ভিন্ন স্পর্শ করিবে না। কারণ, কোন কোন স্থলে ঐ স্পর্শকারীরও ঐরূপ মেস্‌মেরিজ্‌ হইয়া থাকে। তাহার নাম ক্রস্ মেস্‌মেরিজম্। বিশেষতঃ যে সকল বশ্য বা নিদ্রাভাজন নার্ভাস্ ও হিষ্টেরিক্, তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেই ঐরূপ ক্রস্ মেস্‌মেরিজ্‌ হইয়া থাকে এবং ঐরূপ নিদ্রার নিরাকরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

প্রথমশিক্ষার্থিগণ কেবল পুস্তকের লিখিত বিধির উপর নির্ভর না করিয়া বহুদর্শী ও সুশিক্ষিত বশ্যকারক বা নিদ্রাকারকগুরুর কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া পরে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অভ্রান্তরূপে মেস্‌মেরিজ্‌ করিতে সক্ষম হইবে। কারণ, নানাপ্রণালীমতে মেস্‌মেরিজ্‌ করা যাইতে পারে। সে সমস্তই বহুদর্শিতার উপরে নির্ভর করে। নানাপ্রণালীমতে নিদ্রা-ভাজনের অবস্থা দৃষ্টে মেস্‌মেরিজ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল নিদ্রাভাজনের পক্ষে একই প্রণালী অবলম্বনে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। যথা—মস্তক কিম্বা কপালের উপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগে কোন কোন স্থলে উত্তমরূপ ফল পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে উহার বিপরীত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে মস্তকের উপরে পাখাদ্বারা বা অন্য উপায়ে বায়ু সঞ্চালন করিলে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে; কোন কোন স্থলে হয়ও না। এইরূপ-কার্য্য কেবল পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। বিশেষতঃ একজন বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক যে রোগীকে মেস্‌মেরিজ করিতে ও আরোগ্য করিতে অস-মর্থ হয়েন, সেই রোগীকে অন্য একজন বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক অনায়াসে মেস্‌মেরিজ্‌ ও আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং এই কার্য্যটী বহু-দর্শিতার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

perhaps, bear the touch of certain individuals, and may express a repugnance to be touched by others, and this quite irrespective of attachment or repulsion with regard to those individuals in his normal state. With most sensitives it is quite immaterial who or how many people touch them; but there are occasionally cases when by so touching them a very distressing state, called "crossmesmerism," is produced, and the more particularly in the cases of patients who are naturally highly nervous, and, perhaps, hysterical. It is in these cases of cross-mesmerism that we most often find a difficulty in determining the sleep."

—"The treatment of patients during the different stages of the mesmeric sleep must be learnt by practice and observtion, and such treatment is almost impossible to be taught solely by books, although certainly many valuable hints may be gleaned from them. The fact is, that scarcely two cases are exactly alike in every particular, and each patient is more or less a separate study. This it is that makes it so difficult to lay down any arbitrary or direct rules to be followed in all cases. For instance, slow breathing on the top of the head, or on the forehead, in some cases produces a most beneficial effect; in other cases it may produce excitement, to be relieved by fanning or blowing over the head, and by passes drawn from the head down to the feet; the same is the case with breathing over the heart, a most valuable treatment in the majority of cases where there is palpitation or other disorder of that organ, but in some instances it may produce rather distressing symptoms, also to be dissipated by the fanning or demesmerising process. Should there be pain, or spasmodic contractions, rigidity, or catalepsy, steady breathing at the junction of the head with the back of the neck should be tried; in most cases the relief is almost instantaneous. But the long passes to the very ends of the fingers and toes are likely to be the best. Passes at right angles from the seat of pain are often excellent, as if the operator were extracting the pain out of the part into the air."

—"There are certatn other methods of producing the mesmeric coma, the most common of which may be called "the thumb-pressure and staring process," employed by

বাতঝাড়া প্রভৃতি কার্য্য মন্ত্রাদিদ্বারা অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে। বিনা-মন্ত্রে মেস্‌মেরিজমের শক্তিদ্বারা ঐসকল রোগ অতি সহজে আরোগ্য হইয়া থাকে। যথা—শরীরের যে স্থান বাত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়, সেই-স্থানে ক্রমে ক্রমে মৃদু শ্বাসত্যাগ করিলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। বিশেষ বেদনাস্থানের দক্ষিণ কোণ দিয়া ঝাড়িলে এতাদৃশ ফললাভ হইবে যেন ঐ স্থানের বেদনা একবারে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হইল বলিয়া বোধ হইবে।

অন্যপ্রকার মেস্‌মেরিজম্‌ করিবার বিবরণ।



বশ্যকারক বা নিদ্রাকারক বশ্যের বা নিদ্রাভাজনের অল্‌নার শিরা (Ulnar nerve) বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা পরিমিত বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিয়া পরস্পর পর-স্পরের চক্ষুর উপরে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিলে নিদ্রাভাজনের মেস্‌মেরি-জম্‌ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই বিষয় ডাক্তার জে, বোবী ডড্‌স্‌সাহেব (Doctor J. Bovee Dobs) যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা উক্ত মিষ্টার বোবী ডড্‌সাহেবর ফিলসফী অব্‌ মেস্‌মেরিজম্‌ নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহার সারাংশ বঙ্গভাষায় এবং মূল ইরাংজী নিম্নে লিখিত হইল।

অল্‌নার্‌নার্ভ্‌।—মনুষ্যের বাহুমূল হইতে কনুইপর্য্যন্ত একখানি অস্থি আছে। ঐ কনুইহইতে মণিবন্ধপর্য্যন্ত দুইখানি অস্থি আছে। ঐ দুইখানি অস্থির যেখানি কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকে স্থিত আছে, তাহার নাম অল্‌নার অস্থি। ঐ অল্‌নার অস্থির উপরি দিয়া যে শিরা গমন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ও অনামিকার মধ্যভাগে আসিয়া শাখা প্রশাখাদি বিস্তৃত করিয়া আছে, তাহার নাম অল্‌নার শিরা।

Monsieur Lafontaine, a well-know French mesmeriser, who came to this county many years ago on a lecturing tour. He seated himself opposite the patient, and taking his hands, pressed the tips of his thumbs with his own, at the same time gazing fixedly into the patient's eyes, a method which frequently produced a powerful effect. Mr. Braid, a surgeon then practisng at Manchester, having observd the effects produced by Monsieur Lafontaine, tried a series of experiments, the success of which led him to believe that he had discovered the secret of messmerism."

—"Mr. Braid found that by fixing the patient's gaze upon an object above the level of vision, a pencil case held up, or a cork fixed on the mid-forehead, he could induce a pecullar condition which he called "hypnotic, or nervous sleep." During this state he elicited many wonderful phenomena, and had great success in the treatment of disease."

—"Thus, a patient who could not hear the ticking of a watch beyond three feet when awake, could do so when hypnotised at the distance of thirty-five feet, and walk to it in a direct line without difficulty or hesitation. Smell in like manner is so wonderfully exalted, that a patient has been able to trace a rose through the air when held forty-six feet from her. Now, every experienced mesmeriser knows that during the true mesmeric sleep the functions of the different senses are, as a rule, temporarily suspended, and that the sensitive only smells, feels, and tastes in sympathy with or through his mesmeiser, and that in most cases he is completely deaf to all sounds save that of his mesmeriser's voice. Again, during the hypnotic state it is easy to infect the patient with my delusion the operator may wish, so that he may fancy a pocket-handkerchief to be either a child or a serpent."

—"During that phase of mesmeric sleep, called the sleep-waking state, such delusions could seldom if ever be produced, for during that condition the mind of the sensitive is remarkably acute; but, of course, if by touching the phrenological organs, or by other means, a state of suggestive dreaming is induced, the sensitive may then be persuaded that the glass of water he is drinking is wine or brandy, and he will soon be as tipsy as if he had really imbibed so much strong alcoholic liquor."—J. James.

—"In cases of pain; Spasm &c. and other afections of a local character, slow breathing over the parts afflcted is a most useful treatment and "passes at right angles from the seat of pain are often excellent as if the operator were extracting the pain out of the part into the air."—

—"*It is, however, certain, that no effect can be produced* till you establish a thorough communication between yourself and the subject through the nervous force of the organ of Individuality that constitutes his personal identity. And as the centre or moving nerve of this organ has sympathy with all the voluntary nerves of the system, and as they reciprocally affect each other so you can establish a psychological communication by touching any part of the system where voluntary nerves are located, and particularly of those individuals who are very sensitive and impressible. But the most natural mode to get a good communication, and the one least liable to be detected by the audience, is to take the individual by the hand, and in the same manner as though you were going to shake hands. Press your thumb with moderate force upon the ULNAR NERVE which spreads its branches to the ring and little finger of the hand. The pressure should be nearly an inch above the knuckle, and in

মেস্‌মেরিজম্ করিবার সময়ে বশ্যকারক বশ্যের কনিষ্ঠাঙ্গুলী ও অনামিকার মূলের এক ইঞ্চ উর্দ্ধে ঐ অল্‌নার শিরা ও তাহার শাখা প্রশাখাদি এমত ভাবে চাপিয়া ধরিবে, যেন ঐ অল্‌নার শিরা সমস্ত শাখা প্রশাখার সহিত চাপিয়া আবৃত হইয়া পড়ে। ঐ চাপ এমত দৃঢ়রূপে দিতে হইবে, যাহাতে নিদ্রাভাজনের ঐ স্থানে কোন বেদনা বা অসুখের কারণ উপস্থিত না হয়। তৎপর নিদ্রাভাজন ও নিদ্রাকারক উভয়ে একদৃষ্টে পরস্পরে নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। এইরূপে অর্দ্ধ-মিনিট কিম্বা একমিনিট পর্য্যন্ত অল্‌নার শিরা চাপিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে হইবে। পরে নিদ্রাভাজনের নয়ন মুদিত করাইয়া নিদ্রাকারক তাহার অঙ্গুলীদ্বারা নিদ্রাভাজনের চক্ষুর পাতার উপরে অতিশয় মৃদু ও কোমলরূপে ঐ পাতার উপর হইতে নিম্নে বারম্বার মর্দ্দন করিবে। তৎকালে নিদ্রাভাজন তাহার নয়ন নিমীলিত করিয়া রাখিবে, কদাপি উন্মীলিত করিবে না। নিদ্রাকারককে অতীব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার সহিত একার্য্য করিতে হইবে। তৎপর নিদ্রাকারক নিদ্রা-ভাজনের মস্তকের উপরে অর্থাৎ মূর্দ্ধাদেশে সহস্রারপদ্মে হস্ত রাখিয়া আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানে অপেক্ষাকৃত নিম্নে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিবে এবং অন্য হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা ঐ শাখাদি সমেত অল্‌নার শিরা যেরূপে ধারণ করা হইয়াছে, সেইরূপেই ধৃত থাকিবে, অর্থাৎ উহা ছাড়িয়া দিয়া কার্য্য করিবে না। এইরূপ করিলেই মেস্‌মেরেজ করা হইবে। মেসমেরেজম হওয়ার লক্ষণ এই যে, নিদ্রাভাজন তাহার চক্ষু উন্মীলিত করিতে অশক্ত হইলে, মেস্‌মেরেজ হইয়াছে ইহা বোধ করিবে এবং তদন্যথায় মেস্‌মেরিজিম্ হয় নাই। এমত অবস্থায় ঐরূপ প্রক্রিয়া দুই তিনবার করিলেই মেস্‌মেরেজ হইবে। নিতান্ত না হইলে জানা যাইবে যে, নিদ্রাকারক ও নিদ্রাভাজনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সমতাপ্রযুক্ত মেস্‌মেরেজ্ হইতে পারে না।

অন্যপ্রকার মেস্‌মেরিজম্ করিবার উপায়।

মিডিয়ান্ নার্ভ।—এই নাড়ী মণিবন্ধের নিকটে করতলের উপরি-ভাগের মধ্যস্থানে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশে অবস্থিত আছে। বশ্যের

range of the ring finger. Lay the ball of the thumb flat and partially crosswise, so as to cover the minute branches of this nerve of motion and sensation. The pressure, though firm, should not be so great as to produce pain or the least uneasiness to the subject. When you first take him by the hand, request him to place his eyes upon yours, and to keep them fixed, so that he may see every emotion of your mind expressed in the countenance. Continue this position and also the pressure upon this *Cubital Nerve* for half a minute or more. Then request him to close his eyes, and with your fingers gently brush downward several times over the eyeilds, as though fastening them firmly together. Throughout the whole process feel within yourself a fixed determination to close them so as to express that determination fully in your countenance and manner. Having done *this*, place your hand on the top of his head and press your thumb firmly on the organ of Individuality, * bearing partially downward, and with the other thumb still pressing the ULNAR NERVE, tell him—*you cannot open your eyes!*

Remember, that your manner, your expression of countenance your motions, and your language must all be of the most positive character. If he succeed in openning his eyes, try it once or twice more, because impressions, whether physical or mental, continue to deepen by repetition. In case, however, that you cannot close his eyes, nor see any effect produced upon them, you should cease making any further efforts, because you have now fairly tested that his mind and body both stand in a positive relation to yours as it regards the doctrine of impressions.

"There is yet another mode of communication that I have discovered, which is far preferable to the one just noticed, is supreme over all others, and will remain so till Omnipotence shall see fit to change the nerveous system of man. This is the MEDIAN NERVE, which is the second of the brachial plexus. It is a compound nerve having the power of both motion and sensation. It is located in the centre of the upper part of the palm of the hand, near where it joins the wrist. In order to take the communication through this medium, you must take the subject by the hand with the palm upward, and place the ball of your thumb in the centre of his hand, near the root of his thumb, and give a moderate but firm pressure. The astonishing nature of the impression can only be equalled by the result produced. It is a nerve of voluntary motion as well as sensation, and therefore belongs to, and has its origin in, the cerebrum. True, like the other nerves, it can be traced directly no farther than the spinal cord, yet there is no difficulty in

* আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্ম্মধ্যং হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকং।
শুক্লাখ্যং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী॥

মানবের ভ্রূযুগলের মধ্যে শুক্লবর্ণ দ্বিদল পদ্ম আছে, তাহাকে আজ্ঞাপুরচক্র বলে। এই পদ্মে "হ ক্ষ" এই দুই বর্ণ আছে, ইহারা উক্ত পদ্মের দুই দল। এই পদ্মে শুক্ল-নামে মহাকালরূপী সিদ্ধ লিঙ্গ ও হাকিনী নামে শক্তি আছেন, ইঁহারাই এই আজ্ঞাপুরচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই লিঙ্গকে তন্ত্রান্তরে অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়াছেন॥

শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতং।
পুমান্ পরমহংসোঽয়ং যজ্‌জ্ঞাত্বা নাবসীদতি॥

উক্ত আজ্ঞাপুর পদ্মের কর্ণিকামধ্যে শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শুক্লবর্ণ ঠং এই চন্দ্রবীজ দীপ্তিমান আছে। পরমহংস পুরুষেরা এই বীজ ধ্যান করিয়া থাকেন এবং এই ধ্যানবলে কদাচ তাঁহারা অবসন্ন হয়েন না॥

এতদেব পরং তেজঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু মন্ত্রিণঃ।
চিন্তয়িত্বা পরাং সিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

তেজঃপুঞ্জস্বরূপ এই আজ্ঞাপুরচক্রের বিষয় সর্ব্বতন্ত্রেই গোপন করিয়াছেন, সাধক ব্যক্তিরা এই চক্রের চিন্তা করিয়াই পরমা সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই॥

ঐ মিডিয়ান্ শিরা বশ্যকারক বৃদ্ধাঙ্গুলীর পর্ব্বদ্বারা মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিবে। এইরূপে মেস্‌মেরিজম্ করা হইবে। এই প্রক্রিয়াদ্বারা মেস্‌মেরেজ হইলে তাহাকে যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিবে ও তাহার স্বকীয় হিতাহিত বিবেকশক্তি কিছুই থাকিবে না। ইহা ইংরাজীতে সবিস্তরে লিখিত হইয়াছে।

অন্যপ্রকার *।—প্রকৃত দস্তার এবং রৌপ্যের চাক্‌তি দুই খানা লইয়া দস্তার চাক্‌তীর মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যদিয়া একটি তাম্রের তার প্রবিষ্ট করাইয়া রৌপ্যের চাক্‌তীতে সংলগ্ন করাইবে। পরে বশ্যের করতলোপরি ঐ রূপার চাক্‌তি উপরে ও দস্তার চাক্‌তী নিম্নে রাখিয়া তাহার চক্ষুর একফুট্ অন্তরে ধরিতে দিবে এবং তাহাতে তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে; এবং তৎকালে বিংশতিমিনিটকাল তাহার হস্ত, পদ, মস্তক কিম্বা শরীরের সমস্ত অঙ্গ স্থিরভাবে রাখিবে, কেবল চক্ষু স্পন্দনমাত্র হইবে; ও তৎকালে তাহার মন বাহ্যিক কোন বিষয়েই লিপ্ত থাকিবে না; এবং সেই স্থানস্থিত দর্শকেরাও অতি স্থিরভাবে থাকিবেন। এইরূপ অবস্থায় বশ্যের চক্ষু মুদিত হইয়া আসিবামাত্র মুদিত করিয়া রাখিবে। এইরূপেই মেস্‌মেরিজম্ হইয়া থাকে।

কোন গ্রন্থকারক বলিয়াছেন যে—"জর্ম্মণি দেশীয় সুবিচক্ষণ পণ্ডিত রাইকেন্‌বাক্ অয়স্কান্তমণি ও স্ফাটিক প্রভৃতি বস্তুদ্বারা ঐরূপ নিদ্রা উৎপাদন করিয়াছেন এবং যে শক্তিদ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার

---

determining its origin to be in the cerebrum, because that is the organ of all voluntary motions, even as the cerebellum is the organ of all involuntary motions. This mode of communication transcends all other, and will answer in all possible cases, even upon persons the most difficult to control, as well as upon those who are the most sensitive and impressible.—"

"—I am aware that the exact location of this nerve is somewhat difficult to find, unless you are personally instructed. If you succeed in closing the subject's eyes by the above mode, you may then request him to put his hands on his hands or in any position you choose, and tell him, *You cannot stir them !* In case you succeed, request him to be seated, and tell him, *You cannot rise* ! If you are successful in this, request him to put his hands in motion, and tell him. *You cannot stop them* ! If you succeed, request him to walk the floor, and tell him, *You cannot cease walking* ! And so you may continue to perform experiments involving muscular motion and paralysis of any kind that may occur to your mind, till you can completely control him, in arresting or moving all the voluntary parts of his system. When this is accomplished, we say, for the sake of convenience, *he is in the electrical state*."

"—You may, perhaps, not be able to affect him any further ; and as you cannot know how this matter stands without the trial, so you will next proceed to produce mental impressions by operating upon his mind only. If he is entirely in the state, you can make him see that a cane is a living snake or eel ; that a hat is a halibut or flounder ; a handkerchief is a bird, child, or rabbit ; or that the moon or a star falls on a person in the audience, and sets him on fire, and you can make him hasten to extinguish it. You can make him see a river, and on it a steamboat crowded with human beings. You can make him see the boiler burst, and the boat blow up, with his father or mother, brother or wife or child on board. You can lay out the lifeless corpse before him in state, cause him to kneel at its side, and to freely shed over it the tears of affection and bereavement. You can suddenly show him a boy or girl, and he see in them the lost father or mother standing before him. and gives the warm embrace. You can change his own personal identity, and make him believe that he is a child two or three years old, and inspire him with the artless feelings of that age ; or that he is an aged man, or even a woman, or a negro, or some renowned statesman or hero. You can change the taste of water to that of vinegar, wormwood, honey, or of any liquors you please. In like manner you can operate on his hearing and smelling, as on his sight, feeling, and taste. When you can produce such mental hallucinations as these all his senses, or thousands of others that may suggest themselves to your mind, we say, for the sake of convenience, that he is in the *psychological state*.

—"*In order to bring about this result, I know, at present, of no better process than following ; Take pure zinc and silver, with a copper wire, as a conductor, passed through the zinc, so as to come in contact with the silver. For convenience, take a piece of zinc the size of a cent, but somewhat thicker and imbed a fivecent piece in its centre, and pass a small copper wire, as a rivet, through both. Place this coin in the palm of the hand, with the silver side up, and request him to bring it within about a foot of his eyes. Let him take a position, either sitting or standing, which he can retain twenty minutes or more, without any motion of his feet, hands, lips, head, or any part of his body. He must remain motionless as a statue, except the natural winking of the eye. His mind should be perfectly resigned and kept entirely passive to surrounding impressions. The eyes should be placed upon the coin as though they were riveted there, and during the whole twenty or twenty-five minutes they should, on no consideration, be raised to look at any person or object whatever, and the spectators should be still as the grave. If the eyes have a tendency to close, he should not strive to keep them open, but let them close.

—"*In regard to Mesmerism, which is *Plan No.* 1, I would say, that if you desire to mesmerise a person, who has never been put into the state, nor in the least affected, I know of no better mode than to seat him in an easy

নাম "ওডাইল" রাখিয়াছেন। তিনি বহুপ্রকার পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে উক্ত পদার্থ বা শক্তি সর্ব্বত্র ও সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহা উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ ও লৌহ আকর্ষণী শক্তির মধ্যেও আছে, অথচ ঐসকল হইতে ভিন্ন। ডাক্তার গ্রেগরি নিশ্চয় করিয়া কহিয়াছেন, যে ওডাইল ও আনিমেল মাগনেজম্ একই পদার্থ

উক্ত পদার্থের একপ্রকার ক্ষীণ আলোক বা জ্যোতি আছে, যাহা চুম্বক প্রভৃতি বস্তুতে প্রকৃতি বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা লক্ষিত হইয়াছে এবং উক্ত প্রকার নিদ্রা প্রাপ্ত অনেক ব্যক্তি নিদ্রাকারকের হস্তাঙ্গুলি ও চক্ষুতে একপ্রকার জ্যোতি দেখিয়াছে। আর ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উত্তাপ আলোক ও তড়িৎ প্রভৃতির ন্যায় উক্ত পদার্থের গতি সর্ব্বদিকে হয়, সুতরাং উহা একবস্তু হইতে অন্য বস্তুতে গমন করিতে পারে এবং যেমন ঐ সকল পদার্থ নিকটবর্ত্তী বস্তু সকলের পরস্পর সমান অবস্থা প্রাপ্ত করায়, যথা কোন দুইটী বস্তুর মধ্যে পরস্পর ন্যূনাধিক উত্তাপ থাকিলে অধিক উত্তপ্ত বস্তু হইতে কিছু উত্তাপ অল্প উত্তপ্ত বস্তু মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয় বস্তুর সমান উত্তাপ জন্মায়। সেইরূপ দুই বস্তুর মধ্যে পরস্পর ন্যূনাধিক পরিমাণে ওডাইল থাকিলে এক হইতে কতক ওডাইল অপরগত হইয়া উভয়ের সমান অবস্থা হয়।

তড়িতের গুণও সেই প্রকার। যে বস্তু মধ্যে উহার স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অধিক তড়িৎ থাকে, তাহাকে তাড়িৎ বিজ্ঞানশাস্ত্রে "পজেটিব্" ও যাহাতে অল্প থাকে তাহাকে "নেগেটিব্" কহে। আনিমেল মাগনেটিজম্ বিষয়েও ঐ দুই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে অর্থাৎ নিদ্রাকারককে পজেটিব ও নিদ্রাভাজনকে নেগেটিব বলা যায়। বোধহয় উক্ত শব্দের পরিবর্ত্তে "সবল অথবা পুষ্ট" ও "দুর্ব্বল বা ক্ষীণ" ব্যবহার করিলে ইহার তাৎপর্য্য পাঠকবর্গের উত্তমরূপে বোধগম্য হইতে পারিবে"।

যখন নিদ্রাকারক হস্তচালনা ও মনের একাগ্রতার দ্বারা স্বীয় শরীর হইতে ওডাইল বা আনিমেল মাগনেটিজম নিদ্রাভাজনের শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন, তখন ইহার আত্মা কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিদ্রাকারকের আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, সুতরাং নিদ্রিত আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া নিদ্রাকারকের সম্পূর্ণ অধীনে থাকে।

---

posture, and request him to be calm and resigned. Take him by both hands, or else by one hand and place your other gently on his forehead. But with whatever part of his body you may choose to come in contact, be sure to always touch two points, answering to the *positive* and *negative* forces. Having taken him by both hands, fix your eyes firmly upon his, and, if possible, let him contentedly and steadily look you in the face. Remain in this position till his eyes close. Then place both your hands on his head, gently pass them to his shoulders, down the arms, and off at the ends of his fingers. Throw your hands outward as you return them to his head, and continue these passes till he can hear no voice but yours. He is then entirely in the mesmeric state.

যে জেমস্ ভিক্টর উইলসন সাহেব মেস্মেরিজম্ সম্বন্ধে বহুপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কয়েকটী উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে লিখিত হইল।

1. "*Ascending* passes are not magnetic; in carrying your hands *up*, therefore, close the fingers, and bring them up in a semicircle.

2. It is both wasteful and unfavorable to employ muscular force in directing your hands. The best magnetizers are those who are the most gentle in their movements.

3. The fingers should be apart in the *imparting* process, and the *tips*, and not the *balls*, convey and direct the fluid.

4. It is highly advantageous to magnetize your subject at the same hour or hours each day.

5. If the action excites pain in any part, concentrate it towards that part, in order to draw it away afterwards. If it cause heat or aching in the head, attract it to the knees.

"—The reason why I desire you to throw your hands outward on returning them to the head when making the passes is to avoid waking him by passing them upward in front and near to his body. It is a well-known fact, that by the downward passes of an electro-magnet, attached to a galvanic battery, the steel magnet becomes instantly charged so as to lift a pound of iron. But by the upward passes it becomes instantly demagnetized, so that it will lift nothing. By the downward passes I mean from the bow or centre of the magnet to the extremities, and by upward passes I mean the reverse, regardless of the position in which the magnet may be held. The same applies to the human being when his mind is left uninfluenced. But if you apprise the subject when in the magnetic state, that the upward passes will not awake him, then by the force of his own mind he can retain his condition, in defiance of all the passes you may make. The mind, when in the mesmeric state, has the power of appropriating electricity or magnetism to itself, or of rejecting it, at pleasure.

—"In case, however, that the person whom you seat to be mesmerised is not affected, and feels no inclination whatever to close his eyes after fifteen or twenty minutes'trial, you will still proceed, as directed, to make the passes, and continue them also for fifteen or twenty minutes. Then take him again by the hands, as at first, and continues this position about the same length of time, then resume the passes, as before directed, and continue these two modes of operation alternately till about an hour is consumed at a sitting. Before you leave him, reverse the passes for the space of a minute or so, as though waking him up, even though you see no visible effect produced. On the next day,

6. Once in awbile, magnetize your subject standing; and make passes from before his face, and from the back of his head, to the floor, commencing with holding your palms awhile upon his temples or eyes.

7. There is a magnetic force in the very *words* and *tones* of the Operator after the communication is well established. You may often effect a desired result by telling your subject that he will act, feel, imagine, see, hear, taste, smell, or say, thus and so, after you have counted seven, twelve, thirty, or any reasonable number.

8. When the first sittings do not obtain the magnetic sleep, it is unnecessary to restore or *take off* the imparted fiuid by the reverse passes, unless your subject requests.

9. To put another in communication with your subject, let them take hands.

10. Magnetizing water, medicines, handkerchiefs, jewels, etc., is a very speedy and simple thing, consisting only in handling, fingering, or blowing, while you also engage your will.

মিঃ জেমস্‌ভিক্টর উইলিয়ম্‌ তাহার গ্রন্থে কিরূপে একাধিক ব্যক্তি-দ্বারা মেস্‌মেরিজ করা যায় তাহা লিখিয়াছেন, ইংরাজি পাঠকবর্গের বিদিতার্থে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

1. Though there are some objections to this method of developing subjects, yet it does not seem that they are of sufficient weight to warrant the entire neglect of so obviously powerful a means of mgnetizing strong and healthy persons.

2. Any number of healthy persons, from six upwards, of rather congenial natures, and of either or both sexes, or of various ages, may unite themselves into *a Compound Human Battery* for magnetizing the more susceptible persons among them. There ought to be organized an Association in every city and village in our country, for the purpose of testing the powers of Magnetism, and exploring all sciences through it, by this labor-saving means of developing good clairvoynts.

---

give him another sitting of an hour; and so on, day after day, till you get him into the mesmeric state. Remember, that all the influence you produce upon him at one sitting, however minute or imperceptible it may be, he fully retains to all subsequent daily sittings.

—"When a person is in the mesmeric state, whether put there by yourself or by some other one, take the communication by No 2, and awake him by the upward passes; or else do it by an impression, as follows: Tell him, "I will count *three*, and at the same instant I say *three* I will slap my hands together and you will be wide awake and in your perfect senses. Are you ready?" If he answer in the affirmative, you will proceed to count—"*One*, TWO, THREE!" The word *three* should be spoken suddenly, and in a very loud voice,

3. Let the party, members, or audience assembled, sit round in a circle, and take each other's hands, by the thumbs. Let them sit very quiet and motionless, in the most easy manner, with their eyes closed, or directed to the centre of the floor between them, and let them resolve to give way for at least thirty minutes to the consequences.

4. Sooner or later some one of the Chain will begin to manifest the soporific effects of magnetic attraction, by an involuntary falling of the head. When this is distinctly observed, then let the eyes and attention of all the circle be directed to the drowsy one. Then, presently, let one of the circle, with one hand of the persons on each side of him on his shoulders, proceed to magnetize the dimi-sleeper, first by the laying on of hands, secondly, by demagnetization. If this be properly conducted, in all probability you will have some good experiments in clairvoyance, after a few sittings, and be able to examine diseases by the subject."

5. Minds and attention of the company may be occupide from the beginning with one who may be previously hit upon for the subject, with similar results. Let the best-endowed Magnetizer of the circle be chosen for the Special.

6. The ring may be arranged in such a manner that both the subject and special can be in the middle, and yet in communication with the Chain. Various useful suggestions for the practice of Chain Magnetism will occur in employing it.

কিরূপে মেস্‌মেরিজমের শক্তি বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতে হয় এবং জল মেস্‌মেরিজ করিতে হয় তদ্বিষয় মিঃ উইলিয়মডেবি সাহেব যেরূপ তাহার মেস্‌মেরিজম্‌ গ্রন্থে লিখিয়াছেন তাহা ইংরাজি পাঠকবর্গের বিদিতার্থে উদ্ধৃত করা হইল।

যেরূপে মেস্‌ম্যারাইজ কার্য্যের শক্তিবৃদ্ধি করা যায় তাহার বিধি।

"When it is wished to increase the mesmeric power of an operator, two or three other individuals, nearly like him in temperament, may join hand in hand, and so form a chain, the foremost having hold of the operator's hand. All should joining willing that the process prove efficient; and in this way there will be a concentration of force for the accomplishment of the desired object.

যেরূপে মেস্‌ম্যারাইজ কার্য্যের শক্তি হ্রাস করা যায় তাহার বিধি।

Where from the especial susceptibility of the patient, the operator appears to exert too great a power, he should withdraw to the distance of two, three, four, or even six feet, and spreading out his fingers fanwise, thus make the passes

---

and at the same instant the palms of the hands should be smitten together. This will instantly awake him.—"Dr. J. B. Dods.

slowly, when the force will be found to be considerably modified, to the great comfort and advantage of the patient.

জল মেস্‌ম্যারাইজ করার প্রণালী।

ALMOST any substance may be made the vehicle of mesmeric influence, which is transmitted into it by means of passes and pointing. The usual plan in reference to water is to procure a tumbler nearly full; place one hand beneath and the other above; in a few minutes, from five to seven at the farthest, according to the strength of the operator, the water will be effectually charged with the mesmeric aura, which proceeds from the finger-ends. A few passes over the glass are sometimes made in addition, by way of more effectually completing the process."

পাঠকবর্গের বিদিতার্থে বলা হইতেছে যে মেস্‌মেরাইজ হইবার পর কেহ কেহ ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত জানিতে পারেন। সে অবস্থায় মস্তকের চুল, পরিধেয় বস্ত্র, হস্তের রুমাল, শরীরের অলঙ্কার, বা অপর কোন ব্যবহৃত দ্রব্য পাইলে, যাহার দ্রব্য তাহার অবয়ব সমস্ত বলিতে পারেন। আর ক্লেয়ারভয়েন্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার কপালে বা পেটে, চিঠি কি কোন পুস্তক রাখিয়া দিলে সে সমুদায় পড়িতে পারে।

ক্ল্যারভয়্যান্‌স্‌ (চাক্ষুবী বিদ্যা)।

ক্ল্যারভয়্যান্‌স্‌, চাক্ষবীবিদ্যা অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষদর্শন।—সাধারণ চক্ষুদ্বারা যাহা দৃষ্ট হইতে পারে না, বা যেসকল ব্যাপার কোনরূপে পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই, সেই সমস্ত দূরস্থ কি নিকটস্থ অপ্রত্যক্ষ বিষয় যদ্বারা মনশ্চক্ষুঃপথে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ এই ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু অবলোকন করিতে অভিলাষ করিবে, এই বিদ্যাপ্রভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে। যাহার যাদৃশী বাসনা তিনি তদনুসারে সকল বিষয়ই নেত্রগোচর করিতে পারিবেন।

চাক্ষুবীবিদ্যার কারণ।

কেবল মনদ্বারাই আমরা দেখিতে শুনিতে, বোধ করিতে, আস্বাদন লইতে এবং ঘ্রাণ লইতে পারিয়া থাকি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাড়িত ভিন্ন কিছুই মনের সহিত সংযোগ হইতে পারে না, আর এই তাড়িতপদার্থদ্বারাই মনেতে বোধ জন্মায়, ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে একপ্রকার তাড়িতের যোগেই আমরা দেখিতে, শুনিতে, আস্বাদন লইতে ও ঘ্রাণ লইতে সক্ষম হই।

মনের যোগ ভিন্ন আমাদিগের সাধারণ চক্ষুদ্বারা আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, তাহার প্রমাণ যথা;—যৎকালে আমরা অন্যমনস্ক হই অর্থাৎ অন্য কোন বিষয়ের উপর প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাকি তৎকালে আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে যেসকল ঘটনা বা কার্য্য হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই না, এমন কি একটী হস্তী চলিয়া গেলেও লক্ষ্য হয় না, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মনের যোগ ভিন্ন এই বাহিক চক্ষুদ্বারা কিছুমাত্রই দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে প্রত্যেক মনুষ্যের এই দৃশ্যমান্‌ স্থূলচক্ষু ভিন্ন অপর আর একটী তৃতীয় চক্ষু আছে, ঐ চক্ষুর স্থান ভ্রুসন্ধির উপরে ললাটদেশের অভ্যন্তরে। দৃশ্যচক্ষুদ্বারা কেবল কতকগুলি বাহ্যবস্তুমাত্র দেখিতে পাইয়া থাকি, বস্তুত তৃতীয়চক্ষুদ্বারা সূক্ষ্ম পরমাণু, ভূমির অন্তর্গত নিধি প্রভৃতি বস্তুসমূহ এবং সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তীতে ও রসাতলাদিতে যেসকল বস্তু আছে তৎসমুদায়ও দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি এই ত্রিলোক মধ্যে যে বস্তু অবলোকন করিতে অভিলাষ হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহার যাদৃশী বাসনা তিনি তদনুসারে সকলবিষয়ই দেখিতে পাইবেন। এই তৃতীয়চক্ষুর অন্য নাম দিব্য বা জ্ঞানচক্ষু। শিবের এবং শিবাণীর প্রতিমূর্ত্তিতে তিনটী করিয়া চক্ষু অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা তৃতীয়চক্ষুদ্বারা সমস্তই দেখিতে পাইয়া থাকেন।

যোগিগণ যোগবলে মন বা ইচ্ছাশক্তিদ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বারসকল বদ্ধ করিয়া সমস্ত দিদৃক্ষাবৃত্তি * একত্র করিয়া ললাটাভ্যন্তরস্থ চিত্তের উপর অর্পণ করিলে তখন চিত্তের একাগ্রতা হয়; তৎকালে যোগিগণ প্রবল ইচ্ছাশক্তিদ্বারা ভৌতিক চক্ষু ও অন্যান্য ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহ আকর্ষণ করিয়া সেই সমস্তকে একত্রিত করত চিত্তের উপর প্রয়োগ করা মাত্র চিত্তস্থানে অর্থাৎ ললাটাভ্যন্তরে একপ্রকার আলোক

CLAIRVOYANCE.

—"An inquiry is made as to the number of degrees or states into which a subject may be thrown. In reply to this, I would say that there are but FIVE degrees which have, as yet, come under my observation. The FIRST degree is, when the hands, or even the whole body of the subject, can be attracted by the conjoint action of the mental and physical energies of the magnetiser. The SECOND degree is, when the hands or body of the subject can be attracted by the mental energies alone, or by the physical energies independent of any mental effort. The THIRD degree is, when the subject can neither hear nor answer any person but the magnetiser and those who are in communication. The FOURTH degree is, when the subject can taste what the magnetiser tastes, and smell what he smells. The FIFTH degree is clairvoyance.

—"We will now take into consideratian the philosophy of Clairvoyance. It is evident that SEEING, HEARING, FEELING, TASTING, and SMELLING belong exclusively to the mind. Aad as we have already clearly proved that electicity is the only substance that can come in contact with mind, so it is through the agency of this fluid that sensations are transmitted to the mind. Hence, it is through the medium of electicity that we see, hear, feel, taste, and smell.

—"If the night be rainy, or even damp, and unfavourable to electricity, then experiments in clairvoyance must fail, or be very imperfect. The subject must be magnetically charged exactly to that degree which will bring him into magnetic

---

* দেখিবার ইচ্ছা।

প্রাদুর্ভূত হয় * তদ্দ্বারা ত্রিলোক মধ্যে যেবস্তু দেখিতে মানস করে তাহা সমস্তই দেখিতে পাইয়া থাকে এবং এই তৃতীয়চক্ষুদ্বারা ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান এবং সূক্ষ্ম ও দূরস্থিত বস্তুসকল কিছুই অবিদিত থাকে না। "পাতঞ্জলদর্শনের প্রথম সমাধি পাদে ৩৬ সূত্রে লিখিত আছে যে "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী" আর ঐ দর্শনের বিভূতি পাদে ২৬ শ্লোকেও লিখিত আছে যে "প্রবৃত্ত্যা লোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিত বিপ্রকৃষ্টজ্ঞানং"॥ ইহার স্থূলার্থ এই যে জ্যোতিষ্মতীর আলোক সংযম করা হইলেই অর্থাৎ জ্যোতিষ্মতীপ্রবৃত্তি প্রজ্জ্বলিত হইলে প্রকৃতির আলোকদ্বারা যেখানে যাহা থাকুক না কেন তাহা সমস্তই দেখা যাইবে। এই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি আর দিব্যচক্ষু একই কথা। ঐআলোকই তাড়িত-চালিত জ্যোতি, এই আলোকই সাধারণ আলো হইতে শ্রেষ্ঠ, ঐজ্যোতি সর্ব্বস্থানে ও সকলবস্তু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সুতরাং তাড়িতপদার্থ মনের সহিত যোগ হইলেই মন ঐ জ্যোতিদ্বারা এমত বস্তুই নাই, যাহা না দেখিতে পারে, এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ইংরাজিপাঠকবর্গের বিদিতার্থে মিঃ ডড্‌সাহেবের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

চাক্ষুষীবিদ্যা শিক্ষা করার যেসকল নিয়ম যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা অতিশয় কঠিন, এইজন্য এইক্ষণ ইংরাজি মতে কতদূর পর্য্যন্ত মেস্‌মেরিজম্ করার পর ঐ বশ্য অপ্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বলিতে পারিবে তাহা বলা হইতেছে—

১। বশ্যের প্রথম অবস্থা ;—বশ্যকারক অর্থাৎ মেস্‌মেরিষ্টর তাহার মানসিকশক্তি ও শারীরিক চেষ্টা অর্থাৎ পাস্‌দ্বারা বশ্যের হস্ত ও শরীরকে আকর্ষণ করে।

২। দ্বিতীয় অবস্থা ;—যখন মেস্‌মেরিষ্টর কেবল তাহার মানসিক চেষ্টাদ্বারা বশ্যের হস্ত কিম্বা শরীর আকর্ষণ করে অথবা কেবল শারীরিক চেষ্টাদ্বারা ঐরূপ কার্য্য করে তাহাকেই মেস্‌মেরিজমের দ্বিতীয় অবস্থা বলে।

৩। তৃতীয় অবস্থা ;—যখন বশ্য বশ্যকারকের স্বর ভিন্ন অন্য কোন লোকের কোন কথা শুনিতে পায় না ও প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিতে পারে না। অর্থাৎ বশ্যকারক যেকথা বলে তাহাই শুনিতে পায় ও বশ্যকারক যে প্রশ্ন করে তাহারই উত্তর করিতে পারে।

৪। চতুর্থ অবস্থা ;—যখন বশ্যের এমৎ অবস্থা ঘটিবে যে বশ্যকারক আহার বা জলপান করিলে কি ঘ্রাণ লইলে বশ্যব্যক্তি বোধ করিবে যেন সে স্বয়ংই আহার, জল পান বা ঘ্রাণ লইতেছে।

৫। পঞ্চম অবস্থা ;—এই অবস্থায়ই অপ্রত্যক্ষ দর্শন হইয়া থাকে।

যেরূপ মেস্‌মেরিজম্ করিলে ক্লারভায়েণ্ট্ বা অপ্রত্যক্ষদর্শনকারী হয় তাহা বলা হইল, এইক্ষণ কোন্ সময়ে মেস্‌মেরিজম্ করিলে ক্লারভয়াণ্ট হইতে পারে তাহার বিষয় বলা যাইতেছে।

যে রাত্রিতে চাক্ষুষীবিদ্যার পরীক্ষা কিম্বা কার্য্য করিবে সেই রাত্রি কালে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় কি ঝড়বৃষ্টি কিম্বা অত্যন্ত হিমপড়ে তাহাহইলে অপ্রত্যক্ষদর্শন হয় না, হইলেও তাহা ঠিক হইতে পারে না, কারণ তাড়িতপদার্থের চালনা ঐরূপ কালে হয় না, অতএব যে রাত্রি-কালে আকাশ নির্ম্মল এবং মেঘশূন্য হইবে তৎকালে কার্য্য করিলে সফল হইবে।

equilibrium with external electricity. Then, if the night be favourable, the experiments will most likely prove successful.

—"As the remaks now made are perfectly simple, and can be comprehended by all, I will now ask, if there were a light so much finer than atmospheric light, and of that peculiar property that it could be made to pass through all substances in existence, could you not then see through that wall as easily as through that glass? Certainly; because the wall would be rendered transparent through the action of that light; and wherever light passes, there must exist the possibility to see objects. The question then naturally presents itself to the mind, Is there such a light? I answer, There is, and it is MAGNETIC OR GALVANIC LIGHT. It exists not only around, but within us. Go into a dungeon of total darkness, and strike your head a sudden blow, and you will see a flash of light. From whence comes that light? It is with you: it is the nervous fluid—the living of light of the brain, which is of a galvanic nature. By this concussion it was thrown into confusion, forced from its accustomed channels, and laid suddenly at the footstool of the living mind; and the mind saw the flash. Hence, it is electrically that we SEE, and HEAR, and FEEL, and TASTE, and SMELL. All mesmeric subjects cannot, however, see with the same brilliancy in clairvoyance, when the brain is surcharged with this light.

—"That the above principles are correct, and that TASTE, SEEING, &c., are electrically conveyed to the mind, try the following experiments. Take a shilling, and a piece of zinc of the same size: touch them separately to the tongue and you will not perceive anyr taste; but put the tongue between them, and, in this position, touch the edges of the two pieces together over the end of the tongue, and you will taste a pungent acid. This taste is produced electrically. Zinc contains a greater portion of electricity than the silver, and when they come in contact it gives it off to the silver, and conveys the sensation of taste through the glands to the mind. In further proof of this being electricity, put the shilling against the gums under the upper lip; open the mouth, and lay the zinc upon the tongue; by moving the tongue up and down, you will touch the pieces together, and every time they come in contact you will not only perceive the same taste before described, but you will see a flash of lightning. Now that this lightning is seen directly by the mind, and independent of the natural organ of the eye, you may enter a dark room, and in the darkest night—close your eyes, and even bandage them,—and yet when you touch these pieces, as described, you will see the flash, even when one from the heavens could not be seen."—

Dr. J. Dods. B.

* Electricityর কার্য্য।

ঝাড়িয়া রোগ আরোগ্যকরণ।

মেস্‌মেরিজম্‌দ্বারা সকল প্রকার বেদনা, বধিরতা, হৃৎপিণ্ডের কম্পন, উন্মাদতা, অন্ধত্ব, বাতরোগ, কাশরোগ, দন্তপীড়া, স্ত্রীলোকের বায়ুরোগ, মেরুদণ্ড সম্বন্ধীয় পীড়া, এবং ধনুষ্টঙ্কার, প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগ-সকল অনায়াসে ও অতি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

শরীরের যে স্থানে রোগ হইবে, সেই স্থানের উপরে এমৎভাবে পাস্ দিতে হইবে অর্থাৎ ঝাড়িতে হইবে যে যেন সেইস্থান ভিন্ন হস্তপাঞ্জাদ্বারা অন্যস্থান ঝাড়া না হয়; অর্থাৎ কেবল প্রয়োজনীয় স্থানই ঝাড়িতে হইবে। তবে মেস্‌মেরিজার কখন কখন রোগের অবস্থা বুঝিয়া সমস্তশরীরও ঝাড়িতে পারেন। আর রোগস্থানের উপর হইতে ঝাড়িয়া নিম্নে হস্তপাঞ্জা আনিয়া ঐ হস্তপাঞ্জা রোগস্থান হইতে যতদুর হইতে পারে দূরে রাখিয়া এবং উঠাইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় উপর হইতে ঝাড়িতে আরম্ভ করিবে, এইরূপ পাঁচ হইতে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত ঝাড়িতে থাকিবে। এইরূপ দিবসে দুইবার করিয়া প্রয়োজন বশতঃ ঝাড়িবে, উপর হইতে নিম্নে পাস্ করিয়া রোগস্থান হইতে হস্তপাঞ্জার অঙ্গুলীসকল দূরে রাখিয়া পুনরায় উপরে হস্ত চালনা করিয়া পূর্ব্ববৎ পাস্‌করার কারণ এই যে নীচ হইতে ঘেষিয়া হস্ত উত্তোলন করিলে পাসের ফল হ্রাস হইয়া থাকে।

মনের ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন কেবল পাসের দ্বারা রোগ আরোগ্য হইতে পারেনা অর্থাৎ ইচ্ছা, মনোযোগ, চিন্তা, বোধ এবং বাসনা এই সমস্তকে কেন্দ্রীভূত অর্থাৎ একাগ্রতা করিয়া দয়া ও শ্রদ্ধার সহিত রোগীর উপর দৃঢ়চিত্তে রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত ইচ্ছা করিলে রোগ আরোগ্য হইবেক। ফলকথা মনই যেন প্রধান শক্তিমান্ যন্ত্র, আর বাহু, হস্তদ্বয় ও অঙ্গুলীসকল ঐ শক্তির চালক, সুতরাং কেবল হস্তদ্বারা ঝাড়িলেই যে রোগ আরোগ্য হইবে তাহা নহে, ইচ্ছাশক্তি ক্রমে মনের সহিত হস্ত চালনা করিলে ফললাভ হইবে, এই বিষয় এবং এইসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে মিঃ ডেবিসাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে ইংরাজি পাঠকবর্গের বিদিতার্থ উদ্ধৃত করা গেল:—

"Scientifically speaking, the brain may be regarded as a powerful battery, and the arms with their hands and fingers as the conductors of its potency—hence the advantage of mental concentration, in addition to physical movements on the part of the operator. These observations, we must here also repeat, apply with equal force to the manipulations which will be subsequently described as the proper means of producing the mesmeric sleep or coma. This local mesmerization may be applied once or twice a day, from five to twenty minutes, the length of time being determinable by the circumstance of the patient receiving ease or not in the shorter period, as it will be well to persevere, in case no *alleviation be produced.* In some instance, a marked diminution or entire removal of the uneasiness is effected by a few passes, in which case a prolonged application is needless.

When the disease is especially concentrated, and intense pain is felt within a small circumference, the fingers may be brought to a focus, and either held over the part so affected, or they may be darted down upon it, without contact, this motion to be accompanied with the radiation of as much mental energy and determination as possible.

Should rigidity or catalepsy of the part be produced by any processes, it may be readily removed, by patting the part so affected in the reverse direction, or by slowly breathing on it, and accompanying this also by backward passes.

In addition to all this, we may also observe, that passes in contact—that is, with the fingers and palms of the hands in direct communication with the person or clothing, as may be convenient, and rubbing them slowy down over the affected part, will frequently prove especially efficacious."

Mr., Davis.

কোন ব্যক্তি বেদনারোগে আক্রান্ত হইলে বেদনাস্থানে ধীরে ধীরে শ্বাস পতন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; এবং বেদনাস্থানের ঠিক উপর হইতে নিম্নে পাস্ অর্থাৎ ঝাড়িলে তৎকালে রোগী বোধ করিবে যেন মেসমেরিজার তাহার অঙ্গের বেদনা ঝাড়িয়া উড়াই দিতেছে।

কম্প-রোগপ্রতীকার;—কম্পবাশীরোগীকে মেস্‌মেরিজ করিয়া আরোগ্য করিতে হইলে মেস্‌মেরিজার এক চেয়ারের উপর ও রোগী অন্য এক চেয়ারের উপর উভয়ে সম্মুখাসম্মুখী হইয়া বসিবে পরে মেস্‌মেরিজার তাহার দক্ষিণ হস্তদ্বারা রোগীর দক্ষিণহস্তের পাঞ্জা যথানিয়ম মতে ধরিয়া বামহস্তদ্বারা রোগীর বক্ষস্থল পাস্ করিবে।

বাতরোগ প্রতীকার;—বেদনাস্থানে ও তৎপার্শ্বে পাস্ দিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে, যদি ইহাতে আরোগ্য না হয়, তবে মেস্‌মেরিজ করিয়া মেস্‌মেরিকনিদ্রাভিভূত করিবে, তৎপর পূর্ব্ববৎ বেদনাস্থানে পুনরায় পাস্ দিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে।

শ্লীপদ (গোঁদ) রোগ প্রতীকার;—শ্লীপদস্থানে পাস্ করিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার না হইলে মেস্‌মেরিকনিদ্রাভিভূত করিয়া পুনরায় পাস্ দিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে।

পক্ষাঘাত আরোগ্য;—যে অঙ্গ অবশ হইবে সেই অঙ্গের মস্তিষ্কের বিপরীতদিকে পাস্ দিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে। এবং সেইস্থান হইতে বাহুর উপর দিয়া পা পর্য্যন্ত পাস্ করিবে, তৎপর অবস্থা দৃষ্টে ঘন ঘন পাস্ করিবে। এইরোগ অতিশয় সাবধান হইয়া ঝাড়িবে, নচেৎ নিজের হানি হইতে পারে।

চক্ষুরোগ-প্রতীকার;—চক্ষুরোগীর চক্ষু পাস্ অর্থাৎ ঝাড়াকালে আরোগ্যকারক জল মেস্‌মেরাইজ করিয়া তাহাতে তাহার অঙ্গুলী ভিজাইবে এবং ঐ জলদ্বারা রোগির চক্ষু ধোয়াইবে, পরে পাস্ দিবে অর্থাৎ চক্ষু ঝাড়িবে। এবং পাস্ করাকালে মেস্‌মেরিজারের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চক্ষুরদিকে ঠিক সোজাভাবে ঈষৎ অন্তরে রাখিয়া ঝাড়িবে, এইরূপ করিয়া চক্ষু আরোগ্যার্থে মনের একাগ্রতার সহিত পাস্ করিবে।

সকলপ্রকার রোগের আরোগ্যের নিমিত্ত ঝাড়িবার যে নিয়ম আছে তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই উপদেশমতে ঝাড়িতে হইবে।

অস্মদ্দেশে ওঝাড়া ও ভূতারি বৈদ্যগণ মনের একাগ্রতার সহিত মন্ত্র-

পাঠ করিয়া ঝাড়িয়া অর্থাৎ পাস্‌ করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। ঐসকল মন্ত্রমধ্যে কতকগুলি বীজাক্ষর এবং ভাষাকথার অক্ষর আছে, ঐসকল অক্ষর এমৎভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে তাহা উচ্চারণ করিতে করিতে ওঝাদিগের মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করিয়াদেয়, এতদ্ভিন্ন ঐসকল মন্ত্রমধ্যে ঈশ্বর ও দেবতাদিগের দোহাইও আছে। এতদ্দ্বারা বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত মন্ত্র একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতে থাকিবে এবং পূর্ব্ব উপদেশমতে রোগীর মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত পাস্‌ দিবে অর্থাৎ ঝাড়িবে। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে উভয়কালেই প্রশস্ত। রোগীকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া ঝাড়িবে, আর যদি উত্থানশক্তি না থাকে, তাহাহইলে শয্যার উপরে শয়ন করাইয়া ঝাড়িবে, বাহিরে ঝাড়িলে বিশেষ ফললাভ হয়, কারণ আকাশের উপর ক্রমান্বয়ে দেবতাদিগের বাসস্থান ও গ্রহাদির সংস্থান, এজন্য ঘরের বাহিরে অবস্থান করাইয়া মন্ত্র উচ্চাচরণপূর্ব্বক ঝাড়িবে, মন্ত্রমধ্যে যেসকল বীজাক্ষর আছে তাহা যে যে দেবতার বীজাক্ষর তাহা উচ্চারণ করা মাত্র সেই সেই দেবতাস্থানে যাইয়া পঁহুছিবে, তাহাহইলেই শীঘ্র ফল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি আবৃতস্থানে মন্ত্র পাঠ করে তাহাহইলে ঐ মন্ত্রের বীজ সেই সেই দেবতাস্থানে সহসা পঁহুছিতে পারে না।

পাঠকবর্গের বিদিতার্থে উড্ডীশ, শাবর এবং সিদ্ধনাগার্জ্জুন প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের গ্রন্থ হইতে কতিপয় নানাকার্য্যের নানাপ্রকার ঝাড়ার মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল ;—

জরঝাড়া,—ওঁ নমশ্চতুর্ব্বক্ত্র পাণয়ে বক্সেনাপতয়ে ওঁ জর শৃণু শৃণু ছর্দ্দ ছর্দ্দ গ্রীবাং মুঞ্চ মুঞ্চ উদরং মুঞ্চ মুঞ্চ কটীং মুঞ্চ মুঞ্চ উরো মুঞ্চ মুঞ্চ হস্তৌ মুঞ্চ মুঞ্চ পাদৌ মুঞ্চ মুঞ্চ সর্ব্বগাত্রাণি মুঞ্চ মুঞ্চ ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্‌ অমুকস্য সর্ব্বজ্বরং নাশয় নাশয় স্বাহা। ইতি জরঝাড়নমন্ত্রঃ।

অন্যচ্চ ;—ওঁ সিদ্ধিঃ দন্তে বৈসে দ্বিধায় ধান, ইহা দিয়া কাটান, অমুকার অঙ্গের বিভাব, সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।

এইরূপ আমার প্রকাশিত উড্ডীশ, ক্রিয়োড্ডীশ, শাবর, সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুট, দত্তাত্রেয়, কামরত্ন, ইন্দ্রজাল, ষট্‌কর্ম্মদীপিকা এবং উড্ডামরেশ্বর ইত্যাদি গ্রন্থে নানারোগের ঝাড়া, বশীকরণাদির জন্য প্রকারান্তরে মেস্‌মেরিজ করিয়া নানাপ্রকরণ করা, সর্পের বিষাদি ঝাড়া, জর ও বসন্তাদি রোগ চালান করা, আকর্ষণ, উচ্চাটন ও অভিচারাদি কার্য্যে মেস্‌মেরিজের কার্য্য লিখিত আছে, যদিও মেস্‌মেরিজ শব্দ লেখা নাই, কিন্তু সেইসকল কার্য্যে মেস্‌মেরিজের ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তির চালনা করিয়া লইতে হইবে। ঐ সকল গ্রন্থে বাহুল্যরূপে লিখিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুক্তি করিলাম না। বিশেষ এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইবে ভয়ে উল্লেখ করা হইল না।

মনও ইচ্ছাশক্তিদ্বারা যেরূপে বশীকরণ ও রোগ আরোগ্য এবং ক্ল্যারভায়াণ্ট্‌ করান যায় তাহা বাহুল্যরূপে বলা হইল। এইক্ষণ মন ও ইচ্ছাশক্তিদ্বারা কিরূপে ইচ্ছানুসারে পুত্র, কন্যা উৎপাদন করা যায় তাহা পবন-বিজয়-স্বরোদয় ও ফলিত-জ্যোতিষ এবং কবিরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের বিদিতার্থে নিম্নে দেওয়া গেল।

স্বরোদয়মতে—

ঋতুকালভবা নাড়ী পঞ্চমেঽহ্নি যদা ভবেৎ।
সূর্য্যচন্দ্রমসোর্যোগে সেবনাৎ পুত্রসম্ভবঃ॥

ঋতুর পঞ্চমদিবসে স্ত্রীর বামনাসিকার এবং পুরুষের দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস যুক্ত করিয়া উভয়ে পুত্রকামনাপূর্ব্বক স্ত্রীসংসর্গ করিলে, সেই ঋতুতে পুত্র উৎপাদন হয়, স্পষ্টার্থ—বামপার্শ্বে শয়ন করিলে দক্ষিণ নাসিকায় এবং দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিলে বামনাসিকায় শ্বাস বহিয়া থাকে, এজন্যই অস্মদ্দেশে পুরুষের বামপার্শ্বে স্ত্রীর শয়নের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে॥

শঙ্খবল্লী গবাং দুগ্ধং পৃথ্ব্যাপো বহতে যদা। ভর্ত্তুরগ্রে বদেদ্বাক্যং গর্ভং দেহি ত্রিভির্ব্বচঃ। ঋতুস্নাতা পিবেন্নারী ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ। রূপলাবণ্যসম্পন্নো নরসিংহঃ প্রসূয়তে॥

ঋতুস্নাতা নারী পৃথ্বীতত্ত্ব কিম্বা জলতত্ত্বের বহনকালে শঙ্খবল্লী ও গব্য-দুগ্ধ পান করিয়া পুত্রকামনাপূর্ব্বক ভর্ত্তার অগ্রে "গর্ভং দেহি" এই বাক্য তিনবার বলিবে ও তৎপরে ঋতুদান ও ঋতুযোগকালে মনে মনে পুত্র চিন্তা করিবে ইহাতে রূপলাবণ্যসম্পন্ন বীরপরাক্রম পুত্র প্রসব হইয়া থাকে॥

সুষুম্না সূর্য্যগন্ধেন ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ।
অঙ্গহীনঃ পুমান্‌ যস্ত জায়তে কৃশবিগ্রহঃ॥

সুষুম্নানাড়ীর দক্ষিণনাসাতে স্থিতকালে পুত্রকামনাপূর্ব্বক যদি ঋতু রক্ষা হয় তবে সেই গর্ভে পুত্র জন্মিবে কিন্তু সেই পুত্র অঙ্গহীন ও কৃশ হইবে॥

বিষমাঙ্কে দিবারাত্রৌ বিষমাঙ্কে দিনাধিপঃ।
চন্দ্রনেত্রাগ্নিতত্ত্বেষু বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ॥

দিবা কিম্বা রাত্রি মধ্যে পিঙ্গলা অর্থাৎ রবিনাড়ীর বহনকালে পৃথ্বী, জল ও অগ্নিতত্ত্বের বহন সময়ে একাগ্রচিত্তে পুত্র চিন্তা করিয়া ঋতু রক্ষা করিলে বন্ধ্যানারীও পুত্র লাভ করে॥

রতারম্ভে রবিঃ পুংসাং স্ত্রিয়াঞ্চৈব সুধাকরঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমে প্রাপ্তে বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ॥

পুরুষের দক্ষিণনাসিকা ও স্ত্রীর বামনাসিকার শ্বাসবহন কালে যদি পুত্র চিন্তা করিয়া উভয়ের সংসর্গ হয় তাহাহইলে বন্ধ্যানারীও পুত্র প্রসব করিয়া থাকে॥

জ্যোতিষমতে গর্ভপ্রকরণ ;—ওজর্কে পুরুষাংশকেষু বলিভির্লগ্নার্ক-গুর্ব্বিন্দুভিঃ, পুংজন্মপ্রবদেৎ সমাংশকগতৈর্যুগ্মেষু তৈর্যোষিতঃ। গুর্ব্বর্কৌ বিষমে নরং শশিসিতৌ বক্রশ্চ যুগ্মে স্ত্রিয়ং দ্ব্যঙ্গস্থা বুধবীক্ষণাচ্চ যমলৌ কুর্ব্বন্তি পক্ষে স্বকে।

উদিতলগ্ন, রবি, বৃহস্পতি ও চন্দ্র যেসময় বলবান্ থাকিবে এবং পুরুষ রাশিতে ও পুরুষ রাশির নবাংশে স্থিত হইবে সেই সময় কামনা করতঃ স্ত্রী-সংসর্গ করিলে সেই গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিবে। আর যদি উদিতলগ্ন ও ঐরূপ গ্রহ স্ত্রী রাশিতে, স্ত্রী রাশির নবাংশগত হয় এবং ঐসময় একাগ্রচিত্তে কামনা করিয়া স্ত্রী-সংসর্গ করে তাহাহইলে সেই গর্ভে কন্যাসন্ততির জন্ম হইবে। অপর যদি রবি ও বৃহস্পতি ইহারা তৎকালে পুরুষ রাশিতে থাকে তাহাহইলে পুত্র জন্মিবে এবং তৎকালে চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল এই সকল গ্রহ যদি স্ত্রীরাশিতে থাকে তাহাহইলে কন্যা জন্মিবে, পরন্তু রবি ও বৃহস্পতি এই দুই গ্রহ মিথুন বা ধনুর নবাংশগত হয় এবং ইহাদিগের প্রতি বুধের দৃষ্টি থাকে ও সেই সময় একাগ্রচিত্তে দুইটী পুত্রের চিন্তা করিয়া স্ত্রী-সংসর্গ করে তাহাহইলে সেই স্ত্রীর গর্ভে দুইটী পুত্রসন্তান জন্মিবে। আর যদি চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল ইহারা কন্যা কিম্বা মীনরাশির নবাংশস্থিত হয় এবং ঐ তিন গ্রহকে যদি বুধ দর্শন করে ও সেই সময় দুইটী কন্যা চিন্তা করিয়া স্ত্রী-সংসর্গ করে তাহাহইলে সেই গর্ভে দুইটী কন্যা জন্মিবে।

উপরোক্ত যোগপ্রাপ্ত না হইলে নিম্নলিখিত যোগে কামনাপূর্ব্বক স্ত্রী-সংসর্গ করিলেও ইচ্ছামত পুত্র এবং কন্যা জন্মিতে পারে।

বিহায় লগ্নং বিষমর্ক্ষসংস্থঃ সৌরোহপি পুংজন্মকরো বিলগ্নাৎ।
প্রোক্তগ্রহাণামবলোক্য বীর্য্যং বাচ্যঃ প্রসূতৌ পুরুষোঽঙ্গনা বা ১

যখন লগ্নভিন্ন বিষমরাশিতে শনি থাকে সেই সময় যদি পুত্রকামনা করিয়া ঋতু রক্ষা হয়, তাহাহইলে সেই গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিবে, আর যদি এককালে পুত্রজন্মযোগ ও কন্যাজন্মযোগের সম্ভব হয় তাহাহইলে যোগকারক গ্রহগণের বলাবল বিবেচনায় পুত্র জন্মকারক গ্রহের বলাধিক্য-সময়ে পুত্রকামনা করতঃ স্ত্রী সংসর্গ করিলে গর্ভে পুত্র জন্মিবে। আর কন্যাযোগকারক গ্রহের বলাধিক্যসময়ে কামনাপূর্ব্বক গর্ভ গ্রহণ হইলে কন্যা জন্মিবে।

ইচ্ছামতে পুত্র ও কন্যাসন্তান জন্মিবার বিষয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু বাহুল্যভয়ে এস্থানে ঐসকল উদ্ধৃত করা হইল না, এইক্ষণ মিঃ অ্যারিষ্টোটল পুত্রকন্যা জন্মান এবং ইচ্ছানুসারে যেরূপ অবস্থায় পুত্র কি কন্যা জন্মাইতে হয় তদ্বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

—"When a young couple is married, they naturally desire children, and therefore adopt the means that nature has appointed to that end, that notwithstanding their endeavours, they must know, the success of all depends on the blessing of God; not only so but the sex, whether male or female, is from his disposal also:—

—"The act of coition being over, let the woman repose herself on her right side, with her head lying low, and her body declining, that by sleeping in that posture, the cani, on the right side of the matrix, may prove the place of conception: for therein is the greatest generative head, which is the chief procuring cause of male children, and rarely fails the expectation of those that experience it, especially if they do but keep warm, without much motion, leaning to the right, and drinking a little spirit of saffron and juice of hyssop in a glass of Malaga or Alicant, when they lie down and arise, for a week.

For a female child, let the woman lie on her left side, strongly fancying a female in the time of procreation, drinking the decoction of female mercury four days from the first day of purgation; the male mercury having the like operation in case of a male; for this concoction purges the right and left side of the womb, opens the receptacles, and makes way for the seminary of generation. The best time to beget a female is, when the moon is in the wane, in Libra or Aquarius. Advicen says, when the menses are spent and the womb cleansed, which is commonly in five or seven days at most, if a man lie with his wife from the first day she is purged to the fifth, she will conceive a male; but from the fifth to the eighth, a female; and from the eighth to the twelfth, a male again; but after that, perhaps neither distinctly, but both in an hermaphrodite. In a word, they that would be happy in the fruits of their labour, must observe to use copulation in due distance of time, not too often, nor too seldom, for both are alike hurtful; and to use it immoderately weakens and wastes the spirits, and spoils the seed.

ইচ্ছানুসারে মাতা বা পিতার সদৃশ সন্তান উৎপাদন বিষয় মিঃ অ্যারিষ্টোটল্ সাহেব বলেন যে সংসর্গকালে স্ত্রীলোক মনঃসংযোগপূর্ব্বক স্বামীর চিন্তা ও ধ্যান করিলে ঐ সন্তান স্বামীসদৃশ রূপবান্ হইবে। চিন্তাশক্তির এতদূর প্রাদুর্ভাব যে গর্ভাবস্থায় গর্ভিণী যাহারপ্রতি এক-মনে এক ধ্যানে চিন্তা করিবে, সন্তানও তাহার অনুরূপ হইবে। ফল-কথা গর্ভিণী এই অবস্থায় যে আকার চিন্তা করিবে সেই আকারের সন্তান জন্মিবে। এই বিষয় মিঃ অ্যারিষ্টোটল সাহেব বাহুল্যরূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।——

—"In the case of similitude, nothing is more powerful than the imagination of the mother; for if she fix her eyes upon any object, it will so impress her mind, that it oftentimes so happens that the child has a representation thereof on some part of its body. And if, in the act of copulation, the woman earnestly look upon the man, and fix her mind upon him, the child will resemble its father. Nay if a woman, even in unlawful copulation, fix her mind on her husband, the child will resemble him, though he did not beget it. The same effect hath imagination in occasioning warts, stains, mole-spots, and dartes; though indeed they sometimes happen through frights, or extravagant longing. May woman, being with child, on seeing a hare cross the road before them, will, through the force of imagination, bring

forth a child with a hairy lip. Some children are born with flat noses and wry mouths, great blubber lips, ill-shaped bodies; which must be ascribed to the imagination of the mother, who hath cast her eyes and mind upon some ill-shaped creature."— ARISTOTLE.

মিঃ ডড সাহেব বলেন, যদি কোন স্ত্রীলোক সুন্দর রূপবান্‌ ও গুণবান্‌ ব্যক্তির সদৃশ সন্তান জন্মাইবার ইচ্ছা করেন তাহাহইলে সেই ব্যক্তির অঙ্কিত চেহারার কি প্রতিমূর্ত্তির উপর তাঁহার মন দৃঢ়রূপে রাখিবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত একধ্যানে ও একজ্ঞানে ঐ প্রতিমূর্ত্তির চিন্তা করিবে। ঐ চিন্তাকে এমৎ প্রবল করিবে যে, শয়নে ও স্বপ্নে সর্ব্বদাই ঐমূর্ত্তি দেখিবে। এইরূপে ঐমূর্ত্তির প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ধ্যান করিলে সন্তানও ঐ ব্যক্তির রূপ গুণ প্রাপ্ত হইবে। এবিষয় মিঃ ডড সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

—"Let this lady select, before she conceives, a portrait, bust, miniature, or picture of some beautiful, talented, and distinguished individual, or the living person she would desire her child to be like, both in appearance and character. Let it be a picture that she greatly admires for its fine proportions and beauty of person. Let her keep her mind upon it until she entirely familiarises herself with its features and form. Let her now conceive with this deep impression on her mind; and after this, let her still continue to gaze upon, and daily contemplate, the admirable grace of its form, and the charming expression of its countenance. Let her place it where it can be readily seen. Let her imbibe for this image a sentimental passion, indelibly impress it upon the heart, and interweave and blend it, as it were, with her being. Let her contemplate it by day with such intense interest and devotion as to transplant, if poseible, its image to her midnight dreams; and let her constantly long and desire, and ardently hope and expect, that her child shall be like this in form and soul. These are to be her constant feelings and impressions till the day of delivery."— DR. J. B. DODS.

—"In this view of the subject it will be seen that every countenance upon which the *enceinte* mother gâzes, and every object, whether animate or inanimate, presented to her view, has a tendency to produce an impression, either favourable or unfavourable, upon the fœtus. And as all form, motion, and power belong to, and exist in, mind, and can be communicated through electric action from the mother's mind to the fœtus, so when beautiful forms and pleasing sights are presented to her with sufficient power, she transmits them by a mental impression to the embryo being as a part of its future beauty. So, on the other hand, when horrid forms and fearful sights are presented to her mind with sufficient power, and as her mind now contains these deformities, she transmits them also by mental impression to her child and perchance effects its ruin."

মহাভারতের ১০৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সত্যবতীর অনুমতিমতে ব্যাসদেব রাজবংশ রক্ষার্থে ঋতু স্নাতা অম্বিকার ঋতু রক্ষাকালে অম্বিকা ব্যাসদেবের উজ্জ্বল নয়নযুগল ও পিঙ্গলবর্ণ জটাভার এবং বিশাল শশ্রু প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর আকার সন্দর্শনকরতঃ ভীত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন, এনিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়া জন্মিয়াছিলেন। অনন্তর পুনরায় সত্যবতীর অনুজ্ঞাক্রমে ব্যাসদেব অম্বালিকার ঋতুরক্ষাকালে অম্বালিকা ব্যাসদেবের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণমূর্ত্তি সন্দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছিলেন বলিয়া পাণ্ডুবর্ণ এক পুত্র প্রসব করেন। মনের চিন্তাপ্রযুক্তই এইরূপ সন্তান জন্মিয়াছিল এই বিষয়ের আর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত নানাদেশের নানাবিধ গ্রন্থে ও পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায় বাহুল্য ভয়ে আর লিখিলাম না।——

সুশ্রুতগ্রন্থেও লিখিত আছে যে গর্ভিণী দৌহৃদকালে গর্ভিণীর অভিলাষ অর্থাৎ ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুনখী, খোঁড়া, জড়, বামন, বিকৃতাক্ষ, অথবা অন্ধ হইয়া থাকে। এস্থলে এতৎসম্বন্ধে সুশ্রুতগ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

"গর্ভাবস্থায় ইন্দ্রিয়দিগের যাহা যাহা ভোগ করিতে অভিলাষ জন্মে, গর্ভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় সেইসকল অভিলাষ পূর্ণ করিবে। গর্ভিণী, দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে গুণবান্‌ পুত্র প্রসব করে। দৌহৃদ প্রাপ্ত না হইলে গর্ভ-সম্বন্ধে বা আপনা আপনি ভয় প্রাপ্ত হয়। গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ে পীড়া জন্মে। গর্ভিণীর রাজদর্শনে অভিলাষ হইলে, সন্তান মহা ভাগ্যবান্‌ ও ধনবান্‌ হয়। দুকূল পট্ট বা কৌশেয় বস্ত্র অথবা অলঙ্কারে অভিলাষ হইলে, সন্তান মনোহর ও অলঙ্কার-প্রিয় হয়। আশ্রমে অভিলাষ হইলে, পুত্র ধর্ম্মশীল ও সংযতাত্মা হয়। দেবতা প্রতিমাতে অভিলাষ হইলে সন্তান পার্ষদ-তুল্য হয়। সর্পাদি ব্যালজাতির দর্শনে অভিলাষ হইলে সন্তান হিংসাশীল হয়। গোধা-মাংস ভোজনে অভিলাষ হইলে, সন্তান নিদ্রালু ও স্থির চিত্ত হয়। মহিষ-মাংসে অভিলাষ জন্মিলে, সন্তান শূর, রক্তাক্ষ ও লোমযুক্ত হয়। বরাহ মাংস অভিলাষে, সন্তান নিদ্রালু ও শূর হয়। শৃগাল মাংসে অভিলাষে, সন্তান বনচর হয়। সৃমর-মাংস অভিলাষে উদ্বিগ্ন ও তিত্তীর-মাংস অভিলাষে ভীত হয়। এই সকল জন্তু ব্যতিরেকে অন্য জন্তুর মাংসে দৌহৃদ জন্মিলে, সেই জন্তুর যে রূপ স্বভাব ও আচার, সন্তানেরও সেইরূপ স্বভাব এবং আচার হয়। এইজন্যই এদেশে প্রাচীনকাল হইতে গর্ভিণীর সাধভক্ষণের প্রথা প্রচলিত আছে।

চরকসংহিতাতে ইচ্ছানুসারে পুত্রোৎপাদনের বিষয় ভগবান্‌ আত্রেয়ঋষি যেরূপ বিধান লিখিয়াছেন তাহা মিঃ ডড সাহেবের লিখিত গ্রন্থের বহুকাল পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এবং তাহাতে মিঃ ডডসাহেব যেরূপ প্রকরণে ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধিদ্বারা ইচ্ছানুরূপ পুত্রোৎপাদনের বিষয় লিখিয়াছেন, চরকসংহিতাতেও প্রায় সেইরূপ প্রকরণে ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধিদ্বারা যথাভিলষিত পুত্রোৎপাদনের কথা লিখিত আছে। পাঠকবর্গের বিদিতার্থে তন্মধ্য হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করাহইল। যথা—"যা যা চ যথাবিধং পুত্রমাশাসীত তস্যাস্তস্যাস্তাং তাং পুত্রাশিষমনুনিশম্য তাংস্তান্‌ জনপদান্মনসানুপরিক্রাময়েৎ ততো যা যা যেষাং

যেষাং জনপদানাং মনুষ্যাণামনুরূপং পুত্রমাশাসীত সা সা তেষাং তেষাং জনপদানাং আহারবিহারোপচারপরিচ্ছদাননুবিধীয়স্বেতি বাচ্যা স্যাৎ। ইত্যেতৎ সর্ব্বং পুত্রাশিষং সমৃদ্ধিকরং কর্ম্ম ব্যাখ্যাতং ভবতি।

যে যে স্ত্রী যে যে প্রকার পুত্রোৎপাদনের অভিলাষ করিবে, সেই সেই স্ত্রীকে সেই সেই পুত্রবিষয়ক আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করাইয়া একাগ্রচিত্তে মনঃসংযোগপূর্ব্বক মনে মনে সেই সেই জনপদ প্রদক্ষিণ করাইবে। পরে যে যে স্ত্রী যে যে জনপদের মনুষ্যসদৃশ পুত্রলাভের অভিলাষ করিবে, সেই সেই স্ত্রীকে সেই সেই জনপদের মানবসমূহের আহার, বিহার, উপচার এবং পরিচ্ছদ বিধান কর, এই কথা বলিবে। এই প্রকারে পুত্রার্থে আশীর্ব্বাদের সমৃদ্ধিজনক কর্ম্ম সমস্ত ব্যাখ্যা করা হইল।

যা তু স্ত্রী শ্যামং লোহিতাক্ষং ব্যূঢ়োরস্কং মহাবাহুং পুত্রমাশাসীত। যা বা কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃদুদীর্ঘকেশং শুক্লাক্ষং শুক্লদন্তং তেজস্বিনমাত্মবন্তং। এষ এবানয়োরপি হোমবিধিঃ; কিন্তু পরিবর্হবর্ণবর্জ্জ্যং স্যাৎ পুত্রবর্ণানুরূপস্ত যথাশীরেব তয়োঃ পরিবর্হোঽন্যঃ কার্য্যঃ স্যাৎ।

যে স্ত্রী শ্যামবর্ণ, লোহিতনেত্র, বিশালবক্ষঃস্থল এবং মহাবাহু পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, অথবা যে স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ, মৃদু ও দীর্ঘ-কেশবিশিষ্ট, শুক্লনেত্র, শুভ্রদন্ত, তেজস্বী এবং জিতেন্দ্রিয় পুত্রলাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে হোমবিধি জানিবে। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছদ ও বৃষাদির বর্ণবিষয়ে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে অর্থাৎ যে বর্ণের পুত্রকামনা করিবে সেই বর্ণের অনুরূপ অন্য পরিচ্ছদ ধারণ করিবে।

গরুড়পুরাণেও গর্ভসম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যথা;—"তাম্বূলগন্ধ-শ্রীখণ্ডৈঃ সমং সঙ্গঃ শুভেঽহনি নিষেকসময়ে যাদৃঙ্‌ নরচিত্তে বিকল্পনা। তাদৃক্‌ স্বভাবসম্ভূতির্জ্জন্তুর্ব্বিশতি কুক্ষিগঃ"। * * *।—তাম্বূল গন্ধ প্রভৃতি সেবা করত শুভদিনে ঋতুরক্ষা করিবে, নিষেকসময়ে পুরুষের চিত্তের যেরূপ অবস্থা থাকে, উদরস্থ সন্তানও সেইরূপ অবস্থাপন্ন হয়। * * । ইহাতেও প্রকাশ হইতেছে যে ইচ্ছাশক্তিক্রমে যেরূপ সন্তান কামনা করিবে সেইরূপ সন্তানই জন্মিবে, এই বিষয় আমার প্রকাশিত গরুড়পুরাণের উত্তরখণ্ডের ৫৮ পৃষ্ঠা দৃষ্টি করিলেই অবগত হইতে পারিবেন।

অন্যপ্রকার;—স্বরোদয়গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইচ্ছানুসারে দক্ষিণনাসিকা কিম্বা বামনাসিকা বহনসময়ে যে যে তত্ত্বের উদয়ে পুত্রকামনা করিয়া ঋতুরক্ষা করিলে পুত্র এবং কন্যাকামনা করিয়া ঋতুরক্ষা করিলে কন্যা জন্মিয়া থাকে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দেওয়া গেল।

অথ পুত্র কন্যা জ্ঞান।

দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু বহন কালে অগ্নি ও বায়ুতত্ত্ব সময়ে যদি গর্ভ-সঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্র জন্মে এবং সেই পুত্র ভাগ্যবান্‌ ও শুভ লক্ষণযুক্ত হয়। যদি চন্দ্রনাড়ীর * উদয়কালে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে কন্যা জন্মে, কিন্তু প্রসূতির মস্তিষ্কের দোষে অল্পদিন মধ্যে বিকার অর্থাৎ রোগ জন্মে। যদি বামনাসিকা বহন সময় জল ও পৃথ্বীতত্ত্বে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভেও কন্যা জন্মে এবং ঐ কন্যা ভাগ্যবতী ও শুভ লক্ষণযুক্তা হয়। যদি দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বহন কালে জল ও পৃথ্বীতত্ত্বে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মে, কিন্তু প্রসূতির প্রসবের দুই হইতে চারি দিবস মধ্যে মৃত্যু হয় অথবা ঐ গর্ভ ছয় কিম্বা সপ্তম মাসে বিনষ্ট হয়। যদি সুষুম্নানাড়ী বহনকালে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে প্রেতদিগের দ্বারা ঐ গর্ভ বিনষ্ট হয়, কিন্তু যদি প্রেতগণ দ্বারা গর্ভ বিনষ্ট না হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্র জন্মায় এবং সেই সন্তান যোগী ও মহা-পুরুষ হইতেও যশস্বী হয়।

* বামনাসিকার শ্বাস বহনকালে।

তত্ত্ব অনুসারে পুত্র কন্যা নপুংসক আদির উৎপত্তির বিবরণ বলা হইয়াছে এইক্ষণ ঐ প্রক্রিয়া ঋতুর কোন কোন দিবসে করা কর্ত্তব্য।

ঋতুকালে যুগ্ম দিবসে ঋতু রক্ষা করিলে পুত্র এবং অযুগ্ম দিবসে কন্যা জন্মে।

প্রথম দিবসে ঋতু রক্ষা করিলে পুরুষের আয়ু ক্ষয় হয়। তাহাতে গর্ভ হইলে সেই গর্ভ প্রসবকালে স্রাব হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিবসে ঋতু রক্ষা করিলেও সেইরূপ ফল হয় অথবা সূতিকাগৃহে সন্তান নষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসেও সেই ফল, অথবা সন্তান অসম্পূর্ণ অঙ্গ বা অল্পায়ু হয়। চতুর্থ দিবসে ঋতু রক্ষা করিলে সন্তান সম্পূর্ণ অঙ্গ ও দীর্ঘায়ু হয়। পঞ্চম দিবসে কন্যা কুলটা ও পাপে রতা হয়। ষষ্ঠ দিবসে পুত্র জন্মে, কিন্তু সেই পুত্র দরিদ্র হয়; সপ্তম দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা তাহার স্বামীকে ত্যাগ করিয়া পরপুরুষগামিনী হয়। অষ্টম দিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র মহাসুখী ও পণ্ডিত হয়, নবম দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা সতী পতিব্রতা ও অতি শান্ত হয়, দশম দিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র জন্মাবধি সুখী হয়, একাদশ দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা কুলবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা হয়, দ্বাদশ দিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয়। ত্রয়োদশ দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা সত্য-বাদিনী, জিতেন্দ্রিয়া ও ধর্ম্মচারিণী হয়, চতুর্দ্দশদিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র মহা সুখী ও পণ্ডিত হয়। অতএব এইসকল বিবেচনা করিয়া তত্ত্বাদির উদয় সময়ে বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অমাবস্যা, প্রতিপদ, সপ্তমী, অষ্টমী, পূর্ণমাসী ও রবিবারদিবসে স্ত্রী-সঙ্গম নিষেধ, ইহাতে যে সন্তান জন্মিবে, তাহার অল্পায়ু হয়। আর অসুস্থ শরীরে ঋতুরক্ষা করিলে সেই দোষে পুত্র কন্যা দুঃখী হয়।

অথ ঋতুরক্ষার রাত্রিপ্রকরণ।

প্রথম প্রহর রাত্রে ঋতু রক্ষা করিলে সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তাহার অল্পায়ু হয়। দ্বিতীয় প্রহরে ঋতুরক্ষা করিলে সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান দুঃখী ও দরিদ্র হয়। তৃতীয় প্রহরে ঋতু-রক্ষা করিলে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা নষ্টমতি হয়। আর যদি পুত্র জন্মে, তবে সে দাসবৃত্তি করে ও কুকর্ম্মান্বিত হয়। চতুর্থ প্রহরে ঋতুরক্ষা করিলে সেই গর্ভের পুত্র হরিভক্তি এবং ধর্ম্মপরায়ণ হয়। আর দিবা-ভাগে ঋতুরক্ষা করিলে সেই গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে দুরাচার এবং অতি অভাজন হয়।

স্ত্রিয়ঃ শিরোবক্ত্রগলে সুলোহস্তে পাদাংসকং পৃষ্ঠ-
মুরোহথ পার্শ্বে। কুক্ষিস্তনানাভ্যথ মেঢ্রমুষ্কৌ স্ফিক্-
পুচ্ছমিত্যাহ চতুষ্পদাদ্যে ॥

চতুষ্পদ প্রাণিসম্বন্ধে মেষ মস্তক, বৃষ মুখ ও গলদেশ, মিথুন সম্মুখের পাদদ্বয়, ও স্কন্ধদ্বয়, কর্কট পৃষ্ঠ, সিংহ বক্ষঃস্থল, কন্যা পার্শ্বদ্বয়, তুলা উদর, বৃশ্চিক গুহ্যদেশ, ধনু পশ্চাদ্ভাগের পাদদ্বয়, মকর মেঢ্র ও মুষ্ক, কুম্ভ, নিতম্ব, মীন পুচ্ছ। পক্ষিসম্বন্ধে হইলেও এইরূপ বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষ এই যে, উল্লিখিত পাদদ্বয়ের স্থলে পক্ষীর ডানাদ্বয় বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকদ্বারা ঐ প্রাণির যে অঙ্গের যেরূপ বর্ণ হইবে তাহাও স্থির করিতে পারিবে॥

লগ্নে দ্রেক্কাণে বলসংযুতেন বা গ্রহেণ যুক্তে চর-
ভাংশকোদয়ে। বুধাংশকে বা বিহগাঃ স্থলাম্বুজাঃ শনৈ-
শ্চরেন্দ্বীক্ষণযোগসম্ভবাঃ ॥

পক্ষিদ্রেক্কাণ অর্থাৎ মিথুন লগ্নের ১১ অংশ হইতে ২০ অংশ, সিংহের ১ অংশ হইতে ১০ অংশ, তুলার দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ এবং কুম্ভের প্রথমদ্রেক্কাণ অথবা চরনবাংশ অর্থাৎ যে নবাংশ চররাশি হইবে অথবা বুধের নবাংশ অর্থাৎ যে নবাংশে মিথুন ও কন্যারাশি হইবে, তাহাতে যদি বলবান্ গ্রহগণ স্থিত হয় অথবা ঐ দ্রেক্কাণে বা নবাংশে যদি শনি স্থিত হয় বা দৃষ্টি করে, তাহাহইলে স্থলচর পক্ষী জন্মিবে। যদি চন্দ্র দৃষ্টি করে, তাহাহইলে জলচর পক্ষির জন্ম হইবে॥

হোরেন্দুসূরিরবিভির্বিবলৈস্তরূণাং তোয়স্থলে তরু-
ভবোহংশকৃতঃ প্রভেদঃ। লগ্নাদ্ গ্রহঃ স্থলজলর্ক্ষপতিস্তু
যাবাংস্তাবন্ত এব তরবঃ স্থলতোয়জাতাঃ ॥

জন্মকালে যদি লগ্ন, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও রবি দুর্ব্বল হয়, তাহাহইলে গর্ভে বৃক্ষ জ[illegible]। ঐ বৃক্ষ স্থলজ কি জলজ তাহা জানিতে হইলে উদিত নবাংশানুসারে, [illegible] রাশির সংজ্ঞা গণনা করিয়া স্থির করিবে। অর্থাৎ যদি জন্মকালে কর্কট, মকরের শেষার্দ্ধ অথবা মীনরাশির উদিতাংশ হয় তাহাহইলে জলজবৃক্ষ অন্যথা স্থলবৃক্ষ স্থির করিবে। কয়টি বৃক্ষ জন্মিবে? তাহা জানিবার নিয়ম এই যে, তৎকালে উদিত নবাংশাধিপতি উদিত লগ্ন হইতে যত রাশি অন্তরে থাকি[illegible] ততটি বৃক্ষ জন্মিবে।

দৃষ্টান্ত। জন্মকালে সিং[illegible]শির ১০ নব অংশ উদিত হি[illegible] অতএব মিথুনরাশির উদিত নবাংশ হইয়াছে সুতরাং স্থলবৃক্ষ জানা গেল। মিথুনের অধিপতি বুধগ্রহ, ঐ বুধ তৎকালে ধনুরাশিতে অবস্থিত ছিল এবং সিংহরাশি হইতে গণনায় ধনুরাশি পঞ্চম হয়, অতএব বৃক্ষের সংখ্যা পাঁচ জানা গেল। যদি তৎকালে নবাংশাধিপতিগ্রহ স্বস্থানে থাকে, কিম্বা বক্র হয়, তাহাহইলে ঐ সংখ্যা দ্বিগুণ করিবে। আর যদি বর্গোত্তমরাশি কিম্বা নিজ নবাংশ, স্বক্ষেত্র বা স্বদ্রেক্কাণ হয়, তাহাহইলে ত্রিগুণ বৃক্ষের জন্ম হয়॥

অন্তঃসারান্ জনয়তি রবির্দুর্ভগান্ সূর্য্যসূনুঃ ক্ষীরো-
পেতাংস্তুহিনকিরণঃ কণ্টকাঢ্যাংশ্চ ভৌমঃ। বাগীশজ্ঞৌ
সফলবিফলান্ পুষ্পবৃক্ষাংশ্চ শুক্রঃ স্নিগ্ধানিন্দুঃ কটুক-
বিটপান্ ভূমিপুত্রশ্চ ভূয়ঃ ॥

উদিত নবাংশাধিপতি রবি যদি হয়, তাহাহইলে বৃক্ষ সারবান্ হইবে, এইরূপ শনি হইলে দুর্ভাগ, চন্দ্র হইলে ক্ষীরবৃক্ষ, মঙ্গল হইলে কণ্টকী, বৃহস্পতি হইলে সফল, বুধ হইলে বিফল, শুক্র হইলে পুষ্পাদিত বৃক্ষ জন্মাইবে। পুনশ্চ চন্দ্র নবাংশাধিপতি হইলে চিকণ বৃক্ষ এবং মঙ্গল নবাংশাধিপতি হইলে কটুবৃক্ষের জন্ম হইবে॥

বৃহজ্জাতকের টীকাকারেরা এই নিয়ম বলেন দেখা যায় যে জন্মকালে চন্দ্র যদি সর্পের দ্রেক্কাণে থাকে অর্থাৎ মেষের প্রথম, কর্কটের দ্বিতীয়, সিংহের তৃতীয়, বৃশ্চিকের প্রথম, ধনুর দ্বিতীয় ও মীনের তৃতীয়, হোরাদ্বয়ের কোন এক দ্রেক্কাণে থাকে এবং লগ্নের দ্বিতীয় ও একাদশ স্থানে যদি পাপগ্রহের অবস্থান হয় তাহাহইলে প্রসূতি সর্প প্রসব করিয়াছে জানিতে হইবে। ইত্যাদি—

সুশ্রুতেও লিখিত আছে যে ঋতুস্নাতা নারী স্বপ্নে পুরুষ সহবাস করিলে তাহার আর্ত্তবশোণিত অর্থাৎ ঋতুকালীয় শোণিত বায়ু কর্ত্তৃক নীত হইয়া গর্ভ জন্মায়, তাহাতে মাসে মাসে গর্ভলক্ষণ বর্দ্ধিত হয়, সেই গর্ভ কালক্রমে বর্দ্ধিত হওয়াতে সর্প, বৃশ্চিক ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বিকৃত আকার ধরে। ইত্যাদি—

ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে স্ত্রীলোকের গর্ভে ঐ সকল কখন কখন জন্মিয়া থাকে। ইহা অবিশ্বাস করা কোনরূপেই সঙ্গত নহে। যদি ইহা মিথ্যা হইত তাহাহইলে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার প্রধান রত্ন বরাহমিহিরাচার্য্য এইরূপ লিখিতেন না। তিনিও আমাদিগের প্রাচীনকালের মুনিঋষিগণের গ্রন্থ দৃষ্টে এবং তাহা পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন।

ইতি জেলা ঢাকাবিভাগের অন্তঃপাতী মাণিকগঞ্জ উপবিভাগের অধীন বুরুণ্ডীগ্রামনিবাসী ৺ আনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত অরুণোদয়নামক মাসিকপত্রিকায় বশ্যতন্ত্র-মেস্মেরিজম্ সমাপ্ত।